পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1548, Saturday, 21 October 2023 FREE www.parichoy.com

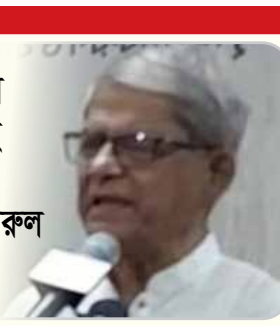

সরকার পতনে আর কয়েকটা দিন আছে বললেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- জিম্মি আমেরিকান মা ও মেয়েকে মুক্তি দিল হামাস-৫ম পাতায়
- ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জন্য আরো ১০৬ বিলিয়ন ডলার চাইলেন বাইডেন-৫ম পাতায়
- পুতিনের কপাল খুলছে, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে দুশ্চিন্তায় ইউক্রেন - ৫ম পাতায়
- মিশর সীমান্ত দিয়ে গাজায় ঢুকেছে ত্রাণের ২০টি ট্রাক - ৫ম পাতায়
- এক বছরে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ৭%-৫ম পাতায়
- এ যুদ্ধে কোনো নায়ক নেই, আছে শুধু ক্ষতিগ্রস্তরা-সৌদি আরবের সাবেক গোয়েন্দা প্রধান তুর্কি-আল-ফয়সাল - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ৪ হাজার ছাড়াল, হামাসের হামলায় নিহতের সংখ্যা এক হাজার ৪০৩ জন - ৭ম পাতায়
- বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা শুরু - ৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে শেখ হাসিনার চেয়ে বেশি অন্য কেউ আপন নয় -হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ওবায়দুল কাদের: ৮ম পাতায়
- আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা হারালে এক রাতেই ৬৫ হাজার লোক মারা যাবে বললেন শামীম ওসমান-৮ম পাতায়

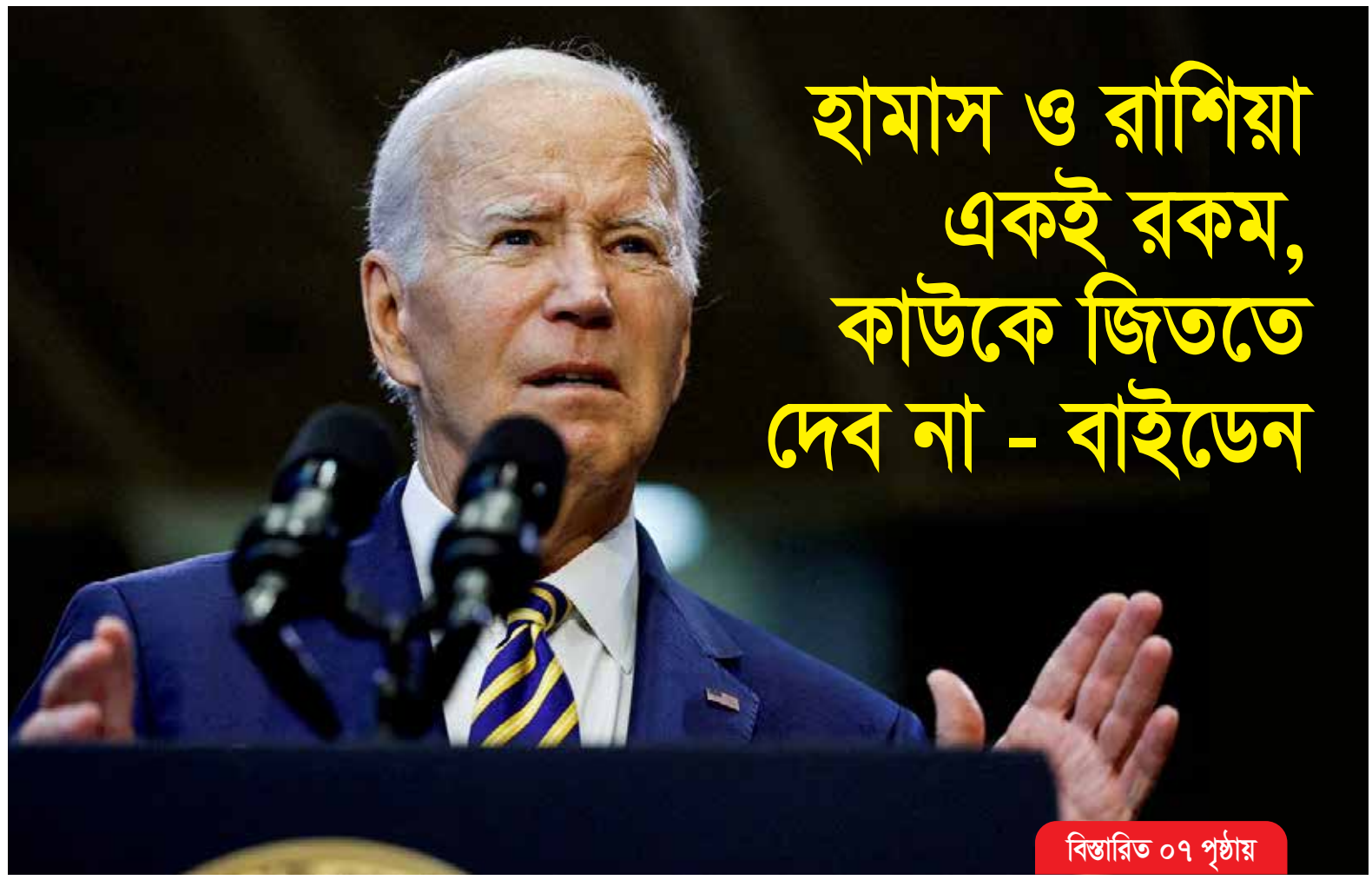

হামাস ও রাশিয়া একই রকম, কাউকে জিততে দেব না - বাইডেন

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের খোলা বাজারে ডলারের তীব্র সঙ্কট, দ্রুত গতিতে বাড়ছে বিনিময় হার

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

ফ্রি কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

MYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING # RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric18@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MH
Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
REBNY
MOINUL ISLAM

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station

Nazrul Islam
President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন

নিরাপদে থাকুন

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জিম্মি আমেরিকান মা ও মেয়েকে মুক্তি দিল হামাস

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় জিম্মি করে রাখা আমেরিকান নারী এবং তার মেয়েকে মুক্তি দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। মূলত হামাসকে নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের ফ্যাসিবাদী মন্তব্যকে ভুল প্রমাণ করতে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। শুক্রবার (২০ অক্টোবর) মুক্তি পাওয়ার পর মার্কিনি নারী ও তার মেয়ে ইসরায়েলে পৌঁছান। এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েল, আইডিএফ ও সমগ্র নিরাপত্তা সংস্থা নিখোঁজ ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে এবং জিম্মিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং শুক্রবার গভীর রাতে ইসরায়েলে পৌঁছেছেন। এদিকে, মার্কিনি নারী ও তার মেয়েকে মুক্তি দেওয়ার আগে টেলিগ্রাম চ্যানেলে এক বিবৃতি দিয়েছে হামাস। এতে বলা হয়েছে, কাতারের প্রচেষ্টায় আল-কাসাম ব্রিগেডস মানবিক কারণে দুই মার্কিন নাগরিককে মুক্তি দিয়েছে। এর মাধ্যমে আমেরিকার জনগণ এবং বিশ্বকে প্রমাণ করতে যে, বাইডেন এবং তার ফ্যাসিবাদী প্রশাসনের দাবিগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অনেক দিনের মধ্যস্থতার ফলে এই মুক্তি মিলেছে। কাতার আশা করে যে, সংলাপের মাধ্যমে সকল বেসামরিক জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে। দুই আমেরিকান-ইসরায়েলি জিম্মি হলেন ইহুদিত ও নাটালি শোশানা রানান। গত ৭ অক্টোবর থেকে তারা হামাসের হাতে বন্দি ছিলেন। নাটালির বয়স ১৭, সবেমাত্র হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। তিনি ইসরায়েলে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। আর তার মা ইহুদিত একজন শিল্পী এবং শিকাগো এলাকার বেশ কয়েকটি হাসপাতালের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতেন। মায়ের ৮৫তম জন্মদিন উদযাপন করতে তারা একসঙ্গে ইসরায়েলে ছিলেন।

এক বছরে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ৭%

পরিচয় ডেস্ক: ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) বা বিদেশি বিনিয়োগ ৭% কমেছে। গত মঙ্গলবার (১৭ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, এ অর্থবছরে ৩.২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসেছে। এর কারণ হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের অস্থিরতা কমার কোনো লক্ষণ না থাকাকে দায়ী করেছেন অনেকেই।

অর্থনীতিবিদরা, বেশি বৈদেশিক মুদ্রার জন্য দেশের অর্থনীতিতে চাপ রয়েছে বলে জানিয়ে এটি সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু এই সময়ে ইক্যুইটি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

পুতিনের কপাল খুলছে, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে দুশ্চিন্তায় ইউক্রেন

পরিচয় ডেস্ক: দেড় বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ অনেকটাই আড়ালে চলে গেছে গাজায় দখলদার ইসরায়েলির হামলার কারণে। ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ইসরায়েলে হামলা এবং গাজায় ইসরায়েলের পাল্টা হামলা নিয়ে এখন ব্যস্ত পুরো বিশ্ব। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে এই লড়াইয়ে ইসরায়েলকে সর্বাত্মক সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর নজরও এখন এই সংকটের দিকে। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির কারণে পশ্চিমাদের অস্ত্র সরবরাহের একটা বড় অংশ এখন ইউক্রেনের বদলে ইসরায়েলের দিকে ঘুরে যাবে। ইসরায়েলে সংঘাতের কারণে ইউক্রেনের অস্ত্রঅর্থদাতারা কিছুটা বিমুখ হবে। যার করণে সামরিক সহায়তার পরিমাণ কমে যাবে ইউক্রেনে। ধারণা করা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে

সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে তাতে একইসঙ্গে দুটি ভিন্ন যুদ্ধে দুই মিত্রকে সহায়তার ক্ষেত্রে আমেরিকার সক্ষমতাও পরীক্ষায় পড়বে।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়া ইসরায়েলের শত্রু দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বিশেষত ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাশিয়া-ইসরায়েল সম্পর্কে অস্বস্তি তৈরি করেছে।

ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য এখন সবচেয়ে বড় সহযোগিতা হতে পারে যদি কিয়েভের অস্ত্র সরবরাহে বাধা তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে সামরিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বাস্তবে সেটার পরিমাণ যেন কমে যায়। মধ্যপ্রাচ্যে যদি ইউক্রেনের মিত্ররা বড় কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে সেটা ঘটবে। বিষয়টি নিয়ে বশষজ্ঞরা মনে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জন্য আরো ১০৬ বিলিয়ন ডলার চাইলেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: কংগ্রেসের কাছে ইসরায়েল ও ইউক্রেন, সীমান্ত নিরাপত্তাসহ কিছু অগ্রাধিকার প্রকল্পের জন্য প্রায় ১০৬ বিলিয়ন ডলার তহবিল চেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ২০ অক্টোবর শুক্রবার হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে এই চাহিদার কথা জানানো হয়েছে। তবে বিশৃঙ্খলায় থাকা কংগ্রেসের কাছ থেকে কীভাবে এই অর্থ ছাড়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে তা সম্পর্কে কোনও কৌশল উল্লেখ করা হয়নি। সম্প্রতি ইসরায়েল সফর করেছেন বাইডেন। গাজায় বোমা বর্ষণ অব্যাহত রাখা ইসরায়েলি সরকারকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হামলায় ইসরায়েলে ১ হাজার ৪০০ নিহতের পর থেকেই

গাজায় হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। তাদের হামলায় শুক্রবার (২০ অক্টোবর) পর্যন্ত ৪ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের প্রায় অর্ধেক শিশু ও নারী।

খবরে বলা হয়েছে, ইসরায়েল, ইউক্রেন, সীমান্ত নিরাপত্তা, শরণার্থী সহযোগিতা, চীনকে মোকাবিলায় উদ্যোগ এবং অন্যান্য বিতর্কিত অগ্রগাধিকারের জন্য তহবিলকে একত্রিত করার মাধ্যমে বাইডেন আশা করছেন বিলটি আবশ্যিকভাবে কংগ্রেসের অনুমোদন পাবে। গত বছর প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে রিপাবলিকানরা। প্রায় দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে প্রতিনিধি পরিষদের কোনও স্পিকার নেই। দলটির *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

মিশর সীমান্ত দিয়ে গাজায় ঢুকেছে ত্রাণের ২০টি ট্রাক

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের হামলা ও অবরোধের মুখে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন ফিলিস্তিনিরা। খাবার, পানি, জ্বালানির সংকটে থাকা লাখ লাখ গাজাবাসীর জন্য ২০ ট্রাকের এই সহায়তা খুবই সামান্য

ইসরায়েলি হামলার দুই সপ্তাহ পর গাজায় ২০টি ত্রাণবাহী ট্রাক ঢুকেছে। মিশর থেকে রাফাহ ক্রসিং দিয়ে ওষুধ ও খাবার নিয়ে এই ত্রাণসামগ্রী ঢুকেছে অবরুদ্ধ গাজায়। সেখানে ত্রাণ সহায়তার কাজ করছেন জাতিসংঘ ও রেড ক্রিসেন্টের কর্মীরা।

কয়েকদিন ধরেই রাফাহ ক্রসিংয়ে অপেক্ষায় ছিল এসব ট্রাক। শনিবার (২১ অক্টোবর) ক্রসিংটি খুলে দেওয়ার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

‘কে কি বললেন’

গাজা দখল করা হবে ইসরায়েলের জন্য ‘বড় ভুল’- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়ালে বিএনপি-জামায়াতকে ছাড় দেওয়া হবে না- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশের কোনো দলের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশিরা যেন স্বাধীনভাবে তাদের নেতৃত্ব নির্বাচন করতে পারে, এটিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশা।- ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলার

১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে চার কোটি মানুষ আছে যাদের ক্রয় ক্ষমতা ইউরোপের মানুষের সমান। এই চার কোটি মানুষ দাম দিয়ে ভালো জিনিসপত্র কিনতে পারে - বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

গাজায় শান্তি ফেরাতে মিসরে বৈঠকে বসছেন বিশ্বনেতারা

পরিচয় ডেস্ক:ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধ ১৪ দিনে গড়িয়েছে। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ থামাতে বিশ্বজুড়ে দাবি উঠলেও আমলে নিচ্ছে না কোনো পক্ষই। এমন পরিস্থিতিতে ২৩ লাখ মানুষের এই অঞ্চলে শান্তি ফেরাতে আগামীকাল শনিবার মিসরের কায়রোতে বৈঠকে বসবেন বিশ্বনেতারা। এরই মধ্যে আট দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শুক্রবার (২০ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে আলজাজিরা।

আটটি দেশ হলো বাহরাইন, সাইপ্রাস, মিসর, জার্মানি, ইতালি, জাপান, কুয়েত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এ ছাড়া ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেল, ইইউর শীর্ষ কূটনীতিক জোসেপ বোরেল এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাথ রিন কোলোনা এই শান্তি সম্মেলনে যোগ দেবেন। পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যেন এই যুদ্ধ ছড়িয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে গত সপ্তাহে কায়রো, বৈরুত ও ইসরায়েল সফর করেছেন ক্যাথরিন কোলোনা।

গাজা সংকট মোকাবিলায় মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল-ফাত্তাহ আল-সিসির আহ্বানে এই শান্তি

সম্মেলন হচ্ছে। মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ শউকরি বলেছেন, গাজার পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ এই সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

বুধবার (১৮ অক্টোবর) স্কাই নিউজ আরাবিয়াকে মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, গাজায় উত্তেজনা প্রশমন, যুদ্ধবিরতি এবং দীর্ঘদিনের সংঘাত নিরসনে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান নিয়ে আলোচনা করবেন বিশ্বনেতারা।

এর আগে একই দিন রাফা ক্রসিং দিয়ে অবরুদ্ধ গাজায় মানবিক সহায়তা প্রদানে একটি চুক্তিতে পৌঁছান মিসরের প্রেসিডেন্ট আল-সিসি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। চুক্তির আওতায় মানবিক সহায়তা নিয়ে গাজায় ২০টি ট্রাক প্রবেশ করবে। গত ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলার জবাবে সেখান টানা বিমান হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের ১৪ দিনের বোমাবর্ষণে এখন পর্যন্ত গাজায় চার হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১২ হাজরের বেশি আহত হয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৮০ জনে দাঁড়িয়েছে।॥

গাজাকে পাঁচ কোটি ইউরো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জার্মানির

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল-গাজা সংঘাত খতিয়ে দেখতে শুক্রবার (২০ অক্টোবর) সকালে ইসরায়েলে পৌঁছান জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক। গত বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) তিনি জর্ডানে পৌঁছান। সেখানে বৈঠকের পাশাপাশি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, ইসরায়েলের পাশে আছে জার্মানি। বার্লিন মনে করে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ৭ অক্টোবর যে ঘটনার পর ইসরায়েল গাজার সঙ্গে সংঘাতে নেমেছে, তা সম্পূর্ণ সমর্থন করে জার্মানি। পাশাপাশি, গাজায় যে বেসামরিক মানুষ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন, তাদেরও পাশে আছে জার্মানি। এজন্য গাজার বেসামরিক মানুষের কাছে মানবিক সাহায্য হিসেবে পাঁচ কোটি ইউরোর (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫৮০ কোটি টাকা) প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। অতি দ্রুত যাতে তা গাজার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে তা দেখা হবে বলে জানিয়েছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বেয়ারবক জানিয়েছেন, গাজায় একটি চিকিৎসক দলও তারা পাঠানোর চেষ্টা করছেন। সবটাই নির্ভর করবে, সীমান্ত খোলার উপর। মানবিক সাহায্য পাঠানোর জন্য রাফাহ সীমান্ত খুলে দেবে ইসরায়েল।

বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) জর্ডানে গেছেন বেয়ারবক। শুক্রবার সকালে তিনি ইসরায়েলে গিয়ে সেখানকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। এদিন বিকেলেই তিনি লেবানন যাবেন। সেখানে গিয়েও *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

চীন চায় ইসরায়েল-হামাস দ্বন্দ্ব দ্রুত শেষ হোক - শি জিনপিং

ইসরায়েল-হামাস দ্বন্দ্বের দ্রুত সমাধান দেখতে চায় চীন। চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, চীন চায় ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ হোক। সংঘাতের স্থায়ী সমাধানের জন্য আরব সরকারগুলির সঙ্গে কাজ করতেও ইচ্ছুক বেইজিং।

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শি আরও বলেছেন যে সংঘাতের প্রসারণ বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া ঠেকাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধবিরতি করা অত্যাবশ্যক ছিল। এই সপ্তাহে চীনের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

গাজায় নিহতদের স্মরণে ২১ অক্টোবর শনিবার বাংলাদেশে শোক

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় নিহতদের স্মরণে ২১ অক্টোবর শনিবার সমগ্র বাংলাদেশে শোক পালনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে ২০ অক্টোবর শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে মসজিদে মসজিদে দোয়া এবং মন্দির, প্যাগোডা ও গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) ঢাকার তেজগাঁও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ১৫০টি সেতু, ১৪টি ওভার পাস, স্বয়ংক্রিয় মোটরযান ফিটনেস পরীক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের হামলায় আহত নারী, পুরুষ ও শিশুদের চিকিৎসার জন্য ওষুধ সামগ্রি পাঠাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সেই প্রস্তুতিও নিয়েছে।' বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'আজ ফিলিস্তিনে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছেন। তাদের জন্য কোনো একটা কথাও বিএনপিকে বলতে শুনিনি। তারা আন্দোলনে ব্যস্ত।'

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় টানা দুই সপ্তাহ ধরে ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৪৭৮ জনে। নিহতদের মধ্যে এক হাজারের বেশিই শিশু। এ ছাড়া ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ জনে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অবরুদ্ধ উপকূলীয় ফিলিস্তিনি এই ভূখণ্ডে আহত হয়েছে ১২ হাজারের বেশি মানুষ। পশ্চিম তীরে আহতের সংখ্যা ১৩ শতাধিক।

এদিকে অবরুদ্ধ গাজায় খাবার পানিও শেষ হয়ে আসছে। সেখানে মানবিক সংকট পৌঁছেছে চরমে।

জাতিসংঘের নির্মাণ করা স্কুল, হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র এমনকি জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থার গুদামেও বোমা ফেলেছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলের হয়ে যুদ্ধ করতে চায় বহু ভারতীয়

পরিচয় ডেস্ক: ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত নওর গিলন বলেছেন, বহু ভারতীয় তাদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন এবং এর জন্য তিনি আপ্লুত। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে হামাসের সঙ্গে তার দেশের চলমান যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য বহু ভারতীয় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।গিলন বলেছেন, এতো সংখ্যক ভারতীয় যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হতে চেয়েছেন যা দিয়ে আরও একটা বাহিনীই বানিয়ে ফেলা যায়। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাতকারে নওর গিলন বলেছেন, আমার কাছে এটা খুবই আশাপ্রদ ঘটনা, খুবই আবেগের ব্যাপার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে আমরা যে মাত্রার সমর্থন পেয়েছি, সেই শনিবার যখন পুরো চিত্রটাই পরিষ্কার হয়নি। তিনি বিশ্বের প্রথম নেতাদের মধ্যে একজন, যারা খুব স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা জানিয়ে টুইট করেছিলেন। এটা আমরা কখনই ভুলব না।

এ ছাড়া গিলন জানান, তিনিভারতের মন্ত্রী, বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছেন। এই সাক্ষাতকারেই তিনি বলেছেন, এটা ছবির একটা দিক। দূতাবাসের (ইসরায়েলি দূতাবাস) সামাজিক মাধ্যমগুলো দেখুন। খুবই আশ্চর্যজনক। সবাই আমাকে বলছে যে আমি স্বেচ্ছাসেবক হতে চাই এবং আমি ইসরায়েলের পক্ষে লড়াই করতে চাই- এই শক্তিশালী সমর্থন নজিরবিহীন। আমি স্বেচ্ছাসেবকদের (ভারতীয়দের) সঙ্গে আরেকটি আইডিএফ (ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী) গঠন করতে পারি।

ভারতে ইসরায়েল দূতাবাসের এক্স-হ্যান্ডেলকে ট্যাগ করে যারা ইসরায়েলকে সমর্থন করছেন, তার থেকে কিছু আবার রাষ্ট্রদূতে এক্স হ্যান্ডেলে রিপোস্ট করা হচ্ছে, ধন্যবাদও জানানো হচ্ছে। কিছু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ দেখতে স্টেডিয়ামে ইসরায়েলের পতাকা তুলে ধরে তাদের প্রতি সমর্থনের ডাকও দিচ্ছেন।

টানা ১০ দিন থেকে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র বাহিনী হামাস ও ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলছে। এতে উভয়পক্ষে নিহতের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছে ১০ হাজারের বেশি।

গাজা হাসপাতালে হামলাকারীদের শাস্তি হওয়া উচিত বললেন মোদি

পরিচয় ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হাসপাতালে চালানো হামলায় জড়িতদের শাস্তি হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, এই হামলার ঘটনায় তিনি বিস্মিত। হামলায় হতাহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানিয়েছেন তিনি।

গত মঙ্গলবার (১৭ অক্টোবর) রাতে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার আল *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

হামাসের হামলাকে নেতানিয়াহুর ব্যর্থতা মনে করেন বেশিরভাগ ইসরায়েলি

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি ক্ষোভ বেড়ে চলেছে দেশটির সাধারণ মানুষের। সাম্প্রতিক সময়ে হামাসের হামলার জন্যও তারা নেতানিয়াহুর ব্যর্থতাকে সামনে হাজির করেছেন। দেশটির ৮৬ শতাংশ নাগরিক মনে করেন, হামাসের হামলা ঠেকাতে ব্যর্থতার দায় নেতানিয়াহুকে নিতে হবে। ইসরায়েলের নির্ভরযোগ্য জরিপ প্রতিষ্ঠান ডায়লগ সেন্টারের এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। গত ৭ অক্টোবর শনিবার ইসরায়েল ভূখণ্ডে হামলা চালায় সশস্ত্র সংগঠন হামাস। হামাসের হামলার জবাবে পাল্টা রকেট ও বোমা হামলা করে ইসরায়েলের বাহিনী। গাজা উপত্যকার নাগরিকরা আতঙ্কে ঘর ছাড়তে শুরু করেন। এরই মধ্যে গাজা উপত্যকায় বিদ্যুৎসহ খাদ্য, পানি ও জ্বালানি সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলায় প্রাণ হারিয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ। যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। জেরুজালেম পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, হামলার আগে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক জোটকে সমর্থন করতে এমন ৭৯ শতাংশ ইসরায়েলি ইহুদি মনে করেন, হামাসের হামলা আসলে ইসরায়েলের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আর ৫৬ শতাংশ মনে করেন, নেতানিয়াহুর এখনই পদত্যাগ করা উচিত। ইসরায়েলের ৭৫ শতাংশ নাগরিক ইহুদি। বাকি ২৫ শতাংশ মুসলিম ও খ্রিস্টান। তাদের মধ্যে নেতানিয়াহুর সমর্থন নেই বললেই চলে। ফলে সাম্প্রতিক সংঘাতে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক অবস্থান। দৈনিক মারিভ পত্রিকার এক জরিপে দেখা যায়, মাত্র ২১ শতাংশ ইসরায়েলি ইহুদি চান যে নেতানিয়াহু এখনো প্রধানমন্ত্রী পদে থাকুক।

হামাস ও রাশিয়া একই রকম, কাউকে জিততে দেব না - বাইডেন

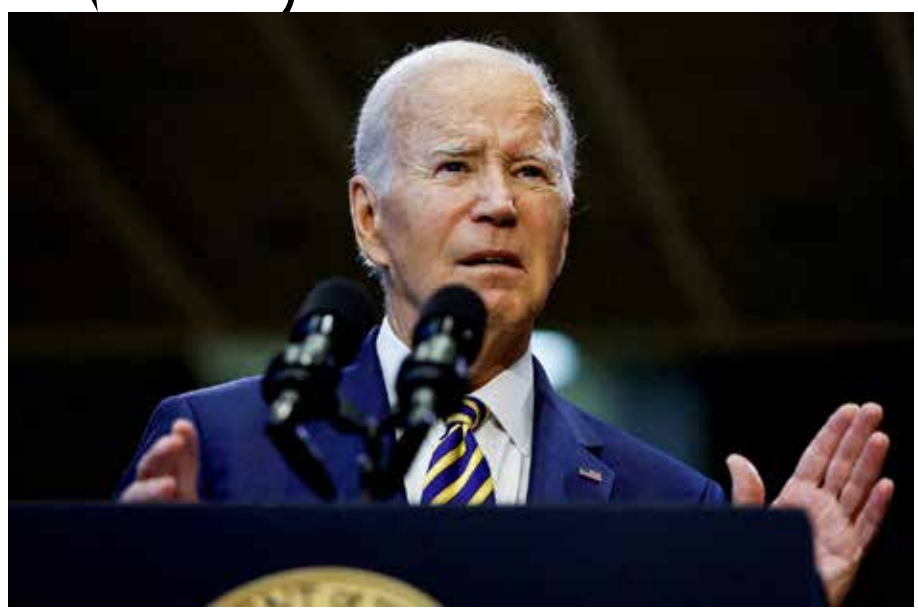

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাস ও রাশিয়া ভিন্ন ধরনের হুমকি। তবে তাদের মধ্যে একটি মিল রয়েছে, উভয়ই প্রতিবেশী দেশের গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। কিন্তু কাউকেই জিততে দেওয়া হবে না। হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিস থেকে বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) রাতে দেয়া এক ভাষণে আরো বলেছেন,ওযুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্দ্র ইসরাইল ও ইউক্রেনের যুদ্ধে সফল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ওই দুটি দেশের জন্য কয়েক হাজার কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা চাওয়ার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে উভয় দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা আরো গভীর করার যুক্তি তুলে ধরেন। ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক নেতৃত্বের বিষয়েও কথা বলেন বাইডেন। তিনি বলেন, 'আমেরিকার নেতৃত্ব বিশ্বকে একত্রিত করে। আমেরিকান জোট আমাদের নিরাপদ রাখে। এই মূল্যবোধ অন্যান্য জাতিকে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমেরিকা এখনো বিশ্বের জন্য একটি আলোকবর্তিকা।' হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিস ভাষণ দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি। একজন প্রেসিডেন্ট সঙ্কটের মুহূর্তে জাতির উদ্দেশে বক্তব্য রাখার জন্য এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে থাকেন। বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে এ ধরনের আর মাত্র একটি ভাষণ দিয়েছেন। সেটা ছিল দেশের ঋণ খেলাপি হওয়া এড়াতে কংগ্রেস যখন দ্বিপক্ষীয় বাজেট আইন পাস করে তার পরে। বাইডেন বলেন,ওযদি আন্তর্জাতিক আগ্রাসন অব্যাহত থাকে তাহলে বিশ্বের অন্যান্য অংশে সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিসর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। বাইডেন তার ভাষণে আরো বলেন, তিনি কংগ্রেসের কাছে একটি জরুরি তহবিলের অনুরোধ পাঠাবেন যা আগামী বছরের জন্য আনুমানিক ১০ হাজার কোটি ডলার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মানবিক সহায়তা এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ইউক্রেন, ইসরাইল, তাইওয়ানের জন্য অর্থের প্রস্তাবটি শুক্রবার (২০ অক্টোবর) উত্থাপন করা হবে।

বাইডেন বলেন,ওআমেরিকার নিরাপত্তার বিবেচনায়, এটি একটি স্মার্ট বিনিয়োগ যার লভ্যাংশ ভোগ করবে আগামী প্রজন্ম। বাইডেন আশা করেন যে এ সবগুলো বিষয়কে একটি আইনের আওতায় একত্রিত করে পেশ করলে কংগ্রেসের অনুমোদনের জন্য তা প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক জোট তৈরি করবে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায়। জবাবে ওই দিনই পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এ সংঘাতে দুই পক্ষের চার হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এর মধ্যে জেরুজালেমসহ ফিলিস্তিনের কয়েকটি জায়গায় আশ্রয়শিবিরে অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ ছাড়া গাজা থেকে পালানোর সময় বেসামরিক লোকজনের ওপরও ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলা চালানোর খবর এসেছে। হামলা হয়েছে গাজার হাসপাতালেও। এ পরিস্থিতিতে পুরানো মিত্র ইসরায়েলের প্রতি সংহতি জানাতে দেশটি সফর করেন জো বাইডেন।

ইসরাইল সফরের এক দিন পরে তিনি এই ভাষণ দিলেন। ওই সফরে তিনি হামাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইসরাইলের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন এবং গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের জন্য আরো মানবিক সহায়তার ওপর জোর দেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইসরায়েল সফরের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক তার সমর্থন জানাতে ইসরাইল সফর করেন যখন বৃহস্পতিবার ((১৯ অক্টোবর) গাজা উপত্যকায় ইসরাইল নতুন করে বিমান হামলা চালায়। বাইডেন তেল আবিবে সংক্ষিপ্ত সফর থেকে ফিরে বলেছিলেন, তিনি ইসরাইলি নেতাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ১,৪০০ জনের বেশি ইসরাইলি নিহত হবার জবাবে ইসরাইল গাজায় হামলা চালায়। ঐ হামলায় ৩৪০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়। গাজায় মানবিক সঙ্কট ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং ইসরাইল ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে। এ সপ্তাহের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র গাজা ও পশ্চিম তীরের জন্য ১০ কোটি ডলার সহায়তার ঘোষণা দেয়।

৩ ধাপে যুদ্ধ চালিয়ে হামাস নির্মূল করা হবে জানালো ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন, হামাস নির্মূল করার পরওগাজা উপত্যকায় মানুষের জীবন্ন নিয়ন্ত্রণ করার কোনো পরিকল্পনা নেই ইসরায়েলের।ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন, হামাসের সঙ্গে তিন ধাপে যুদ্ধ চালাবে ইসরায়েল।তিনি আরও বলেন, হামাস নির্মূল করার পরওগাজা উপত্যকায় মানুষের জীবন্ন নিয়ন্ত্রণ করার কোনো পরিকল্পনা নেই ইসরায়েলের।

গত ২০ অক্টোবর শুক্রবার ইসরায়েলের একটি পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। গাজা উপত্যকার বিষয়ে এই প্রথম ইসরায়েলের পক্ষ থেকে কোনো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া গেল বলে বার্তাসংস্থা এপির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাস ইসরায়েলে রকেট হামলার পর পাল্টা বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল সেনাবাহিনী। হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে একপর্যায়ে গাজায় স্থল হামলার ঘোষণা দেয় ইসরায়েল। গত ১৯ অক্টোবর রাতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্যালান্ট বলেন, গাজার সীমানায় অবস্থানরত ইসরায়েলি সেনারা ওশিগগির ভেতরে যাবে। তিনি বলেন,ওহামাসের বিরুদ্ধে তিন ধাপে যুদ্ধ চলবে। প্রথমে গাজায় বিমান হামলা এবং স্থল অভিযান চালানো হবে। এ পর্যায়ে অবকাঠামো ধ্বংস করে হামাসকে নির্মূল করা হবে।

পরের ধাপে হামলার তীব্রতা কমে আসবে এবং এ পর্যায়েওপ্রতিরোধের জায়গাগুলোও ধ্বংস করা হবে বলে জানান তিনি।

যুদ্ধের শেষ ধাপে গাজা উপত্যকায়ওএকটি নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করা হবে বলে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,ওএকটি নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরির পর গাজার বিষয়ে ইসরায়েল আর কোনো দায়িত্ব নেবে না এবং ইসরায়েলের নাগরিকদের জন্য একটি নতুন নিরাপত্তা বাস্তবতা তৈরি করা হবে।

গাজার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি বেশিরভাগই সাধারণত ইসরায়েল সরবরাহ করে। কিন্তু ৭ অক্টোবরের পর গাজা অবরুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে সেখানে খাদ্য-পানি-জ্বালানি প্রবেশ আটকে দেয় ইসরায়েল।

এ যুদ্ধে কোনো নায়ক নেই, আছে শুধু ক্ষতিগ্রস্তরা-সৌদি আরবের সাবেক গোয়েন্দা প্রধান তুর্কি-আল-ফয়সাল

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি সৌদি আরবের সাবেক গোয়েন্দা প্রধান এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত হামাসকে ৭ অক্টোবর হামলার জন্য এবং ইসরায়েলকে গাজায় চলমান রক্তাক্ত পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেছেন।

তুর্কি-আল-ফয়সাল বর্তমানে সরকারের কোনো পদে না থাকলেও তিনি এখনো সৌদি রাজদরবারে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমি হামাসকে যে কোনো বয়সী এবং লিঙ্গে বেসামরিক মানুষের ওপর হামলার জন্য দায়ী করি, কারণ তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। এমন হামলা হামাসের ইসলামিক মতালম্বী পরিচয়কে মিথ্যা প্রমাণিত করে। মঙ্গলবার হাউস্টনে রাইস ইউনিভার্সিটির বেকার ইনস্টিটিউট অব পাবলিক পলিসিতে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আমি ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার নৈতিক ভিত্তি প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য হামাসকে দায়ী করছি। যে সরকারকে বৈশ্বিকভাবে পরিহার করা হয়েছে, এমনকি ইসরায়েলের অর্ধেক মানুষ যে সরকারকে ফ্যাসিস্ট, দুর্বৃত্ত এবং ঘৃণ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের মানুষকে অবমূল্যায়ন করার জন্য দায়ী করি হামাসকে- যেটা ইসরায়েলিরা এতদিন করে এসেছে।

এসময় ফিলিস্তিনি মানুষকে এই যুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি দিতে সৌদি আরবের দেওয়া শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার কারণে হামাসকে দায়ী করেন বর্ষীয়ান এই কূটনীতিক।

তবে সমানভাবে, আমি গাজায় ফিলিস্তিনি নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ইসরায়েলের নির্বিচার বোমাবর্ষণ এবং তাদের জোরপূর্বক সিনাইয়ে তাড়ানোর চেষ্টার নিন্দা করছি। আমি ইসরায়েলিদের দ্বারা পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি শিশু, নারী-পুরুষদের নির্বিচারে গ্রেপ্তারের নিন্দা জানাই। দুইটি ভুল কাজ দিয়ে কোনো একটি বিষয়কে সঠিক করা যায় না।

তিনি আরও বলেন, আমি আমেরিকান মিডিয়াতে প্রায়ই শুনি কোনো উসকানি ছাড়াই না কি এ হামলা করা হয়েছে। একটি শতাব্দীর তিন ভাগ সময়জুড়ে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তাতে আর কী উসকানি প্রয়োজন আছে?

এসময় তিনি পশ্চিমাদের একচোখা নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, আমি পশ্চিমা রাজনীতিবিদদের প্রতিও নিন্দা জানাচ্ছি। কেননা ফিলিস্তিনিদের দ্বারা কোনো ইসরায়েলির মৃত্যু ঘটলে তারা মরা কান্না কাঁদেন অথচ ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলিরা হত্যা করলে সে বিষয়ে কোনো দুঃখ প্রকাশ করতে পর্যন্ত নারাজ। তিনি আরও বলেন, এই যুদ্ধে কোনো নায়ক নেই, আছে শুধু ক্ষতিগ্রস্তরা। এদিকে হামাসের হামলার জবাবে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় টানা ১৪ দিন ধরে বিমান *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

হামাসকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে বললেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: হামাসকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদের হুমকি বেড়েছে।

শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তারা ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধ বাড়তে পারে বলে সতর্ক করার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানান, তিনি বিশ্বাস করেন যে হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে। গত ১৫ অক্টোবর সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন কথা জানান বাইডেন।

ইসরায়েলের দক্ষ যুদ্ধ বাহিনী রয়েছে। তাই ইসরায়েলে মার্কিন *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

'খাদের কিনারায় মধ্যপ্রাচ্য, যুদ্ধ ছড়াতে পারে পুরো অঞ্চলে'- জাতিসংঘের ত্রাণবিষয়ক সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজারিনি

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধের কারণে অতল খাদের কিনারায় মধ্যপ্রাচ্য। এমনকি এই যুদ্ধ পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন জাতিসংঘের ত্রাণবিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএর প্রধান ফিলিপ লাজারিনি।

গাজায় ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে ২৩ লাখ মানুষের এই অঞ্চলে মানবিক সহায়তা করিডোর খোলার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন ফিলিপ লাজারিনি।

তিনি বলেন, গাজার মানুষের জন্য বাধাহীন ও অর্থবহ সহায়তা প্রয়োজন।

ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলার পাশাপাশি ইউএনআরডব্লিউএর প্রধান ইসরায়েলে হামাসের হামলার নিন্দাও করেছেন। তিনি বলেছেন, হামাসের হামলা ভয়াবহ ও বর্বর গণহত্যার শামিল। তবে এই হামলা এই যুদ্ধের ন্যায্যতা দেয় না। আমি বিশ্বাস করি না, এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও শান্তির স্বার্থে এত মানুষকে হত্যা।

বর্তমানে বিশ্ব মানবতা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা শুরু

পরিচয় ডেস্ক: ষষ্ঠী পূজার মধ্যদিয়ে শুরু হবে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। আগামী ২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যদিয়ে শেষ হবে পাঁচদিনব্যাপি এ উৎসবের।

দুর্গা শব্দের অর্থ হলো ব্যূহ বা আবদ্ধ স্থান। যা কিছু দুঃখ কষ্ট মানুষকে আবদ্ধ করে, যেমন বাধাবিঘ্ন, ভয়, দুঃখ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রনা এসব থেকে তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন। শাস্ত্রকাররা দুর্গার নামে অন্য একটি অর্থ করেছেন । দুঃখের দ্বারা যাকে লাভ করা যায় তিনিই দুর্গা। দেবী দুঃখ দিয়ে মানুষের সহ্যক্ষমতা পরীক্ষা করেন। তখন মানুষ অস্থির না হয়ে তাঁকে ডাকলেই তিনি তার কষ্ট দূর করেন।

হিন্দু পূরাণ মতে দুর্গাপূজার সঠিক সময় হলো বসন্তকাল কিন্তু বিপাকে পড়ে রামচন্দ্র, রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে শরতেই দেবিকে অসময়ে জাগ্রত করে পূজা করেন। সেই থেকে অকাল বোধন হওয়া সত্ত্বেও শরত কালে দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়ে যায় ।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে জগতের মঙ্গল কামনায় দেবী দুর্গা এবার ঘোটকে (ঘোড়ায়) চড়ে কৈলাশ থেকে মর্ত্যালোকে (পৃথিবী) আসবেন। এতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রোগ শোক হানাহানি মারামারি বাড়বে। অন্যদিকে কৈলাশে (স্বর্গে) বিদায়ও নেবেন ঘোড়ায় চড়ে। যার ফলে জগতে মড়ক ব্যাধি এবং প্রাণহানির মত ঘটনা বাড়বে।

এদিকে, পূজাকে আনন্দমুখর করে তুলতে দেশজুড়ে বর্ণাঢ্য প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। সারাদেশে এখন বইছে উৎসবের আমেজ। ঢাক-ঢোল কাঁসা এবং শঙ্খের আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মন্ডপ। রামকৃষ্ণ মিশনের পুজার নিঘন্টে বলা হয়েছে, ২০ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটে কল্পারম্ভ এবং বোধন আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্যদিয়ে উৎসবের প্রথম দিন ষষ্ঠী পূজা সম্পন্ন হবে। এদিন সকাল থেকে চন্ডিপাঠে মুখরিত থাকবে সকল মন্ডপ এলাকা।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন শনিবার ২১ অক্টোবর মহাসপ্তমীর পূজা অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৬টা ১০ মিনিটে। মহাঅষ্টমীর পূজা অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৬টা ১০ মিনিটে এবং বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পূজা। সন্ধিপূজা শুরু হবে রাত ৮ টা ৬ মিনিটে। সোমবার ২৩ অক্টোবর সকাল ৬টা ১০ মিনিটে শুরু হবে নবমী পূজা। পরদিন মঙ্গলবার ২৪ অক্টোবর দশমী পুজা শুরু সকাল ৬টা ৩০মিনিট। পূজা সমাপন ও দর্পণ বিসর্জন হবে সকাল ৯টা ৪৯ মিনিটের মধ্যে। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর প্রতিমা বিসর্জন ও শান্তিজল গ্রহনের মধ্যদিয়ে শেষ হবে পাঁচদিনব্যাপি এ উৎসবের।

রাজধানীতে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির নেতৃত্বে দশমীর দিন বিকাল টায় পলাশীর মোড় থেকে প্রতিবছরের ন্যায় বিজয়া শোভাযাত্রা শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির হয়ে পলাশী বাজার, জগন্নাথ হল, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, দোয়েল চত্বর, হাইকোর্ট, বঙ্গবাজার, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ভবন, গোলাপ শাহ্ মাজার, গুলিস্থান মোড়, নবাবপুর রোড, রায় সাহেব বাজার, বাহাদুর শাহ্ পার্ক হয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর ওয়াইজ ঘাটে বিভিন্ন পূজা ম-পের প্রতিমা নিরঞ্জন মাধ্যমে শেষ হবে। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রনাথ পোদ্দার জানিয়েছেন, এবার সারা দেশে ৩২ হাজার ৪শ ৮ টি মন্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। আর রাজধানী ঢাকাতে এবার পূজা অনুষ্ঠিত হবে ২৪৬টি মন্ডপে। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার চেয়ে বেশি অন্য কেউ আপন নয়

-হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ওবায়দুল কাদের

পরিচয় ডেস্ক:সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আমি সব সময় আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকব।

তিনি বলেন, এ দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তারপরে তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার চেয়ে অন্য কেউ আপনাদের বেশি আপনজন আছে বলে আমি মনে করি না। আপনাদের সব ধরনের দাবি, দুঃখ-কষ্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, বিচলিত হওয়া সহানুভূতি সুলভ মানসিকতা আমরা খুব কাছে থেকেই দেখেছি।

শুক্রবার (২০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে বনানী মাঠে পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক।

ওবায়দুল কাদের বলেন, সবাই বলে বনানীর এই মাঠের পূজা আয়োজন নাকি বড় লোকদের আয়োজন। এখানে গুলশান, বনানী সর্বজনীন

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক টিম পাঠাবে ইইউ

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে চার সদস্যের পর্যবেক্ষক টিম পাঠাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। সংস্থাটি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে আনুষ্ঠানিক এক চিঠিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইসির একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

চিঠিতে বলা হয়েছে, আগামী ২১ নভেম্বর থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষকরা বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

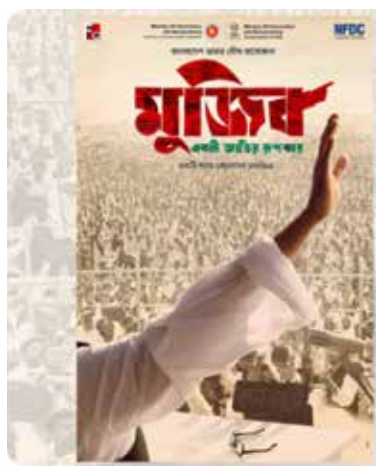

'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' প্রদর্শন বন্ধে আইনি নোটিশ

পরিচয় ডেস্ক: বঙ্গবন্ধুর জীবন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বাপর ঘটনা নিয়ে নির্মিত 'মুজিবড় একটি জাতির রূপকার' চলচ্চিত্রের প্রদর্শন বন্ধে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বাপর ঘটনা নিয়ে নির্মিত 'মুজিবড়একটি জাতির রূপকার' চলচ্চিত্রের প্রদর্শন বন্ধে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। তার অভিযোগ, এই ছবির কিছু দৃশ্যে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ারকে নিয়ে মানহানিকর ও বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতি, ছবির প্রযোজক শ্যাম বেনেগালসহ সাতজনকে আইনি নোটিশে বিবাদী করা হয়েছে। তাদেরকে সিনেমা থেকে এসব দৃশ্য বাদ দিয়ে সাত দিনের মধ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে ব্যারিস্টার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা হারালে এক রাতেই ৬৫ হাজার লোক মারা যাবে

বললেন শামীম ওসমান

পরিচয় ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে এক রাতেই সারা দেশে ৬৫ হাজার লোক মারা যাবে বলে আশঙ্কা করেছেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমান। তিনি বলেন, 'আমরা ১৪ বছর ধরে ক্ষমতায়। আমরা যদি ক্ষমতাচ্যুত হই তাহলে এক রাতের মধ্যেই ৬৫ হাজার লোক মারা যাবে। সারা দেশে ৬৫ হাজার গ্রাম আছে, ওরা একজন করে মানুষ মারলেও ৬৫ হাজার মানুষ মারা যাবে।'

গত বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সার্কিট হাউজে বর্ধিত সভায় দেওয়া বক্তব্যে এ আশঙ্কার কথা জানান শামীম ওসমান।

নারায়ণগঞ্জ জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হাইয়ের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু হাসনাত মো. শহিদ বাদলের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক), নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু চন্দন শীল, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খোকন সাহাসহ জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সভায় শামীম ওসমান আরো বলেন, 'আমরা যারা বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আছি, তারা মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে মাঠে নামবো। আগামী ৪ তারিখ দেশের মানুষ জাতির পিতার কন্যাকে কতটা ভালোবাসে সেটা প্রমাণ করতে হবে। এটা যখন শাপলা চত্বরে হবে আমাদের বিশ্বাস সেদিন সেখানে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সমাবেশটা হবে।'

তিনি বলেন, 'নারায়ণগঞ্জে বঙ্গবন্ধুকে, নেত্রীকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে। আমি প্রথমে কিছু বলিনি। ভেবেছি নারায়ণগঞ্জে আরও অনেকেই তো আছেন, তারাই বলুক। এরপর সহ্য করতে না পেরে সমাবেশের আয়োজন করলাম। মানুষের *বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায়*

বিএনপির কথা কাজ সবই ধ্বংসাত্মক - ১৬৪টি সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, দলটির কথা ও কাজ সবই ধ্বংসাত্মক। এ বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।ঢাকার তেজগাঁওয়ে সড়ক ভবনে আয়োজিত সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ১৫০টি সেতু, ১৪টি ওভার পাস, স্বয়ংক্রিয় মোটরযান ফিটনেস পরীক্ষা কেন্দ্র, ডিটিসিএ ভবন, বিআরটিসির ময়মনসিংহ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহের কেউট খালি ও রহমতপুর সেতুর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন এবং সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত-আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান অনুষ্ঠানে ১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি এ কথা বলেন।

এ দিন প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে ১৬৪ টি সেতু ও আন্ডারপাসের উদ্বোধন করেন। এসব স্থাপনা দেশের যোগাযোগব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ে আনবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ২৯ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা দেশকে কী দিয়েছে? তারা দেশের মানুষের জন্য কতটুকু করেছে? তারা দেশের কতটুকু উন্নতি করেছে, সেটাই হলো বড় প্রশ্ন।

তিনি বলেন, আমরা সারা বাংলাদেশে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত যতগুলো ব্রিজ, পুল ব্রিজ, রাস্তা-ঘাট আমরা করেছি সব হিসাব দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে।এ সময় উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের বর্ণনা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

২০০১ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সরকার প্রধান বলেন, ২০০১ সালে সরকারে আসতে পারিনি, সেটা আমি বহুবার বলেছি। কারণ আমাদের গ্যাস অন্য দেশ কিনবে; আমি রাজি হইনি। খেসারত দিতে হয়েছে, ক্ষমতায় আসতে পারিনি। জনগণের ভোট পেয়েছিলাম কিন্তু চক্রান্তের শিকার হয়েছিলাম। তার পরে দেশটার অবস্থা কী হয়েছিল?

বিএনপি-জামায়াত সরকারের লুটপাটের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, সেই সময়টার কথা একবার চিন্তা করে দেখেন মানুষের কী দুরাবস্থা ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য করার কোনো সুযোগ ছিল না। বিএনপির আমল থেকে যে অত্যাচার নির্যাতন শুরু হয়েছিল এ দেশের মানুষের ওপর, তারই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যা হোক একটা পর্যায়ে ২০০৮ সালে তারা নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়।

বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা নেই উল্লেখ ক রে শেখ হাসিনা বলেন, ২০০৮ এর নির্বাচনের রেজাল্ট; ২০ দলীয় ঐক্যজোট বিএনপি-জামায়াত পেয়েছিল মাত্র ২৯টি সিট। পরে বোধ হয় রিইলেকশনে একটাড়৩০টা। ৩০০ সিটের মধ্যে তাদের প্রাপ্তি ছিল মাত্র ৩০টি সিট। এই হলো তাদের শক্তি, জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা।

আন্দোলন সংগ্রামের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন,আমরা তো সারা জীবন আন্দোলন করে তার পরে না ক্ষমতায় এসেছি। তারা যেতে চাচ্ছে কিন্তু এই ধরনের মানুষের ক্ষতি করা, এটা যেন করতে না পারে। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি, আপনারা সবাই সজাগ থাকবেন।

ওআইসির প্রতিবেশীদের মধ্যে সমস্যা সমাধানে সংলাপ চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: ওআইসির প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সব সমস্যা সমাধানের জন্য সংলাপের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ওআইসির প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সমস্যা থাকলেও সংলাপের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করা উচিত।

বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত এসা ইউসুফ এসা আলদুহাইলান সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

ইহসানুল করিম বলেন, প্রধানমন্ত্রী চলমান ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের আহ্বান পুর্নব্যক্ত করেছেন।

রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি হস্তান্তর করে জেদ্দায় ৬ থেকে ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় 'ওআইসি কনফারেন্স অন উইমেন ইন ইসলাম'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর কাছে আরও একটি চিঠি হস্তান্তর করেন এবং ২০৩৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনের ক্ষেত্রে তার দেশের পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন চাইলে প্রধানমন্ত্রী ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

পাশাপাশি রাষ্ট্রদূত 'এক্সপো-২০৩০' এর আয়োজন করতে তার দেশের পক্ষে নতুন করে সমর্থনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

বৈঠকে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ 'ইমাম সম্মেলন' আয়োজন করতে যাচ্ছে এবং তিনি ওই সম্মেলনে যোগদানের জন্য দুই পবিত্র মসজিদের ইমামদের আমন্ত্রণ জানান।

প্রধানমন্ত্রী আলদুহাইলানকে বলেন, বাংলাদেশ এরই মধ্যে ভারতের সঙ্গে মুদ্রা বিনিময় চালু করেছে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এটি করতে চায়। এ প্রসঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূত তার দেশ বিষয়টি দেখবে বলে উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা দুই পবিত্র মসজিদের খাদেমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ে সৌদি আরবের জন্য বিশেষ স্থান রয়েছে।

এসময় আলদুহাইলান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

সরকার পতনে আর কয়েকটা দিন আছে বললেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক:ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার পতনে আর কয়েকটা দিন আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'কয়েকটা দিন আছে। এখন কিন্তু মাসও নেই। সেই দিনগুলোতে বুকের মধ্যে সমস্ত সাহস নিয়ে... মারবে তো মারবেই, এগিয়ে যাবো। মারছেই তো, গত ১৫ বছরে আমাদের হাজারো নেতা-কর্মীকে মেরে ফেলেছে। গুম করেছে। আমাদের ৫০ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। সরকারি হিসাবে গতকালও ৭৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।'

শুক্রবার (২০ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি। কৃষি উপকরণ ও খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি: সরকারের অব্যবস্থাপনা- কৃষক এবং জনগণের নাভিশ্বাস *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

সরকারের সব দুর্নীতির হিসাব দিতে হবে -জনসভায় চরমোনাই পির

পরিচয় ডেস্ক: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ও চরমোনাই পির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, সরকারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় হয়ে গেছে। দেশ ও জাতির সঙ্গে প্রতারণার কুফল সরকারকে ভোগ করতেই হবে। ভোটের সংস্কৃতি নির্মূল, উন্নয়নের নামে দেশের সম্পদ লুট করা, সন্ত্রাস ও অর্থপাচার করে দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার কারণে সরকার এখন গণধিকৃত ও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। সরকারের লোকজনের বেফাঁস কথাবার্তা শুনেই বোঝা যায়, দেশি বিদেশি চাপে তারা বেসামাল হয়ে গেছে। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে দিশেহারা সরকার। টালবাহানা করে এবার রেহাই নাই।

তিনি বলেন, ডাকাত *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

নদী বাদ দিয়ে দখলদারদের রক্ষা করাই কী কমিশনের কাজ, প্রশ্ন টিআইবির

পরিচয় ডেস্ক: দায়িত্বপালনের মাঝপথে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে অপসারণের ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। শুক্রবার (২০ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংস্থাটি দাবি করে, এ পদক্ষেপ নদী রক্ষায় সরকারের অঙ্গীকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কমিশনের চেয়ারম্যানকে অপসারণের ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকলেও, এই ক্ষমতা এমনভাবে ব্যবহার করে সরকার কী বার্তা দিতে চাইছে, সেটাই উদ্বেগের কারণ বলে মনে করে টিআইবি।

সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, 'বাংলাদেশের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হলেও, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে কার্যত অকার্যকর করে রাখা হয়েছে আইন দিয়েই। কমিশন কেবল সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে। দখলদার আর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। কমিশনের প্রতিবেদন বা পরামর্শ মানার বাধ্যবাধকতাও নেই। অথচ এ ভূখণ্ডের চরিত্র, দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই কমিশনকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই।'

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক মনে করেন এতসব নেই-এর মাঝে সম্প্রতি দেশবাসী কিছুটা আশাবাদী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল সদ্য সাবেক চেয়ারম্যানের সাহসী অবস্থানের কারণে । নদী কারা দখল করছে, ধ্বংস করছে, দূষণ করছে, সেটা অন্তত আমরা জানতে পারছিলাম। একটা জনমত তৈরি হওয়ার আবহ দেখা যাচ্ছিল, বেগবান হচ্ছিল নদী রক্ষার আন্দোলন।

তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর থাকা একটি সংস্থার প্রধান যখন সুস্পষ্টভাবে দোষীদের চিহ্নিত করেন, তখন আশাবাদী হতেই হয়। দেশের মানুষ নতুন করে আশা করেছিলো, সরকার কমিশন চেয়ারম্যানের সুস্পষ্ট অভিযোগসমূহ আমলে নেবে। তদন্ত হবে, দোষীরা জবাবদিহিতার আওতায় আসবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা তো হলোই না; বরং সরে যেতে হলো কমিশন প্রধানকেই। সরকার দোষীকে, দোষী *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

২০ বিলিয়ন ডলারে নেমে গেছে বাংলাদেশের রিজার্ভ, চাপ বাড়ছে অর্থনীতিতে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে কমে যাচ্ছে। গত দেড় মাসে ২২৩ কোটি ডলার কমেছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এতে করে গ্রস আন্তর্জাতিক রিজার্ভ (জিআইআর) কমে ২০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে নেমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বড় দুই উৎসের একটি প্রবাসী আয় ব্যাংক মাধ্যমে আসা কমেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসেই প্রবাসী আয় কমেছে। এ ছাড়া গত মাসের শুরুতে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) জুলাই-আগস্ট সময়ের আমদানির দায় বাবদ ১৩১ কোটি ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে। অন্যদিকে রিজার্ভ থেকে বাজারে ডলার বিক্রি করাও হচ্ছে। এসব কারণেই মূলত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইএমএফের হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ হিসেবে বা জিআইআর অনুসারে গত বুধবার দিন শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ ছিল ২০ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলারে। যা গত ৫ সেপ্টেম্বরে ছিল ২৩ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ গত দেড় মাসে রিজার্ভ কমেছে ২ দশমিক ২৩ বিলিয়ন ডলার। আর গত জুন শেষে জিআইআর অনুযায়ী রিজার্ভ ছিল ২৪ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সাড়ে চার মাসে রিজার্ভ কমেছে ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার। মূলত গত জুন থেকে আইএমএফের প্রেসক্রিপশন মেনে গ্রস আন্তর্জাতিক রিজার্ভ বা ব্যালেন্স অব পেমেন্ট-৬ বা বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভের হিসাব প্রকাশ করা শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এক্ষেত্রে মোট (গ্রস) রিজার্ভ থেকে ইডিএফ (রপ্তানি বহুমুখীকরণ তহবিল), আইডিএফ (অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল) ও বিভিন্ন দেশকে দেয়া ঋণ বাদ দিয়ে জিআইআর রিজার্ভের হিসাব করা হয়।

যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসেবে গত বুধবার,(১৮ অক্টোবর) দিন শেষে রিজার্ভ ছিল ২৬ হাজার ৬৮ বিলিয়ন ডলার, যা গত ৫ সেপ্টেম্বরে ছিল ২৯ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার। সে হিসেবে রিজার্ভ কমেছে ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। যদিও ২০২১ সালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৪৮ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলারে উঠেছিল। ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদরা জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক দীর্ঘদিন কৃত্রিমভাবে ডলারের দর ৮৪ থেকে ৮৬ টাকায় ধরে রেখেছিল। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলে কৃত্রিমভাবে আটকে রাখা দর এক ধাক্কায় অনেক বেড়েছে। বিশ্ববাজারে সুদহার এবং পণ্যমূল্য বাড়ার ফলে একই পণ্য কিনতে ডলার খরচ হয়েছে অনেক বেশি। ব্যাংকাররা বলছেন, ডলারের দর ধরে রাখার নীতি রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমিয়েছে। অর্থ পাচারকারী ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ে কম রেটে ডলার পাওয়া সহজ করেছে। ব্যাংকাররা জানান, দর নিয়ন্ত্রণের জন্য গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ডলারের দাম ঠিক করে আসছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। শুরুতে রপ্তানিতে ৯৯ টাকা এবং রেমিট্যান্সে ডলারের দর ঠিক করা হয় ১০৮ টাকা। সেখান থেকে প্রায় প্রতি মাসে দর বাড়িয়ে এখন রপ্তানি ও রেমিট্যান্স দুই ক্ষেত্রেই ১১০ টাকা করা হয়েছে।

যদিও হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে এখন প্রবাসীরা পাচ্ছেন ১১৭ থেকে ১২০ টাকা। বাড়তি চাহিদার কারণে অনেক ব্যাংক বেশি দরে ডলার কিনেছিল। তবে নির্ধারিত দর মানতে কড়াকড়ি করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংকে পরিদর্শন করে ১০ ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের প্রধানকে জরিমানা করা হয়। এতে বাজারে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে রেমিট্যান্স আরও কমছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রেমিট্যান্স ১৩ দশমিক ৩৪ শতাংশ কমে ৪৯২ কোটি ডলার দেশে এসেছে। গত সেপ্টেম্বরে মাত্র ১৩৪ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে, যা ৪২ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে রেকর্ড শ্রমিক বিভিন্ন দেশে গেছেন। আবার ডলারের দর বাজারের ওপর ছেড়ে না দিয়ে প্রতি মাসে একটু করে বাড়ানো হচ্ছে। ফলে দর একটু হলেও বাড়বেই এমন ধারণা থেকে প্রবাসী, রপ্তানিকারকসহ সব পর্যায়ে ডলার ধরে রাখার প্রবণতা বাড়ছে। বেশি লাভের আশায় অনেকে এখন খোলাবাজার থেকে ১১৮ থেকে ১১৯ টাকা দরে নগদ ডলার কিনে ঘরে রাখছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, রিজার্ভ বাড়ানোর এখন বড় উপায় বিদেশি ঋণ, বিনিয়োগ, রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স বাড়ানো। তবে চাইলেই উল্লেখযোগ্য হারে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব না। আবার সুদহার বেড়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে বেসরকারি খাতে ঋণ কমছে। এর মধ্যে এসঅ্যান্ডপি এবং মুডিসের মতো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের রেটিং বিষয়ে খারাপ বার্তা দিয়েছে। আবার মূল্যস্ফীতির বিষয়টি মাথায় রেখে ডলারের দর নিয়ন্ত্রণের কারণে রেমিট্যান্স কমে যাচ্ছে। তাই চাইলেও এখন রিজার্ভ বাড়ানো সম্ভব না।

জানতে চাইলে পলিসি রির্সাচ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর ঢাকা টাইমসকে বলেন, বর্তমানে রপ্তানি ও রেমিট্যান্স ভালো অবস্থানে নেই। নির্বাচনের আগ পর্যন্ত চাল, ডাল, তেল ইত্যাদি আমদানি করতেই হবে। এতে করে রিজার্ভের আরও রক্তক্ষরণ হবে।

সন্তুষ্ট আইএমএফ, বাংলাদেশের ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি মিলবে ডিসেম্বরে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অর্থনীতি সঠিক পথে এগুচ্ছে, আর্থিক খাতে সরকারের নেয়া নানাবিধ সংস্কারে সন্তুষ্টি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। ফলে আগামী ডিসেম্বরেই বাংলাদেশ পেতে যাচ্ছে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি। আইএমএফ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ও আইএমএফ প্রতিনিধিরা একটি সমঝোতায় পৌঁছেছেন। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ ব্যাংক মুখপাত্রও জানিয়েছেন, ডিসেম্বরেই মিলবে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি। সফররত আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে শেষ বৈঠক করে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার। সংশ্লিষ্টরা জানায়, ব্যাংক খাতে মুদ্রানীতিসহ গভর্নরের নেয়া বেশ কিছু পদক্ষেপে সন্তুষ্টি জানিয়েছেন আইএমএফ প্রতিনিধিরা। এরপরই ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের আশ্বাস পান বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা।

বিষয়টিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সফলতা হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদ ড. জামাল উদ্দিন। তিনি বলেন, 'ডিসেম্বরে আইএমএফ এর দ্বিতীয় কিস্তি বর্তমান অর্থনৈতিক চাপ কাটাতে বড় *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ঋণ-জিডিপি অনুপাতে ভারত, পাকিস্তানের চেয়ে কম

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের পর বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ও স্থিতি দ্রুত বাড়ছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের প্রভাবেই এ ঋণ বাড়ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনীতি রিপোর্ট বাংলাদেশের জন্য কিছু ইতিবাচক খবর দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ঋণের অনুপাত ২৬ দশমিক ৯ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় কম। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ৩২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২৩তম।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই অনুপাত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) গণনা করা থেকেও ছোট এবং বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল রিপোর্টের তুলনায় কম।

ঋণ-থেকে-জিডিপি অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক যা একটি দেশের দেশীয় এবং বিদেশি ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করতে সাহায্য করে। একটি উচ্চ ঋণ-টু-জিডিপি অনুপাত খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই আর্থিক আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক্স জিডিপি ডাটাবেসের ওপর ভিত্তি করে, ২০২২ সালের শেষে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিসহ বাংলাদেশের জিডিপি অনুমান করা হয়েছিল ১ হাজার ৪৯৫ বিলিয়ন।

বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতে, ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্তমান বাজার মূল্যে ঋণ থেকে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) অনুপাত ছিল ৩০ দশমিক ৫৬ শতাংশ, যা ২০২২ সালের ৩০ জন পর্যন্ত ৩২ দশমিক ৩৮ শতাংশ ছিল।

এর মধ্যে ২০২২ সালের শেষের দিকে জিডিপি অনুপাতের অভ্যন্তরীণ ঋণের ১৯ দশমিক ৪২ শতাংশ এবং জিডিপির সঙ্গে বহিরাগত ঋণ ছিল ১১ দশমিক ১৪ শতাংশ। যার পরিমাণ টাকায় ৮ লাখ ৬৪ হাজার ১০৫ এবং ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৭৯৪ কোটি টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ক্রেডিট কার্ডে বাংলাদেশিদের বেশি খরচ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের নাগরিকেরা ভারতের পর ক্রেডিট কার্ড সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন যুক্তরাষ্ট্রে। এ দুই দেশে বাংলাদেশিরা মাসে খরচ করেন গড়ে দেড় শ কোটি টাকা। এই দুই দেশের পর বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডের বেশি ব্যবহার করেন থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুরে। আর দেশের বাইরে ক্রেডিট কার্ডে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করা হয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, খুচরা দোকান ও ফার্মেসিতে।

বাংলাদেশে ইস্যু করা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় দেশে ও দেশের বাইরে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের ভেতরে যেসব বিদেশি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হয়, তার তথ্যও তুলে আনা হয়েছে গবেষণায়।

ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকারী দেশের ৪৩টি ব্যাংক ও ১টি ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিপুল তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ এ গবেষণা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের খোলা বাজারে ডলারের তীব্র সঙ্কট, দ্রুত গতিতে বাড়ছে বিনিময় হার

পরিচয় ডেস্ক: গেল বছর থেকে বাংলাদেশে তৈরি হওয়া বৈদেশিক মুদ্রার সংকটে খোলা বাজারে মিলছে না ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের এ মুদ্রাটির এমন সংকটে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে প্রায় প্রতিটি ক্রেতাকে। বিক্রেতারাও ডলার না থাকায় বিক্রি করতে পারছেন না। ডলারের বেঁধে দেওয়া রেটে কেউ বিক্রি করছেন না বলে অভিযোগ দোকানিদের। এদিকে নগদ ডলারের ক্রেতারা ১৩০ টাকার প্রস্তাবেও ডলার পাচ্ছেন না।

ব্যাংক এবং ঢাকার প্রায় ৫০টি মানি এক্সচেঞ্জ দোকানে গিয়েও প্রয়োজনীয় ডলার পাননি কৌশিক রায় (ছদ্মনাম)। উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি আগামী ২৯ অক্টোবর যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে। প্রাথমিকভাবে থাকা এবং খাওয়ার খরচ যোগাতে সঙ্গে করে পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে যেতে চান। কিন্তু দেশের অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোতে গিয়ে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে। শেষ ভরসা হিসেবে মানি এক্সচেঞ্জ দোকানগুলোতে অতিরিক্ত দাম দিতে চেয়েও ডলার পাচ্ছেন না তিনি।

গত বুধবার (১৮ অক্টোবর) রাজধানীর বায়তুল মোকাররম ও পল্টনের বেশ কয়েকটি মার্কেটে ঘুরে ডলার কিনতে এমন অভিজ্ঞতার কথা জানান কৌশিক। তিনি ঢাকা টাইমসকে বলেন, 'আমি আজ তিনদিন ধরে ডলার কেনার জন্য ঘুরছি। আমার টার্গেট ৫ হাজার ডলার। অথচ আমি এখন পর্যন্ত মাত্র ৪০০ ডলার পেয়েছি। আমার এক মামা একটি ব্যাংকের কর্মকর্তা। তিনি আমাকে তা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি ভেবেছিলাম মামার কাছ থেকেই নিবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামাও ৪০০ ডলার দিয়ে আর পারবে না বলে জানিয়ে

দিয়েছে।'

এখন কী করবেন জানতে চাইলে কৌশিক বলেন, 'ঘুরছি। ব্যবস্থা তো করতেই হবে। ভেবেছিলাম সহজে পেয়ে যাবো। কিন্তু এখন তো অবস্থা দেখছি খুবই খারাপ। আমার প্ল্যান (পরিকল্পনা) ছিল শেষের কয়েকটি দিন আত্মীয়-স্বজনের সাথে কাটাবো। কিন্তু এখন তো ডলার ম্যানেজ করতেই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার কোনো আত্মীয় বা কাছের কেউ নেই আমেরিকায়। যার কাছ থেকে ওখানে গিয়ে সাময়িক সহযোগিতা নিবো। পূজার পর চলে যাবো তাই চেয়েছিলাম এ সময়টা একান্ত প্রয়োজন না হলে বাইরে বের হবো না। মা, বাবা, ভাই-বোনকে রেখে চলে যাবো। তাই এদের সঙ্গে সময় কাটাতে চেয়েছিলাম।'

কৌশিক বলেন, 'আমার সঙ্গে একজন লোকের কথা হলো। তিনি আমার কাছে ১৩০ টাকা করে চেয়েছেন ডলারপ্রতি। আমি দামাদামি করে শেষমেস রাজি হলেও তিনি আমাকে কোনো ডলার দিতে পারেননি। ১৩০ টাকা করে দিতে চেয়েও ডলার পাইনি। অথচ ডলারের নির্ধারিত দাম ১১২ টাকা।'

দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের পাশাপাশি রিজার্ভ কমে যাওয়ার কারণে ডলার বিক্রি কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এদিকে ডলার বিক্রি ও কেনায় নির্দিষ্ট দর বেঁধে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে নির্দিষ্ট এ দরে কেউ বিক্রি করছে না ডলার। যার কারণে ডলার কিনতে না পারায় সাধারণ ক্রেতাদের কাছে ডলার বিক্রিও করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মানি চেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইসমাইল হোসেন। তিনি বলেন, 'এখন তো ভাই এমন অবস্থা যে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। আমাদের কাছে ডলার নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক তো আমাদের কাছে ডলার বিক্রি করে না। আমাদের ডলার পাওয়ার উৎস হলো বিদেশ ফেরত সাধারণ মানুষ। তারা হাতে করে যে ডলার নিয়ে আসেন তা আমরা কিনে একটু বেশি দামে বিক্রি করে থাকি। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের কেনা এবং বিক্রি করার রেট বেঁধে দিয়েছে। যার ফলে সে দামে কিনতেও পারছি না, বিক্রিও করতে পারছি না।' ইসমাইল হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক বলে দিয়েছে ডলার কিনতে ১১১ টাকায়

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

যেকোন মূল্যেই ডলার কিনবে পাচারকারীরা

বললেন ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি সেলিম আরএফ হোসেন

পরিচয় ডেস্ক: ডলারের দাম কোনো বিষয় না। যে ব্যক্তি টাকা পাচার করতে চায় সে যেকোন দামেই ডলার কিনবে বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সেলিম আরএফ হোসেন। তিনি বলেন, যেসব ব্যক্তি হুন্ডি ও বিদেশে টাকা পাঁচার করে তাদের অনেক টাকা। এসব অর্থের সবই অবৈধ উপায়ে অর্জন করা। তাই ব্যাংকগুলো প্রতি ডলারের বিপরীতে ১৩০ টাকা অফার করলে তারা ১৫০ টাকা দিয়েও কিনতে পারে। তাই হুন্ডি ও ডলারের খোলা বাজার নিয়ে ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠনের সভাপতি।

গত বুধবার (১৮ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে এবিবি'র একটি প্রতিনিধি দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠক শেষে সেলিম আর এফ হোসেন এসব তথ্য জানান। বৈঠকে ১৩টি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে ডলারের দাম বাজারের উপর ছেড়ে দিতে অসুবিধা কোথায়?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ডলারের দাম নিয়ে আবারো নানা বিতর্ক সামনে এসেছে। প্রতি ডলারে সরকার নির্ধারিত ১১০ টাকার পরিবর্তে ব্যাংকগুলো আরো বেশি দামে ডলার কিনছে বলে খবর সামনে আসছে।

এরইমধ্যে নির্ধারিত দামের তুলনায় বেশি দাম ডলার কেনাবেচার জন্য গত পহেলা অক্টোবর ১০টি ব্যাংকের ট্রেজারিকে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর আগে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর এই ১০টি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানকে কেন জরিমানা করা হবে না তা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যে সব ব্যাংক এই চিঠি পেয়েছিলো সেগুলো হল এক্সিম ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, মধুমতি ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক এবং ট্রাস্ট ব্যাংক।

এছাড়া সোমবার স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর খবরেও বলা হচ্ছে যে, নির্ধারিত দামের তুলনায় বেশি দামে ডলার কিনছে ব্যাংকগুলো। আর এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সায় আছে বলেও দাবি করা হচ্ছে এসব প্রতিবেদনে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক ব্যাংকগুলোতে বেশি দামে ডলার কেনাবেচা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, বিষয়টি সম্পর্কে তাদের

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

রপ্তানি আয় দেশে আনছেন না ব্যবসায়ীরা জানালো বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ডলার মার্কেটে অস্থিরতা, মূল্যস্ফীতি এবং ব্যাংক ঋণের সুদ হার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে আজ ব্যাংক ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেখানে নীতিগত যে পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে। যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে সে পরিমাণ ডলার দেশে আসছে না। বরং পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য সময় বাড়িয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা। ফলে ঘাটতি তৈরি হচ্ছে বলেও জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এমনকি শুধু গত অর্থবছরে রপ্তানি করা পণ্যের ৯ বিলিয়ন ডলার বিদেশ থেকে নিয়ে আসেননি। তবে বিদেশে পড়ে থাকা বকেয়া মোট ডলারের পরিমাণ ১৩ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে।

বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক জানান, দেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশকিছু নীতিগত পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু এখনও পুরোপুরি

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ডলারের সর্বোচ্চ মজুদের পরও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো স্বস্তিতে নেই

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিদেশী হিসাবে (নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট) ডলার স্থিতি এখন রেকর্ড সর্বোচ্চে। চলতি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংকগুলোর নস্ট্রো অ্যাকাউন্টের ডলার স্থিতি ছিল ৬ দশমিক ১৭ বিলিয়ন বা ৬১৭ কোটির বেশি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে তা ছিল ৪ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলারে। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে ব্যাংকগুলোর নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে ডলার স্থিতি বেড়েছে ২৫ দশমিক ৮৭ শতাংশ। ব্যাংকগুলোর বিদেশী হিসাবে ডলার ধারণ বাড়লেও তা দেশের আমদানি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করায় কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। উল্টো সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরো প্রকট হচ্ছে ডলার সংকট। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঊর্ধ্বতন

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

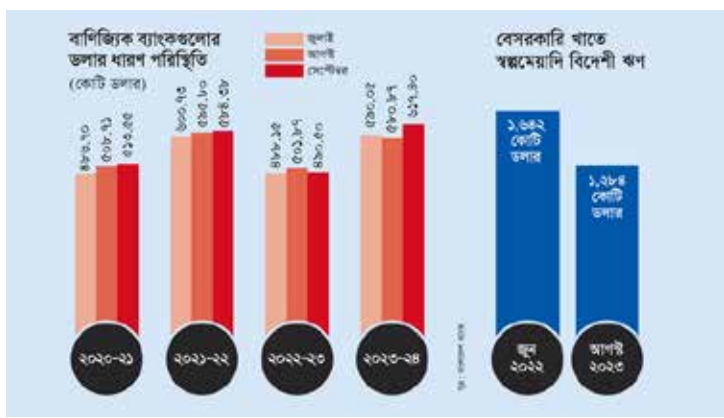

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলা অবিলম্বে বন্ধ ও যুদ্ধবিরতির দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবনে ইহুদিদের বিক্ষোভছবি: এএফপি

গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলে ইহুদিদের বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলা অবিলম্বে বন্ধসহ যুদ্ধবিরতির দাবিতে ওয়াশিংটন ডিসির পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিলে বিক্ষোভ হয়েছে। এ বিক্ষোভে অনেক ইহুদি অংশ নেন। তাঁরা যুদ্ধবিরতির জন্য ইসরায়েল সরকারকে চাপ দিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

গত বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) হওয়া এ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে প্রায় এক হাজার মানুষ অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে কালো টি-শার্ট পরেছিলেন। টি-শার্টে 'ইহুদিরা এখনই যুদ্ধবিরতি চায়', 'আমাদের নামে (যুদ্ধ) নয়' ইত্যাদি স্লোগান লেখা ছিল। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ইহুদিদের কেউ কেউ ঐতিহ্যবাহী 'কিপ্পাহ' টুপি পরে এসেছিলেন।তারা সবাই গাজায় চলমান ইসরায়েলি হামলার বিরোধিতা করছিলেন।

রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ব্র্যান্ডন উইলিয়ামস ইসরায়েলের পতাকা উড়িয়ে বিক্ষোভকারী ব্যক্তিদের প্রতি সংহতি জানান।

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, এ বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল জিউশ ভয়েস ফর পিস নামে ইহুদিদের একটি সংগঠন। ফিলাডেলফিয়া থেকে বিক্ষোভে অংশ নিতে এসেছিলেন ৭১ বছর বয়সী লিন্ডা হল্টজম্যান। বাইডেনের উদ্দেশে লিন্ডা বলেছেন, 'চোখ খুলে দেখুন। যুদ্ধবিরতির জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ নিন।'

৩২ বছর বয়সী হান্নাহ লরেন্সের বাড়ি ভারমন্টে। তিনি বলেছেন, ইসরায়েল সরকারকে যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিতে সক্ষম বর্তমান বিশ্বে এমন একমাত্র ব্যক্তি হলেন বাইডেন। এ কারণে অসহায় মানুষদের জীবন বাঁচানোর জন্য বাইডেনের শক্তি প্রয়োগ করা উচিত।

বিক্ষোভে অংশ নেন ক্যানন রোতুন্দা। তাঁর হাতে ছিল ব্যানার। দেন যুদ্ধবিরোধী স্লোগান। ক্যানন বলেছেন, বিক্ষোভ থেকে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ ব্যানার খুলে ফেলছে। কয়েকজনকে হাতকড়া পরিয়েও নিয়ে যেতে দেখা যায়।

পরে ইউএস ক্যাপিটল পুলিশের পক্ষ থেকে এক্স (টুইটার) বার্তায় বলা হয়, 'আমরা বিক্ষোভকারী ব্যক্তিদের বিক্ষোভ থামাতে বলেছিলাম। কিন্তু তাঁরা শোনেননি। কংগ্রেস ভবনে বিক্ষোভ চালিয়ে যান তাঁরা। এরপর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।'

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায়। জবাবে ওই দিনই পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এ সংঘাতে দুই পক্ষের চার হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহের প্রতিবাদে দেশটির এক কর্মকর্তার পদত্যাগ

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা অবরুদ্ধ করে সেখানে বোমা হামলা চালাতে থাকা ইসরায়েলকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করছে যুক্তরাষ্ট্র। এর প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা। জশ পল নামের ওই কর্মকর্তা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বহির্বিশ্বে দেশটির অস্ত্র হস্তান্তর দেখভালের দায়িত্বে থাকা ব্যুরোতে কর্মরত ছিলেন।

পদত্যাগপত্রে জশ পল লিখেছেন, 'এক পক্ষের প্রতি অন্ধ সমর্থন থেকে বাইডেন প্রশাসন (মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন) এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ সিদ্ধান্ত অদূরদর্শী, ধ্বংসাত্মক ও অন্যায্য। আমরা প্রকাশ্যভাবে যে ধরনের মূল্যবোধের প্রতি সমর্থন দিই, এটা তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অব পলিটিক্যাল-মিলিটারি অ্যাফেয়ার্সে কংগ্রেসনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সবিষয়ক পরিচালক হিসেবে ১১ বছরের বেশি সময় কাজ করেছেন জশ পল। তিনি আরও লিখেছেন, ইসরায়েল যে পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং তাদের পদক্ষেপ ও দখলদারির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের কারণে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের অনেক ভুগতে হবে। তাঁর আশঙ্কা, আগের দশকগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র যেসব ভুল করেছিল, সে

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতা করায় ভেনিজুয়েলার নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর ভেনিজুয়েলার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে যদি এই সমঝোতা বা প্রতিশ্রুতি পূরণ করা না হয়, তাহলে নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি আবার দেয়া হবে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনিজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত বিরোধী দলের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর এমন পদক্ষেপ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ খবর দিয়েছে অনলাইন ফিন্যান্সিয়াল টাইমস। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট বুধবার সন্ধ্যায় ভেনিজুয়েলার তেল ও গ্যাস সেক্টরের জন্য ৬ মাসের লাইসেন্স অনুমোদন করেছে।

আলাদা একটি লাইসেন্স দেয়া হয়েছে দেশটিতে স্বর্ণখনি বিষয়ক কোম্পানি মাইনারভেন'কে। এর ফলে ভেনিজুয়েলা বাধা ছাড়াই তার পছন্দের বাজারে তেল, গ্যাস বিক্রি করতে পারবে। ভেনিজুয়েলার পেট্রোলেওস ডা ভেনিজুয়েলা নামের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানির সুনির্দিষ্ট কিছু বন্ডের বিষয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা সরাতে বিদ্যমান দুটি লাইসেন্স সংশোধন করেছে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। তবে প্রাথমিক ট্রেডিংয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর থাকবে এই নিষেধাজ্ঞা।

প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও বিরোধী দল ইউনিটারি প্লাটফর্ম নিষেধাজ্ঞা এড়াতে একদিন আগে মঙ্গলবার বার্বাডোজে সমঝোতা আলোচনা শুরু করে। এরই মধ্যে তারা একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। তারা আগামী বছর নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক যেতে দিতে সম্মত হয়েছে।

নির্বাচনে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী দিতে রাজি হয়েছে উভয় পক্ষ। নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি পক্ষ তাদের প্রার্থী বাছাই করতে পারবে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট বিবৃতিতে বলেছে, গণতান্ত্রিক এই পটপরিবর্তনের ফলে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ভেনিজুয়েলার তেল, গ্যাস ও স্বর্ণের খাতে জেনারেল লাইসেন্স

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুখ খুললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক:ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসকে সমর্থনকারী ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়ার চেষ্টায় বাধা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তিনি বলেছেন, যদি আবার ক্ষমতায় যেতে পারি, তাহলে হামাস সমর্থনকারীদের অভিবাসী হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবো।

এ সময় ট্রাম্প বলেন, যাঁরা ইসরায়েলের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তিনি আবারও ক্ষমতায় গেলে তাঁদের আমেরিকায় প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে। এ ছাড়া এমন 'বিদ্বেষী' বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা দেওয়া হবে না। ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত দেশগুলোর মানুষের জন্য ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে তাঁর প্রশাসন। তবে কী উপায়ে এসব প্রতিবন্ধকতা কার্যকর করা হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলেননি ট্রাম্প।

ট্রাম্প আরও বলেন,

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা জারি

পরিচয় ডেস্ক: হামাস ও ইসরাইল সংঘাতের মাত্রা বৃদ্ধির মধ্যে বিশ্বের নানা প্রান্তে অবস্থান করা নিজ দেশের নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া এক বিবৃতিতে নাগরিকদের জন্য বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি। বিবৃতিতে বলা হয়, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনা বৃদ্ধি, সহিংস কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা, বিক্ষোভ বা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও দেশটির স্বার্থের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কার কারণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে মার্কিন নাগরিকদের বর্ধিত সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিচ্ছে। বৃহস্পতিবার জারি করা নোটিসে বিদেশে মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক থাকার এবং তথ্য ও সতর্কতা প্রাপ্তির জন্য এবং বিদেশে জরুরি অবস্থায় নাগরিকদের খুঁজে পাওয়া সহজ করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মার্ট ট্রাভেলার এনরোলমেন্ট প্রোগ্রামে নথিভুক্ত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
১৯৭১
সেই সব দিন
A FILM BY HRIDI HUQ
২৭ অক্টোবর
JAMAAICA
MULTIPLEX
৩রা নভেম্বর
ALL OVER
THE COUNTRY
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
NEW YORK
Jamaica Multiplex Cinemas, Queens
নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে শুভমুক্তি
২৭ অক্টোবর ২০২৩
সারাদেশে শুভমুক্তি ৩রা নভেম্বর ২০২৩
Advance Tickets on sale @ www.showcasecinemas.com and at theater box office
Media Partner -
প্রথম আলো
TBN 24

লংআইল্যান্ডে বাংলাদেশি মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট

ISLAND FRESH SUPERMARKET

241-11 Linden Blvd, Elmont, NY 11003

Tel : 516-285-9000

Island Fresh SUPERMARKET

WE ACCEPT OTC CARDS

Senior Citizen 10% Discount Every Tuesday with a $50 Purchase or More

WE GLADLY ACCEPT: EBT & Major Credit Cards

Enjoy free parking in our large parking lot, which can hold over 150 cars!

১ম বর্ষ পূর্তি

1ST Year ANNIVERSARY

ONLY ON OCT 14-15, 2023

We will have FREE LOLIPOPS for kids & BBQ CHICKEN for our Customer!

প্রতিদিন ভোর ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা

Prices Effective From: Oct 14th - Oct 27th, 2023

$3.49 LB — BEEF WITH BONE	$2.99 LB — FROZEN GOAT	59¢ LB NO CLEAN NO CUT — CHICKEN QUARTER LEG	$2.99 LB — CHICKEN THIGH
$2.99 LB — CHICKEN BREAST	$5.99 LB 8/10 — HILSHA	$8.99 LB 12/15 — HILSHA	$1.49 LB 3 KG UP — ROHU
$1.99 LB 1-7 KG — KATLA	$3.99 LB 2 KG UP — KORAL (Whole)	$3.99 LB — TALAPIA FILLET	$3.49 LB 6/8 — GOLDEN POMPANO
$14.99 4 LB HO/SO Size : 30-40 — SHRIMP	$11.99 HO/SO Size : 80-100 — SHRIMP	$11.99 10 LB — KALIZIRA RICE KRISHI	$13.99 EACH — WESSON GALON
$3.99 EACH — MILK GALLON	$3.99 EACH — VINEGAR GALON	$7.99 2 FOR — TROPICANA PURE PREMIUM JUICE	$2.99 64 OZ — MOTTS APPLE JUICE
$7.00 3 FOR 2 LT — COCA COLA, FANTA, SPRITE	$4.99 EACH FAMILY — SHAHJALAL PARATHA	$4.00 2 FOR — CARNATION MILK	$5.00 EACH — AS-SALAAM CHICKEN STRIPS/NUGGETS

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

দিব্যধাম সেবাশ্রম মন্দিরে

পূর্ণতিথি অনুযায়ী

শ্রীশ্রী শারদীয় দুর্গা পূজা ২০২৩

২০শে অক্টোবর শুক্রবার থেকে ২৪শে অক্টোবর মঙ্গলবার ২০২৩ইং পর্যন্ত

আয়োজনেঃ সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইন্‌ক

৩৪-৬৩, ৫৬ স্ট্রীট (ব্রডওয়ে ও ৩৭ এভিনিউ এর মধ্যে), উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

তারিখ	
২০শে অক্টোবর, ২৩ইং,	শুক্রবার — শ্রীশ্রী দুর্গা মহাষষ্ঠী
২১শে অক্টোবর, ২৩ইং,	শনিবার — শ্রীশ্রী দুর্গা মহাসপ্তমী
২২শে অক্টোবর, ২৩ইং,	রবিবার — শ্রীশ্রী দুর্গা মহাষ্টমী
২৩শে অক্টোবর, ২৩ইং,	সোমবার — শ্রীশ্রী দুর্গা মহানবমী
২৪শে অক্টোবর, ২৩ইং,	মঙ্গলবার — শ্রীশ্রী বিজয়া দশমী

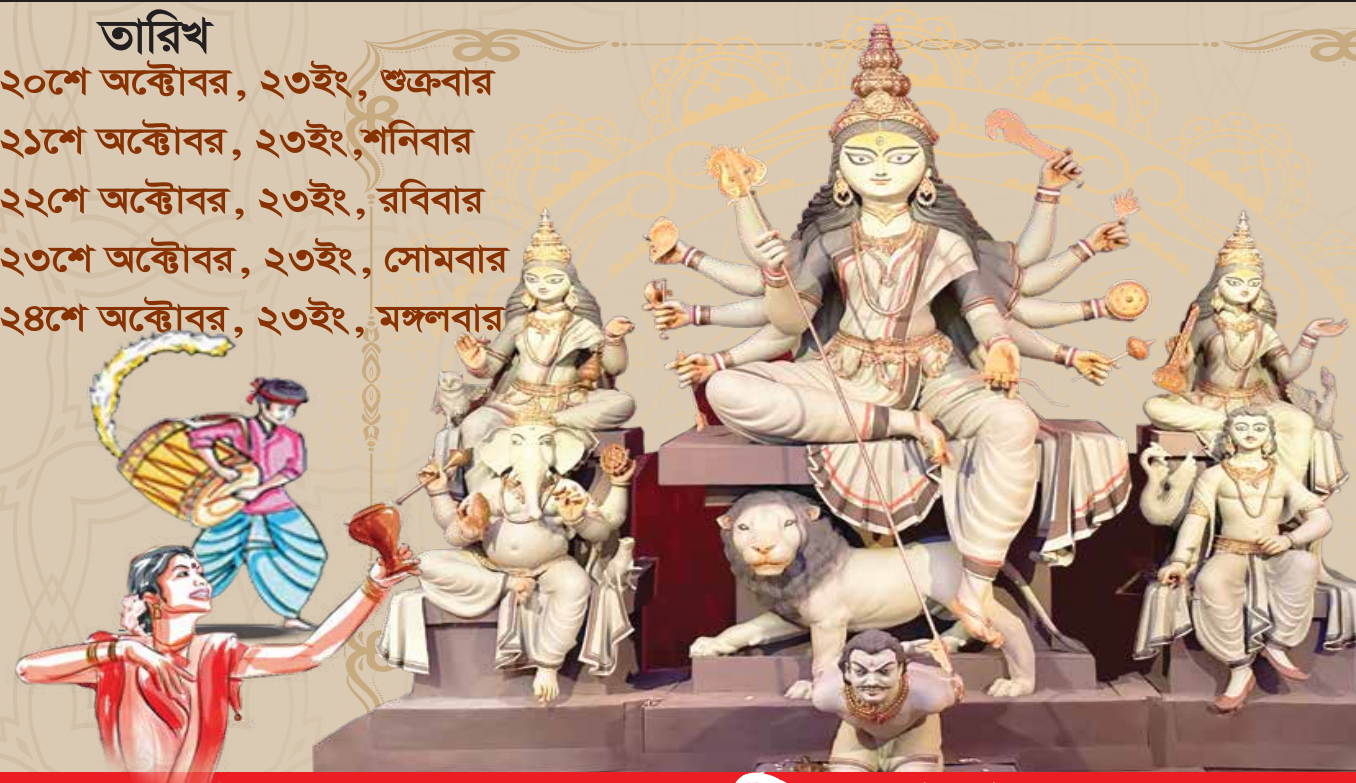

বিজয়া দশমীতে মহিলাদের সিঁদুর খেলা

সময়ঃ সকাল ১০ ঘটিকা থেকে রাত ১১ ঘটিকা পর্যন্ত

॥ দেবীর ঘোটকে আগমন/ফল ছত্রভঙ্গ ॥ দেবীর ঘোটকে গমন/ফল ছত্রভঙ্গ ॥

অন্যান্য পূজানুষ্ঠানঃ শ্রীশ্রী কোজাগরী লক্ষ্মী পূজাঃ ২৭শে অক্টোবর (৯ই কার্তিক) ২০২৩, শুক্রবার

শ্রীশ্রী শ্যামা পূজাঃ ১২ই নভেম্বরর, (২৫শে কার্ত্তিক) ২০২৩, রবিবার

শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজাঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, (১লা ফাল্গুন) ২০২৪, বুধবার

অঞ্জলী প্রদানঃ দুপুর ১ ঘটিকা থেকে রাত ৯ ঘটিকা, প্রসাদ বিতরণঃ দুপুর ২ ঘটিকা, সন্ধিপূজা ও আরতিঃ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ নমস্কার, এই শারদীয় মহামায়ার পূজাসহ অন্যান্য সকল পূজা-পার্বনে আপনার/আপনাদের স্বপরিবার, স্ববান্ধব নিমন্ত্রন। আপনাদের উপস্থিতি, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আন্তরিকভাবে আমাদের কাম্য।

বিনয়াবনতঃ

সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল ভক্ত ও কর্মীবৃন্দ

পূজা উদ্‌যাপন আহ্বায়ক কমিটি

শ্রী প্রবীর কুমার রায়
চেয়ারম্যান, ৯১৭-৮৮৫-৫৯০৫

শ্রী প্রভাষ চন্দ্র মণ্ডল
সভাপতি, ৬৪৬-৪২৭-২৩১৬

শ্রী স্বপন ধর
মেম্বার সেক্রেটারী, ৩৪৭ ২৩৭-৮০০০

শ্রী বিজয় বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক, (৩৪৭) ২৭৯-১০৬১

প্রতিদিন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়

আহ্বায়কঃ ইঞ্জিয়ার শ্রী প্রবীর বিশ্বাস (৬৪৬) ৪৭৯-১২০৯, সদস্য সচিবঃ শ্রী নারায়ণ দেবনাথ (৩৪৭) ৯৯৪-৬৪৩৯

সদস্যঃ শ্রী সঞ্জয় সরকার (৬৪৬) ৪২৭-৮৮৯০, শ্রী সুবল চন্দ্র গোস্বামী (৩৪৭) ৬৫৭-৪৯৫৮, শ্রী প্রদীপ দত্ত (৩৪৭) ৫৭৫-৯১০২, শ্রী বিনয় মজুমদার (৯২৯) ৩৪৪-৯০৭৪, শ্রী সুব্রত সরকার (৭১৮) ২৮৮-২৪১১, শ্রী অনুপ কুমার সাহা (৭১৮)-২১৩-৫২৬৮, শ্রী জয়তুর্য্য চৌধুরী (৯২৯) ২৫৭-৯৮১৯, শ্রী স্বপন বিশ্বাস (স্বপন)(৬৪৬)-৫৯৩-৪২৮৫, শ্রী চন্দন ঘোষ (৯১৭) ৫২০-৪৮৬৫, শ্রীমতি মিতুল দেবনাথ, (৩৪৭) ৭২৩-৮০৫৪, দীপক ঘোষ (৯১৭) ৩০৬-১২১০, শ্রী ইন্দ্রজিত সাহা (৪৭৫) ২২৮-৪৫৩০, শ্রী সুবীর রায় (৬৪৬) ৫৯৩-৫৪৮১

বিশেষ সহযোগিতায়ঃ শ্রী সঞ্জীব পাল (৬৪৬) ৫২৫-৯১৭২, শ্রী তাপস কৃষ্ণ সরকার (৯২৯) ৩৯৩-২৫৫৫, শ্রী মানিক দেবনাথ (৯৫৪) ৯১৮-৮৬৩৬, শ্রী বিকাশ কুমার বৈদ্য (৭৭৩)-৮১৪-১৫৩৭, শ্রী শুভজিত সাহা (রাজু) (৩৪৭)-৯২২-৬৭৫০, শ্রী বিপ্লব চন্দ্র সুত্রধর (৯১৭)-৩৭৯-৮১০৮, শ্রী সুমন রঞ্জন সাহা (৩৪৭)-৬৪৯-৫৭২০, শ্রী কনক চন্দ্র কান্তি (৩৪৭)-২০৮-১২৮০, শ্রী দীপ্ত সাহা (৩৪৭) ২৯৫-৫৩৭৯, শ্রী লিটন চন্দ্র দেবনাথ (৭৮৬)-৭৮১-৭৯২৭, শ্রী সুব্রত কুমার ভৌমিক (৬৩১)-৯৩৩-৫৮৪০, শ্রী রুবেল মজুমদার (৯২৯)-২৯৯-৯৯০৮, শ্রী বঙ্কিম বৈরাগী (৬৪৬) ২২৯-৮৮৬৮, শ্রী পীয়ুষ কান্তি বাড়ৈ (৫১৬) ৯২০-৮২৯৭, শ্রী সজল বিশ্বাস (৯২৯) ৫৯৯-৮৬০৮, শ্রী ডাঃ দেবাশীষ কর্মকার (৯২৯) ৩১০-৮১৮১, শ্রী প্রদীপ হালদার (৯২৯) ২৬১-৩৮৮০, শ্রী সুমন সুর (৯১৭) ৯৩৫-৪৩৭১, রাজীব সাহা (৯২৯)৬০৭-৯২৭৮,।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নাচ, কবিতা আবৃতি ইচ্ছুক ব্যক্তিদের যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হলো।

Email: pujaudjapanusa@aol.com, Website: www.spupusa.org, FB: Sarbojanin Puja Udjapan, FB Page: Sarbojanin Puja Udjapan Parishad USA, Inc.

প্রচারপত্র স্বত্ত্বাধিকারীঃ সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইন্‌ক
51-69 72nd Street, Woodside, NY 11377

প্রচার সম্পাদকঃ পার্থ সরকার (৩৪৭) ৫৫৩-৬৮৮৬ এবং সহ প্রচার সম্পাদিকাঃ মিতুল দেবনাথ (৩৪৭) ৭২৩-৮০৫৪ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত
355 South End Avenue, Apt. # 19D, New York, NY 10280

মার্কিন ভিসানীতি পাল্টে দিয়েছে অনেক কিছু

সমীর কুমার দে

আর তিন মাস পরই বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আগের দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যে ধরনের উত্তাপ ছিল, এবারের চিত্রটা পুরোপুরি ভিন্ন।

২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে ছিল হরতাল-অবরোধের মধ্যে গাড়িতে আগুন আর পেট্রোল বোমা হামলা। ফলে ঢাকা শহরের বাসিন্দাদের এক ধরনের আতঙ্ক নিয়েই ঘর থেকে বের হতে হতো। এরপর ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না থাকলেও রাজনীতির মাঠ বেশ গরম ছিল। নানা ধরনের মিটিং-সিটিংয়ের মধ্যে ব্যস্ততা ছিল রাজনীতিবিদদের। এবার, অর্থাৎ ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে যে নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে, এটি নিয়ে নেই 'সন্ত্রাস্থ কর্মকাণ্ড। অন্যদিকে প্রধান দুই দল কিছু সমাবেশ করলেও মিটিং-সিটিংয়ের ব্যস্ততা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। আগের দুটি নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের ব্যস্ততা দেখা গেলেও এবারের ভোট যেন উত্তাপ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও। সাধারণ মানুষের মধ্যে কেন এই উত্তাপ? এবার আসি সেই প্রসঙ্গে। গত মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য ভিসানীতি ঘোষণা করে। মূলত এই ভিসানীতিই পাল্টে দিয়েছে অনেক কিছু। রাজনীতিবিদদের আচরণ যেমন বদলে গেছে, তেমনি আচরণ বদলে গেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের। এমনকি ঢাকার পত্রিকা অফিসের নিউজরুমের চিত্রও পাল্টে গেছে। আগে যেখানে মিডিয়াগুলোতে সরকারের নিউজ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতো, এখন সেখানে গুরুত্ব পাচ্ছে বিরোধী দলের সংবাদও। কী জাদু আছে ওই ভিসানীতিতে? ঢাকায় আমি যে মিডিয়া হাউজে কাজ করি, তার নীচে ফুটপাতে চায়ের দোকানে প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক সাংবাদিকের আড্ডা হয়। সেই আড্ডার বিষয়বস্তুও এখন ভিসানীতি। এর মধ্যে আবার আগুনে ঘি ঢেলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। তিনি বলেছেন, সংবাদমাধ্যমও ভিসানীতির আওতায় আসতে পারে। এতদিন সাংবাদিকরা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন সুষ্ঠু নির্বাচন বিঘ্নকারী ব্যক্তিরা ভিসানীতির আওতায় পড়বেন। অর্থাৎ, সাংবাদিকরা এর মধ্যে পড়বেন না। কিন্তু পিটার হাসের নতুন এই বক্তব্য সাংবাদিক মহলে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের পর সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এমনকি তথাকথিত তালিকাও ছড়িয়ে পড়েছে। সেই তালিকায় আওয়ামী লীগপন্থি সিনিয়র সাংবাদিক, সাংবাদিক নেতা, পত্রিকার সম্পাদকসহ প্রায় একশ্ব সাংবাদিকের নাম এসেছে। এর মধ্যে আবার ৭ জন সাংবাদিক নেতা ফ্রান্সে একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য ভিসার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাদের ভিসা না হওয়ায় অলিতে গলিতে সাংবাদিকদের আড্ডায় ভিসানীতি বাস্তবায়ন হয়েছে বলে আলোচনা হচ্ছে। এখন সামাজিক মাধ্যমে লেখালেখির ব্যাপারেও সাংবাদিকরা বেশ সাবধান। পত্রিকাগুলোর রিপোর্টে যেমন ভারসাম্য এসেছে, সাংবাদিকদের কথাবার্তায়ও এক ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। প্রশাসন বা পুলিশের কর্মকর্তারাও বেশ সতর্ক।

এর আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাবের উর্ধ্বতন ৭ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল তখন কিন্তু এত আলোচনা হয়নি। কারণ, তখন নির্দিষ্ট ছিল যে, এই ৭ জনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ফলে অন্যরা খুব একটা গা করেনি। কিন্তু এবারের ভিসানীতি সচেতন সবাইকেই নাড়া দিয়েছে। যিনি কোনোদিন অ্যামেরিকায় যাননি, তিনিও সতর্ক। আর যাদের যাওয়া-আসা আছে, তারা তো আরও বেশি আতঙ্কের মধ্যে আছেন। কী করলে আবার কী হয়, ফলে অনেকটা নিশ্চুপ তারা। বিরোধী পক্ষও এই ভিসানীতির এক ধরনের সুবিধা পেয়েছে।

এবার আসা যাক আর্থিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে। এখনও এই ধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা না এলেও ব্যাপকভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। যদিও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম দুই দিন আগে বলেছেন, নির্বাচনের আগে আর কোনো নিষেধাজ্ঞা আসবে না। কিন্তু তার এই বক্তব্যে কেউ আস্বস্ত হতে পরছেন না। বিশেষ করে ব্যবসায়ি মহল আর্থিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে খুবই শঙ্কিত। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে সম্প্রতি একটি প্রস্তাব কণ্ঠভোটে গৃহীত হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'এভরিথিং বাট আর্মসেহ্ব (ইবিএ) সুবিধা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা। এমনটি হলে পোশাক রপ্তানির উপর কেমন প্রভাব পড়তে পারে? বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফজলুল আজিমের সঙ্গে। তার মতে, ইবিএ সুবিধা বাতিল হলে আমরা ভয়াবহ বিপদে পড়বো। কারণ, আমাদের পুরো রপ্তানির ৬০ ভাগই যায় ইউরোপে। এটা হলে আমাদের অর্থনীতি একটা মহাসংকটে পড়বে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বাংলাদেশের মিডিয়াও খুবই সতর্কভাবে রিপোর্ট করছে। খুব বেশি রিপোর্টও দেখা যাচ্ছে না। ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তো এক জিনিস নয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশের কয়েকটি পত্রিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদ থাকা ব্যক্তিদের নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমলাদের মধ্যে কার কার ছেলে-মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করে, তাদের তালিকাও এসেছে। কারা অবৈধভাবে অর্থ পাঠিয়ে সেখানে বাড়ি কিনেছেন, এমন কিছু নামও এসেছে। রাজনীতিবিদদের বাইরেও প্রশাসনের অনেকের নাম আছে এই তালিকায়। তবে সবক্ষেত্রেই যে খুব বেশি যাচাই-বাছাই করে এগুলো ছাপা হচ্ছে, এমনটিও নয়। এই ধরনের খবরগুলো পাঠককে এই মুহূর্তে খুবই আকৃষ্ট করছে। ফলে নিয়মিতই কিছু না কিছু খবর ছাপা হচ্ছে। নিউজরুমগুলোতে নিউজ যা-ই হোক, প্রতিদিনই আলোচনার বিষয়স্তু এরপর কী হবে? কী পদক্ষেপ নেবে যুক্তরাষ্ট্রসহ তার মিত্র পশ্চিমারা। আর কারাই বা থাকবেন এই তালিকায়? নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে এই ধরনের আলোচনা ততই বাড়তে থাকবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত করে বলা যায়। সমীর কুমার দে,জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব

মোহাম্মদ তানজীম উদ্দিন খান

জো বাইডেনের নেতৃত্বে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ২০২১ সালে ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার মোটা দাগে পররাষ্ট্রনীতির মূল্যবোধগত দুই ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে সামনে এসেছে।

বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীন এবং রাশিয়ার মত কর্তৃত্ববাদী বা অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃত্বস্থানীয় হয়ে উঠা এবং তাদের সমর্থিত রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে মোটা দাগে পশ্চিমা বিরোধী একটা প্রভাব বলয়ের উত্থানের মধ্যে কৌশলী অবস্থান নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

এমন সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে তাদের জাতীয় স্বার্থ তথা পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে ভিসা নিষিদ্ধকরণ নীতির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার দূতাবাসীয় পরিষেবা বা কনস্যুলার সার্ভিসকে দৃশ্যত এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতদের কেউ কেউ এটাকে অভিহিত করেছেন 'ভিসা কূটনীতি (ঠরংধ উরঢ়ষড়সধপু) হিসেবে। ইতিমধ্যে নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, উগান্ডা, লাইবেরিয়া, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, এল সালভাদর, নিকারাগুয়া, হাইতি, বেলারুশ এবং বাংলাদেশসহ আরও অনেক রাষ্ট্রকে এই নীতির আওতায় এনেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এছাড়াও চীন, হংকং, কম্বোডিয়া, মিয়ানমার, জিম্বাবুয়ে, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, মালি, লাইবেরিয়া, রাশিয়া, মলদোভা, সাউথ সুদান, ইউক্রেন, ভেনিজুয়েলা, ইরাকের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকেও ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র দুই পর্যায়ে এই নীতি প্রয়োগ করেছে। প্রথম পর্যায়ে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আর্থিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থা ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব এবং সংস্থাটির বর্তমান এবং সাবেক সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়। তাদের বিরুদ্ধে গুম এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মত অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়।

একই সঙ্গে এই সাতজনের মধ্যে আরও দুই কর্মকর্তাকে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টও একই রকম নিষেধাজ্ঞার আওতাভূক্ত করে। সরকারের এই দুই ডিপার্টমেন্টের নিষেধাজ্ঞার দুই ধরনের তাৎপর্য রয়েছে। ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের নিষেধাজ্ঞা মানে হলোকোন ধরনের আর্থিক, পণ্যগত বা সেবাগত লেনদেন বা এই ধরনের লেনদেনের উপকারভোগী হতে পারবে না নিষেধাজ্ঞাভুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা বা সংগঠন।

আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিষেধাজ্ঞা মূলত আর্থিক নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে ভিসা নিষেধাজ্ঞাও যুক্ত হয়। নিষেধাজ্ঞা রাজনীতির দ্বিতীয় পর্যায়ে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনি প্রক্রিয়া ব্যহত করার সঙ্গে জড়িত যে কোনো ব্যক্তি এবং তার পরিবারের সদস্যদের ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের নীতি গ্রহণ করে এই বছরের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে।

সবকিছু মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা কূটনীতি নীতি বাংলাদেশের জনপরিসরে দুটি আলাপকে সামনে নিয়ে এসেছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নীতি নির্ধারক বা তাদের সমর্থকেরা মনে করছেন ভিসা কূটনীতি বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক, গ্রহণযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে না।

আবার সরকার বিরোধীরা ঠিক বিপরীতটাই ভাবছে। অন্য কথায়, তারা মনে করছে ভিসা কূটনীতি ক্ষমতাসীন দলকে তাদের নির্বাচন সংক্রান্ত রাজনৈতিক দাবি বাস্তবায়নে কার্যকরী হবে। এই দুই ভাবনার মধ্যে কোন ভাবনাটি শেষ পর্যন্ত

বাংলাদেশের জন্য বেশি প্রযোজ্য হতে পারে, সেটাই বিশ্লেষণ করতে চাই।

বিশ্লেষণটিকে চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, ভিসা কূটনীতির ব্যবহারের ধরন এবং এর প্রয়োগ। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রভাবশালী রাষ্ট্রের ভিসা কূটনীতির কার্যকারিতা নিয়ে গবেষকদের ভাবনা। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা কতটুকু কার্যকর হতে পারে। চতুর্থত, ভিসা নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতার সফল উদাহরণ।

২০০৬ সালে নেদারল্যান্ডস ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ক্লিংগেনডেল প্রকাশিত 'দ্য ভিসা ডাইমেনশন অব ডিপ্লোমেস্থি নামের প্রবন্ধটিতে ভিসা কূটনীতি ব্যবহার ব্যাখ্যায় দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে এনেছেন লেখক কেভিন ডি স্ট্রিংগার। প্রথমটি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং কূটনৈতিক সহযোগিতা। আর দ্বিতীয়টি, কোনো বিষয় নিশ্চিত করতে জবরদস্তি এবং আপত্তি বা অসম্মতি।

প্রথম উদ্দেশ্যটি হাসিলে সাধারণত কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকার পরেও অথবা কোনো ব্যক্তি, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো নেতা বা সরকার বা রাষ্ট্র প্রধানের ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও অতিথি গ্রহণকারী রাষ্ট্র ভিসা দিয়ে থাকে।

দুটি উদাহরণ এক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত। ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (আইআরএ) কূটনৈতিকভাবে নিষিদ্ধ নেতা সিন ফেনকে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ এবং চাঁদা সংগ্রহের জন্য ভিসা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এবং খোদ প্রশাসনের অনেকের বিরোধিতার পরেও বিল ক্লিনটনের নির্বাচনি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে তাকে ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। যদিও এর আগের ২০ বছরে সাত বার সিন ফেনের ভিসা প্রত্যাখান করা হয়েছিল।

ভিসা ইস্যুতে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লি তেং হুই এর ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৯৫ সালে প্রেসিডেন্ট লি তেং হুইকে তার সাবেক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্নেল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভ্রমণ ভিসা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। যদিও যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে চীনের অংশ হিসেবেই আনুষ্ঠানিকভাবেই মেনে নিয়েছিল জিমি কার্টারের সময় ১৯৭৯ সালে। এতে তাইওয়ানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অনানুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয়।

আবার অন্যদিকে, জবরদস্তি বা অসম্মতিমূলক ভিসা কূটনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় রাষ্ট্রগুলো ভিসা দেয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। নিজেদের জাতীয় স্বার্থ আদায় সহজসাধ্য না হলে এই ধরনের বন্ধুত্বহীনমূলক কিন্তু তাদের নিজস্ব আইনসম্মত ব্যবস্থা অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নেয়া হয়।

১৯৯৮ সালে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারি লেনেদেনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। জাপান, ব্রিটেন তাদের কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কর্মকর্তা, নেতৃস্থানীয় কতিপয় বিজ্ঞানীদের ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এদের অনুসরণ করে যুক্তরাষ্ট্রও ইণ্ডিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সেই সময়কার চেয়ারম্যানকে ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

তবে ভিসা দেয়ার এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য ছিল শুধু ভারতের পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের ওপর। আবার, রাষ্ট্র পর্যায়ে সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রে ইরান আর কিউবা থেকে আগত অভিবাসীদের ভিসা করে দিয়েছিল।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইন্ক

BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC

নির্বাচন-২০২৩ Election-2023

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
MOHAMMED ABDUL MANNAN

সৃজনশীল, যোগ্য, সৎ, গতিশীল ও নতুন নেতৃত্বের প্রত্যাশায়

মান্নান-জুয়েল পরিষদ

জহির উদ্দিন (জুয়েল)
JAHIR UDDIN (JEWEL)

অনিক রাজ

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী

MOSTOFA ANIK RAJ

LITERATURE & CULTURAL SECRETARY CANDIDATE

ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন

প্রচারেঃ বিয়ানীবাজার বাসী

নিষেধাজ্ঞায় কি কাজ হয়?

জাহিদুল হক

সাম্প্রতিক সময়ে চীনসহ আরও কয়েকটি দেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়া শুরু করেছে। কিন্তু লক্ষ্য পূরণে এটি কতখানি কার্যকরী?

একটি দেশ বা সেই দেশের কোনো সংস্থা ও নাগরিকের উপর চাপ দিতে অন্য দেশ ও সংস্থা নিষেধাজ্ঞার আশ্রয় নিয়ে থাকে। পশ্চিমা দেশগুলো নিষেধাজ্ঞাকে কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সাম্প্রতিক সময়ে চীনসহ আরও কয়েকটি দেশ নিষেধাজ্ঞা দেয়া শুরু করেছে। কিন্তু লক্ষ্য পূরণে এটি কতখানি কার্যকরী?

শীতল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে অন্য দেশকে চাপ দিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রায়ই নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে।গণতন্ত্রের উন্নয়ন, সন্ত্রাস দমন, মাদক পাচারসহ নানা ইস্যুতে নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। অনেক সময় জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে ঐসব দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এছাড়া সংস্থা দুটি স্বতন্ত্রভাবেও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে। এসব নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে পালটা নিষেধাজ্ঞা দেয়ারও ঘটনা ঘটছে। যেমন চীনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়ায় চীনও পালটা ব্যবস্থা নিচ্ছে।

কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কতটা কার্যকরি? এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা হয়েছে। কিছু গবেষণা বলছে, নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য সবসময় পূরণ হয় না। যেমন ইউরোপের দেশ বেলারুশের উপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দেশটি এখনও ইউরোপের একমাত্র স্বৈরতন্ত্র হয়ে আছে। এছাড়া কিউবা ও উত্তর কোরিয়ার মতো দেশে অনেকদিন ধরে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও দেশগুলোর শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসেনি। আর ভেনেজুয়েলার সরকার নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে কাজে লাগিয়েছে। নিজেদের দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে অর্থনীতি খারাপ হলেও ভেনেজুয়েলার সরকার নাগরিকদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে এমনটা হয়েছে। গণমাধ্যমের উপর সেন্সরশিপ থাকায় সে দেশের সরকার এটি করতে সফল হয়েছে।

ইউক্রেনে হামলার পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে দেয়া পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হচ্ছে কিনা, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা জোসেপ বরেল গত আগস্টে দাবি করেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইইউর দেয়া ১১ দফা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞার কারণে রুশ অর্থনীতিতে সংকট তৈরি হয়েছে, দেশটির পণ্যের রপ্তানি গন্তব্য কমে গেছে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় রাশিয়ার শিল্প ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা কমে গেছে বলেও মনে করছেন বরেল।

নিষেধাজ্ঞা যেখানে কার্যকর হয়

পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৫০-এর দশক থেকে বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নিষেধাজ্ঞার মধ্যে যেগুলো কার্যকর হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার প্রায় ৯০ ভাগই বহুদলীয় নির্বাচন ব্যবস্থা চালু আছে, এমন দেশের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা নিয়ে বই লেখা আগাথ ডেমোরে গত নভেম্বরে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন। 'নিষেধাজ্ঞা কেন একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করে না' শীর্ষক প্রবন্ধটি মার্কিন সংস্থান্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্রেসির 'ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর ডেমোক্রেটিক স্টাডিস্'এর 'জার্নাল অফ ডেমোক্রেসি'তে প্রকাশিত হয়েছে।প্রবন্ধ প্রকাশের সময় ডেমোরে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গ্লোবাল ফোরকাস্টিং ডাইরেক্টর ছিলেন। বর্তমানে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের সিনিয়র পলিসি ফেলো হিসেবে কর্মরত আছেন।

ডেমোরে লিখেছেন, অনেক সময় নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে একটি দেশের জনগণকে

বিপদে ফেলার চেষ্টা করা হয়, যেন তারা সরকারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠেন। কিন্তু একনায়ক বা স্বৈরতন্ত্র আছে, এমন দেশের ক্ষেত্রে সেটি কার্যকর হয় না। কারণ সেসব দেশের জনগণের হাতে সরকারকে চাপ দেয়ার মতো অস্ত্র থাকে না। যেমন হয়ত সেসব দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না।

আবার সংঘবদ্ধ হয়ে নিষেধাজ্ঞা না দিলে অনেকসময় নিষেধাজ্ঞা সফল হয় না বলেও মনে করেন তিনি। যেমন ডেমোরে লিখেছেন, কয়েকটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী করে ১৯৮০-র দশকে লিবিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তাতে লিবিয়ার খুব বেশি সমস্যা হয়নি। কারণ গন্তব্য পরিবর্তন করে ইউরোপে তেল রপ্তানি শুরু করেছিল লিবিয়া। তবে পরবর্তীতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদও লিবিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিলে লিবিয়া পিছু হটেছিল।

নিষেধাজ্ঞার কারণে একনায়কতন্ত্র বিদ্যমান দেশগুলোতে গণতন্ত্র পুরোপুরি না আসলেও এর মাত্রা বেড়েছে বলে ২০১৪ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে। জার্মান ইনস্টিটিউট অফ গ্লোবাল অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজের লিড রিসার্চ ফেলো ক্রিস্টিয়ান ফন জোস্ট ও লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের সুইডিশ রিসার্চ কাউন্সিল ফেলো মিশায়েল ভামান (বর্তমানে মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক) গবেষণাটি করেছিলেন।

সমস্যায় সাধারণ মানুষ

নিষেধাজ্ঞার কারণে একটি দেশের সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েন। গত মে মাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন বলছে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দেশগুলোতে মৃত্যুর হার, দারিদ্র্য ও অসমতা বেড়েছে। আর কমেছে মানুষের আয় ও মানবাধিকার। নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রভাব নিয়ে করা ৩২টি গবেষণা বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন ওয়াশিংটনভিত্তিক থিংক ট্যাঙ্ক 'সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড পলিসি রিসার্চে'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ফ্রান্সিসকো রদ্রিগেজ।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যারন স্লাইডার আল-জাজিরায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় একসময় ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। তাতে কাজও হয়েছে। কিন্তু কিউবা এবং ভেনেজুয়েলায় ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার ফলে অর্থনীতি ধ্বংস হয়েছে। অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সেইসব দেশে গণতন্ত্রীকরণ হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গণতন্ত্র ও নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণমাধ্যমকে কাজ করতে না দেয়া, রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বাধা দিতে আইন পাস- ইত্যাদি নানা কারণে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্র।

২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত নাইজেরিয়ায় বিভিন্ন নির্বাচনের আগে ও পরে কয়েক দফায় বিভিন্ন জনের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এছাড়া সোমালিয়া, উগান্ডা, নিকারাগুয়া, সিয়েরা লিওন, বেলারুশ ও কম্বোডিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধেও ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ফজলুল হালিম রানা মনে করেন, নাইজেরিয়ায় ভিসা নীতি কাজ করেনি। ''আশ্চর্য হওয়ার মতো বিষয় হলো নাইজেরিয়ায় ভিসা নীতি কাজ করেনি। উগান্ডা ও সোমালিয়াতেও নয়' বলে ডয়চে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারতকে বিপাকে ফেলা যায়নি

গৌতম হোড়

নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে অনেকবার। তার ফলে ভারত যে ভয়ংকর বিপাকে পড়েছে এমন নয়। বরং বেশিদিন সেই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকেনি।

১৯৯৮ সালের কথা। তখন প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনের রাস্তার নাম ছিল রেসকোর্স রোড। তার সেই বাসভবনে তখন সাংবাদিক সম্মেলন হতো। অটল বিহারী বাজপেয়ী কখনো পঞ্চবটীতে এসে কখনো বা অন্যত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতেন। সেদিন সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল বাসভবনের পাশে পঞ্চবটী বলে একটা লনে। তবে সেদিনের সাজসজ্জা ছিল একটু বিশেষ রকমের। পিছনে ভারতের পতাকা কোনাকুনি করে রাখা। সামনে বাজপেয়ীর বলার জায়গা। সবকিছুর তদারক করতে ব্যস্ত প্রমোদ মহাজন।

কিছুক্ষণ পর বাজপেয়ী এসে জানালেন, ভারত দ্বিতীয়বার পরমাণু বোমার পরীক্ষা করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তখন পিন পড়লেও শব্দ পাওয়া যাবে। বাজপেয়ী কথা বলতেন ধীরে, একটু সময় নিয়ে নিয়ে। টিভি সাংবাদিকেরা বলতেন, প্রচুর ফুটেজ খান। সেই অল্প ব্যবধানকে মনে হচ্ছে দীর্ঘ সময়। ধারে ধীরে বাজপেয়ী কিছুটা বিস্তারে বললেন ঘটনাটা। জানালেন, তিনি যাবেন পোখরানে।

পরে প্রমোদ মহাজন বলছিলেন, নরসিমহা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় সবকিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেও চাপের মুখে পড়ে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন। বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন, তাদের আরো একবার পরীক্ষা করা দরকার। সেই অনুমতি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন বাজপেয়ী। চরম গোপনীয়তা বজায় রেখে কাকপক্ষিও যাতে টের না পায়, তার ব্যবস্থা করে ভারত এই পরমাণু-পরীক্ষা করেছিল।

তার সঙ্গে আরো একটা ব্যবস্থা করতে হয়েছিল বাজপেয়ীকে। কী করে আর্থিক নিষেধাজ্ঞার মোকাবিলা করতে হবে। পরমাণু-পরীক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল নিষেধাজ্ঞা। অ্যামেরিকা, ইউরোপের দেশগুলি তো বটেই, তাছাড়াও অনেকগুলি দেশ যে ভারতের উপরে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করবে তা জানা ছিল। ফলে তার জন্য আলাদা প্রস্তুতি নেয়ার দরকার ছিল। আর এটা ভারতের সেই সময়ের নেতাদের কছে ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নরসিমহা রাও যখন যখন এই পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা ভারতের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নয়। আর বাজপেয়ী তো ছিলেন চরম আত্মবিশ্বাসী।

তখন অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন যশবন্ত সিনহা। তিনি ও অন্য অর্থনীতিবিদরা বুঝিয়েছিলেন, কেন ভারতের ভয় নেই। পরিস্থিতিটা এরকম ছিল, যদি অশোধিত তেলের যোগান ঠিক থাকে, তাহলে ভারতের চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভারত কৃষিতে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে দেশের মানুষের কাছে চাল-গম ইত্যাদির জোগান ঠিক থাকবে। নিষেধাজ্ঞা জারি করলে কিছুদিন একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু ভারতের থেকে যে দেশগুলি নিষেধাজ্ঞা জারি করছে, তাদের অসুবিধা কম হবে না। কারণ, তারা ভারতের বাজার হারাবে। তাদের কোম্পানিগুলির ক্ষতি হবে। চীনের বাইরে এতবড় বাজার তো আর নেই। এতবড় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতিও নেই।

তাই যশবন্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারতকে বিপাকে ফেলা যাবে না। এনিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। যশবন্ত তার মতে স্থির ছিলেন। পরে দেখা গিয়েছিল সেই দাবি ঠিক। অ্যামেরিকা জুন মাসে ভারতের বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আর্থিক সাহায্য বাতিল করা হয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ জারি করা হয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তারা যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।

জাপান বরং ২০০১ সাল পর্যন্ত আর্থিক নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছিল। তাদের একটা

কারণও আছে। তারাই একমাত্র দেশ, যাদের পরমাণু বোমার ক্ষত বহন করতে হচ্ছে বছরের পর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্ম। ইউরোপের দেশগুলিও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু তাতে ভারতের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। শেষ পর্যন্ত সব নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে।

এবারও ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমিকায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পেয়েছি আমরা। অ্যামেরিকা, ইইউ বারবার করে ভারতকে বলেছে, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে হবে। ভারত তেল কেনার পরিমাণ কমানো দূরে থাক বরং বাড়িয়েছে। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। আসলে কোনো দেশই নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কোনো ব্যবস্থা নিতে চায় না। ভারতের কাছে বড় জোর হলো তার বিশাল বাজার। সেই বাজার পশ্চিমা দেশগুলির কাছে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। ভারতের কাছে অন্যতম বড় সুবিধা হলো তার ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব। তাই অ্যামেরিকাও এখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার রাস্তায় হাঁটছে। অ্যামেরিকা অবশ্য ১৯৯২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারতের মহাকাশ সংস্থা ইসরোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল। তাতেও ইসরোর যে খুব অসুবিধা হয়েছে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

২০১৯ সালে ভারত বালাকোট অভিযান করে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভিতর ঢুকে সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায় ভারত। তার প্রতিবাদে ভারতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে পাকিস্তান। ভারতের কোনো বিমানকে পাকিস্তানের আকাশসীমার মধ্যে ঢুকতে দেয়া হয় না। এই নিষেধাজ্ঞা নিয়েও ভারত যে চিন্তিত তা নয়।

ভারতের নিষেধাজ্ঞা

ভারত অবশ্য নিজেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে ভারত নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল। বর্ণবাদী নীতির প্রতিবাদে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। এমনকী খেলার ময়দানেও ভারত তাদের মুখোমুখি হত না।

ফিজির বিরুদ্ধেও ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ভারত বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল। ফিজির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেয় ভারত।

চীনের সঙ্গে লাদাখ নিয়ে সংঘাতের পর ভারত বেশ কিছু ব্যবস্থা নেয়। টিকটকসহ চীনের বেশ কিছু সামাজিক ও গেমিং অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়। মোট ৫৯টি চীনা অ্যাপ ভারতে নিষিদ্ধ।

একটা সময় ভারতে কোক-পেপসিও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে অবশ্য সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। এখন কোক-পেপসি ভারতের ঠান্ডা পানীয়র জগতে রীতিমতো রাজত্ব করছে।

আসলে নিষেধাজ্ঞা সব দেশই কমবেশি অবস্থান-সুযোগ-সুবিধামতো দিয়ে থাকে। তবে সেই নিষেধাজ্ঞা জারি হলেই কোনো দেশ বিপাকে পড়বে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। গৌতম হোড়, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী সুপার মার্কেট
100%
BEST PRICE
Guaranteed
WE ACCEPT EBT
Mumtun Hasina Bari
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং দেওয়া হচ্ছে
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

উন্নয়ন না ডলার পাচারের আয়োজন?

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সরকারের ভুল পরিকল্পনা এবং সদিচ্ছার অভাবে খোলা আছে দেশ থেকে ডলার পাচার বা চলে যাওয়ার নতুন ও পুরোনো প্রক্রিয়া। উন্নয়ন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ নেই বলে ডলার ক্ষয় হচ্ছে। একনেকে নিয়মিত বিরতিতে প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বাড়ানোটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, প্রতি বছরে ১০-১৫ শতাংশ ব্যয় বাড়ানো যেন রীতি হয়ে গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ কোনো উদ্যোগ নেই বড় বড় খাতে ডলার সাশ্রয়ের, যেমন রিফাইনারি তৈরি, সার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির, সার ও অ্যামোনিয়া উৎপাদনে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের কিংবা বেসিক কেমিক্যাল স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের। সব নজর কিছু দৃশ্যমান প্রকল্পে।

সরকার ১০ ডলারের গ্যাস বাঁচাতে গিয়ে ২০ ডলার গচ্চা দেয় সার আমদানিতে। এ রকম অসাড় ও জড় উন্নয়ন চিন্তা দিয়ে চলছে আমাদের উন্নয়ন কারিগরেরা, অবশ্য এতে আমদানি বাণিজ্য ও কমিশন ব্যবসা বেশ রমরমা ভাবেই চলে।

সার আমদানিতে পাচার অভিযোগও উঠছে, আন্তর্জাতিক বাজারে ২০২১-২২ অর্থবছরে সারের দাম বেড়েছে ১ দশমিক ৮৫ থেকে সর্বোচ্চ ২ গুণ। কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এ সময়ে সার আমদানিতে সরকারের খরচ বেড়েছে প্রায় ৫ থেকে কোনো কোনো মাসে ৬ গুণের কাছাকাছি।

চট্টগ্রাম বন্দর সূত্র বলছে আমদানির পরিমাণ বাড়েনি, অর্থাৎ এখানে ডলার পাচার হতে পারে। গত দুই বছরে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার ১ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭৫ টন আমদানি করা সরকারি সার পরিবহনকালে গায়েবে দুদকের অভিযোগ রয়েছে দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। (৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, আজকের পত্রিকা)

অভিযোগ আছে স্থানীয় সার আমদানিতেও। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) আমদানি করা সারের প্রতি টন সারের দাম পড়েছে ২৬৮ দশমিক ৩৩ ডলার। একই সময়ে সরকারের দেওয়া গ্যাসে উৎপাদন সচল রাখা কাফকো থেকে প্রতি টন সার কেনা হচ্ছে ৩৬০ ডলার মূল্যে, টনপ্রতি ৯২ ডলার বেশি দাম নিচ্ছে কাফকো। (আজকের পত্রিকা, ১১ অক্টোবর ২০২৩)

করোনা মহামারির আগে থেকেই দেশে গ্যাস-সংকট চলছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমায় এবং বড় আমদানি চুক্তি না থাকায় সার কারখানাগুলোয় গ্যাস দিতে পারছে না সরকার। এ কারণে বাধ্য হয়ে একে একে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল), আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (এএফসিসিএল) এবং যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (জেএফসিএল)।

দীর্ঘদিন কারখানাগুলো বন্ধ থাকায় সেগুলোর মূল্যবান যন্ত্রাংশে মরিচা ধরেছে, এসব যন্ত্রাংশের কিছু কিছু মিলিয়ন ডলার মূল্যের। কারখানা বন্ধ থাকায় মরিচা ধরে কিছু কিছু যন্ত্রাংশ নষ্ট হওয়ার কথা স্বীকারও করেছেন বিসিআইসির চেয়ারম্যান (আজকের পত্রিকা, ১১ অক্টোবর ২০২৩)।

গ্যাস-সংকটের কারণে গত মার্চ থেকে সার উৎপাদন বন্ধ রয়েছে আশুগঞ্জ এএফসিসিএল। এই কারখানায় দিনে ১ হাজার ২০০ টন সার উৎপাদিত হতো, গ্যাস সরবরাহ ঠিক থাকলে এখানে ১৬-১৭ হাজার টাকা খরচে এক টন সার উৎপাদন করা যায়। দীর্ঘদিন কারখানা বন্ধ থাকায় অনেক যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একদিকে নষ্ট হচ্ছে খরুচে যন্ত্রাংশ এবং অন্যদিকে ভুল পরিকল্পনায় করা যাচ্ছে না ডলার সাশ্রয়।

গত বছরের ২১ নভেম্বর বয়লারে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডে (সিইউএফএল) ইউরিয়া সার ও অ্যামোনিয়া উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। কারিগরি সমস্যা এবং গ্যাস-সংকটের কারণে ১০ মাস ধরে কারখানাটি উৎপাদনে নেই। গ্যাস-সংকটের কারণে দীর্ঘদিন সচল কারখানা বন্ধ থাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। মেরামতের পর সচল কারখানাও অচল হয়।

গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (জেএফসিএল)

বন্ধ হয়ে যায়। এর পেছনেও গ্যাস-সংকট দায়ী, আছে কারিগরি সমস্যাও। দেশীয় সার উৎপাদন কারখানার মধ্যে একমাত্র শাহজালাল সার কারখানা (এসএফসিএল) চালু আছে, যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা পৌনে ৬ লাখ মেট্রিক টন।

দেশে মোট ২৭ লাখ টন ইউরিয়া সারের চাহিদা রয়েছে। অন্যান্য সার মিলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৬৮ লাখ ৪২ হাজার ৫০০ টন সারের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে, বিপরীতে মোট উৎপাদনের সক্ষমতা ২৩ লাখ টন। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলে ১০ লাখ টন দেশীয় কারখানাগুলো থেকে জোগান দেওয়া হতো, বর্তমানে সেটাও হচ্ছে না। অথচ আমদানিতে ডলার যাচ্ছে।

১৪ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ৩২২ শতাংশ বেড়েছে (নিউ এজ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)। ২৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন থেকে ৯৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে বৈদেশিক ঋণ, কিন্তু দেশে রিফাইনারি তৈরি হয়নি। এই যুগেও পরিশোধিত তেল কিনে বাংলাদেশে ডলার গচ্চা দেয়, এটা ভাবা যায়?

না হয়েছে ইস্টার্ন রিফাইনারির নতুন ইউনিট, না হয়েছে বেসরকারি রিফাইনারি। রিফাইনারি না থাকায় রাশিয়ার মতো বড় তেল রপ্তানিকারক দেশ, যারা পরিশোধিত তেল বিক্রিই করে না, তাদের কম মূল্যের ক্রুড তেলের সুবিধা নিতে ব্যর্থ বাংলাদেশ। বেসিক পেট্রো কেমিক্যাল, হাইড্রো-কার্বন, মেলামাইন, প্লাস্টিক কাঁচামাল ইত্যাদি সবকিছু আমদানি করা লাগে। শিল্পের নাম এ যেন বড় লজ্জা!

অথচ শিল্প উন্নত রাষ্ট্রের একটা ভিত্তি হচ্ছে মৌলিক কেমিক্যাল উৎপাদনের সক্ষমতা, পেট্রো কেমিক্যাল, হাইড্রো কার্বন আলাদা করার সক্ষমতা এবং জ্বালানি শোধন শিল্পের উৎকর্ষ।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সরকারের মধ্যে মেধার প্রকটতা এত বেশি যে বাংলাদেশ জানেই না কীভাবে ডলার সেভ করা লাগে এবং মৌলিক আমদানির বিকল্প কী? অথচ প্রতিদিন রেওয়াজ করে চলছে বেশি আমদানির অজুহাত আর ডলার ক্ষয়ের মিথ্যা কান্না।

প্রকৃত রিজার্ভ যখন ৪০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, আমরা দেখেছি স্পট মার্কেট থেকে উচ্চ মূল্যে জ্বালানি আমদানি করে ডলার ক্ষয়ের মহা আয়োজন, তবুও চেষ্টা হয়নি সাশ্রয়ী চুক্তির স্থায়ী আমদানির।

ডলার ক্ষয়ের একই অবস্থা শিক্ষা খাতে! বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা দক্ষতা উৎপাদনে অক্ষম বলে শিক্ষার্থীরা অধিক হারে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ছে, দলে দলে বিদেশে আন্ডারগ্র্যাজুয়েশন করতে দেশ ছাড়ছে, এতে ব্যাংক লুটেরাদের অসৎ পাচারের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে দরকারি পাচারের নতুন চ্যানেল।

একই অবস্থা স্বাস্থ্য খাতেও, ঢাকা ও বিভাগীয় পর্যায়ে চীন ও সৌদি আরবের বড় আকারের হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তাবে সরকারের আগ্রহ ছিল না। অথচ প্রতিবছর বিদেশ যাওয়া পর্যটকদের বড় অংশ 'মেডিকেল ট্যুরিস্ট'। এই সব খাতে চ্যানেলে হুন্ডির চাহিদা বেড়ে রেমিট্যান্স কমছে!

পাঁচ-সাত বছরের ব্যবধানে অন্তত চার গুণ বেশি শ্রমিক বিদেশে গিয়েছেন, অথচ রেমিট্যান্স গ্রোথে তার রিফ্লেকশন নেই!

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

'কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ'

এন এন তরুণ

একজন সাহিত্যিক তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দেখতে পান। শুধু সাহিত্য রচনা করলেই বা কিছু ছন্দোবদ্ধ বাক্য লিখলেই সাহিত্যিক বা কবি হওয়া যায় না। তিনিই সাহিত্যিক, যিনি কালের স্পন্দন শুনতে পান। বর্তমানের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে বর্তমান সময়ের স্পন্দন অনুভব করতে হবে।

উত্তরআধুনিক কাল বলতে যা বোঝায়, পশ্চিমা দুনিয়ায় তার উন্মেষের শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, যে যুদ্ধ দেশে দেশে ভাঙন অথবা নতুন রাষ্ট্রের জন্ম ঘটায়, নির্মাণ করে নতুন সমাজ। একই দেশের মধ্যে গড়ে ওঠে দেয়াল, তৈরি হয় কাঁটাতার। ভাঙে পরিবার, ভাঙে বন্ধনড়আত্মীয়স্বজন, দেশান্তরি হয় আপনজনড়এসবের তীব্রতার পেছনে বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঘটনাপ্রবাহের ভূমিকা আছে।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল যখন শুধুই রবীন্দ্রময়, তখন উত্তরআধুনিক ভাবধারায় কবিজীবন শুরু করেন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কালের কবি জীবনানন্দ এবং তিনি তাঁর সময়ের প্রধান কবি হয়ে ওঠেন। উত্তরআধুনিক কালে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য নিঃসঙ্গতা, হতাশা, একাকিত্ব, বিচ্ছেদ, ভাঙন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয় ভারতভাগ, দেশান্তর, শরণার্থীর জীবন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, সীমাহীন দারিদ্র্য। এর সঙ্গে সংগতি টেনে জীবনানন্দ নিজের জীবনের নিঃসঙ্গতা, চাকরিচ্যুতি, অর্থকষ্ট, স্ত্রীর অবহেলা, নিকটজনের উপহাস ও প্রতারণা, অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণা, ভালোবাসা না পাওয়ার যন্ত্রণা ইত্যাদি পাশ্চাত্যের কবিদের মতোই নিজের কবিতারও প্রধান উপজীব্য করে তোলেন।

একসময় রাষ্ট্র ছিল না। ছিল রাজ্য, যেখানে ছিল রাজা আর প্রজা। রাজার ইচ্ছামতো জীবন ধারণ করতে হতো প্রজাদের, যে জীবন ছিল কষ্টের। 'হাতুড়ির নিচে' থাকা সেই জীবনের নিত্যসঙ্গী ছিল করের বোঝা, শাস্তি, অনাহার-অর্ধাহার, অশিক্ষা, রোগব্যাধি। এর বিপরীতে রিপাবলিক তথা রাষ্ট্র ধারণা প্রবর্তন করেন প্লেটো। সংজ্ঞা দেন আব্রাহাম লিংকন। আর রবীন্দ্রনাথ গেয়ে ওঠেন, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' অর্থাৎ শুধু জনগণেরই অধিকার থাকবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার। রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে থাকবে মানুষড়সাধারণ মানুষ। তাই দিকে দিকে শুরু হলো রাজ্য ভেঙে রাষ্ট্র গড়ার কাজ, হলো বিপ্লব, হলো যুদ্ধ, হলো ভাঙচুর আর ধ্বংস হলো মহাফেজখানা। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব এসবেরই সাক্ষ্য বহন করে।

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল অনেক স্বপ্ন নিয়ে। আশা ছিল, এবার বুঝি আমরা একটি শুভ রাষ্ট্র পাব, কিন্তু বাস্তবে কী দেখছি? প্রবৃদ্ধির নিরিখে আমরা বলছি আমাদের দেশ নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির নিরিখে জীবনমান নির্ধারণ করা যে একটি ভুল পদ্ধতি, তা এখন সর্বজন গ্রাহ্য। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন নিশ্চিত করে না। কারণ, উন্নয়ন মানেই সবার জন্য উন্নয়ন। উন্নয়নযাত্রায় যদি সমাজের একজন মানুষও বাদ পড়েন, তাহলে তাকে উন্নয়ন বলা যাবে না। বস্তুত, সিঁড়ির একেবারে নিচে যাঁর অবস্থান, তাঁর জীবনের উল্লম্ফন দিয়েই দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিমাপ করেন বর্তমান কালের অর্থনীতিবিদেরা। বাংলাদেশে ধনী-গরিবের ব্যবধান সমগ্র পৃথিবীতে একেবারে শীর্ষের দিকে। এই উপাত্ত প্রমাণ করে, বাংলাদেশে উন্নয়ন ঘটেছে মুষ্টিমেয় লোকের।

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান উপাদান ব্যক্তির স্বাধীনতা, ইচ্ছামতো জীবনযাপনের অধিকার। আমার বিশ্বাস, আমার মত, আমার পথ, আমার পেশা, আমার পোশাক, আমার রাজনীতি, আমার দল এবং আমি কী বলব, কী লিখবড়সব আমি নির্ধারণ করব। রাষ্ট্রড়এমনকি পরিবারও এটা নির্ধারণ করে দিতে পারে না। এই অধিকার এখন বাংলাদেশে সংকুচিত। ভিন্ন মতের ও ভিন্ন দলের ওপর দমন-পীড়ন এখন অসহনীয় মাত্রায়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের গত ফেব্রুয়ারি মাসের রিপোর্ট থেকে পাঠক ধারণা করতে পারবেন বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা, 'বিরোধী দলকে ঠেকাতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। গত ১৩ মাসে দেশে ৪৯৯টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এতে ৭২ জন নিহত এবং ৭ হাজার ১২৪ জন আহত হয়েছেন।'

র্যাব হেফাজতে মৃত্যু বা 'ক্রসফায়ারে' নিহতের অনেক ঘটনা ঘটেছে স্বাধীন বাংলাদেশে। নিরীশ্বরবাদী মতপ্রকাশের কারণে হত্যার শিকার হয়েছে অনেক মুক্তবুদ্ধির মানুষ, তসলিমা নাসরিনসহ অনেকেই হয়েছেন দেশান্তরি।

সংখ্যালঘুর জীবনও কাটে এখানে ভয়ে ভয়ে, কখন হামলা হবে বসতবাড়িতে, পূজার ঘরে, কখন ধর্ষিত হবে নারী। নাসিরনগর, রামু, কুমিল্লা, চট্টগ্রামসহ অসংখ্য হামলা-অত্যাচারের ঘটনা আজও তাড়িয়ে ফেরে সংখ্যালঘুর অর্ধেক জীবন।

তার মানে, জীবনানন্দের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যি হলো। স্বাধীন বাংলাদেশেও আমরা আজও একটি শুভ রাষ্ট্রের সন্ধান পাইনি। শুধু শুভ রাষ্ট্র নয়, সমাজটিও রয়ে গেছে রুগ্‌ণ। আমাদের পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-দ্বেষ একদিন অসহনীয় মাত্রায় বেড়ে যাবে, এই আশঙ্কার কথা অনেক আগেই জীবনানন্দ আঁচ করতে পেরেছিলেন:

কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়ড়অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।

নষ্ট সময়ে অতিষ্ঠ কবি, অবজ্ঞা-অবহেলা-অপমানে আনমনা কবি সামান্য সওদা কিনে বাজারের ব্যাগ ফিরছিলেন ঘরে। ট্রাম নামের যন্ত্রসভ্যতা জীবন কেড়ে নিল জীবনানন্দের। ২২ অক্টোবর ঘটেছিল এই দুর্ঘটনা। আজ এই বিষণ্ন দিনে রাষ্ট্রের দীনতা আর সমাজের পচন আলোচনা করারও তাই শ্রেষ্ঠ সময়।

একবিংশ শতাব্দীর কবি হুমায়ুন আজাদও ঠিক একইভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।'

ভারত রাষ্ট্রের একটি শুভ সূচনা হয়েছিল। আশা ছিল গান্ধী, নেহেরু, সুভাষ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ঈশ্বরচন্দ্র যে পরমতসহিষ্ণু, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ও সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বুঝি এবার পূরণ হবে। কিন্তু না, তা হয়নি। আশির দশকেই ওপার বাংলার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় নষ্ট সময় অবলোকন করেন। নষ্ট সময়ে যাপিতজীবনে অতিষ্ঠ কবি আগুনের কাছে প্রার্থনা করেন, 'ও চিরপ্রণম্য অগ্নি, আমাকে পোড়াও।' যে 'চলচ্ছক্তিহীন' অঙ্গ, যে 'প্রেম-পরিচ্ছন্নতাহীন' মন তিনি পুড়িয়ে ফেলতে বলছেন, তা কি নষ্ট সময়েরই ফল নয়? কবি শঙ্খ ঘোষও আশির দশকেই আঁচ করেন, পুঁজিবাদ সবকিছু গ্রাস করে ফেলবে। লেখেন, 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।' কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহপাঠী একটি সামান্য স্বপ্নও পূরণ করতে পারেনি। এমন বড় কোনো স্বপ্ন ছিল না অমলকান্তির। সে শুধু একটু রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হলেও ভারত একটি

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ইনক।
Bangladesh Merchant Association Inc.
ব্রুকলিনে বছরের সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ
পথমেলা ২০২৩
Brooklyn Street Fair - 2023
DATE: 22 OCTOBER, 2023 SUNDAY @10AM to 8PM
Church & McDonald Ave Brooklyn
Between Church Ave & Ave C
উদ্বোধকঃ
ড. আবু জাফর মাহমুদ
প্রধান অতিথিঃ
শাহ নেওয়াজ
গেষ্ট অব অনার
কাজী আজম
বিশেষ অতিথিঃ
এটর্নী মঈন চৌধুরী
বিশেষ অতিথিঃ
মোহাম্মদ হানিফ
র‍্যাফেল ড্রঃ
মিডিয়া পার্টনার
TIME
Please contact for Stall Booking.
917-207-1878
718-930-0025
আহ্বায়ক
মো: জাহাঙ্গীর আলম
917-207-1878
প্রধান সমন্বয়কারী
মোশারফ হোসেন মুন
718-930-0624
সদস্য সচিব
এ. এইচ. খন্দকার (জগলু)
917-670-1215
যুগ্ম আহবায়ক
মোঃ হায়দার
মোঃ ইসলাম শিমুল
মাঈন উদ্দিন বাবলু
আহমেদ আবু
সমন্বয়কারী
মামুন উর রশীদ
এস এম ফেরদৌস
ইয়াছিন আরাফাত
যুগ্ম সদস্য সচিব
কাজী হায়াত নজরুল
তাজুল ইসলাম
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শামীম ছিদ্দিকি
সভাপতি
মো: লুৎফুল
917-531-1060
সাধারণ সম্পাদক
আনোয়ার হোসাইন
718-930-0025
সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ মোশারফ হোসেন (নাবিল কন্সট্রাকশন) 917-897-8844

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (OCTOBER 20 - 26, 2023) | Promo Code : PSP42

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase

DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)

SALE $3.99/LB — SIZE 5/8

HILSHA CK OR MASALA BRAND

SALE $13.99/EA — SIZE 8/10

HILSHA CK OR MASALA BRAND

SALE $8.49/LB — SIZE 10/12

HILSHA CK OR MASALA BRAND

SALE $1.89/LB — SIZE 2/3 KG

ROHU CK OR MASALA BRAND

SALE $3.99/LB — SIZE 1 KG

MASALA BRAND
FROZEN SHOIL

SALE $8.99/EA — 2 LB BAG

CK BRAND
LOOSE KOI

SALE $15.99/EA — SIZE 6/8 — 2 LB BOX

CK BRAND
GOLDA SHRIMP

SALE $9.99/EA — BLUE SEA SHELL ON EZ-PEEL — 31/40-2 LB BAG

MASALA BRAND
RAW SHRIMP

SALE $3.99/EA — 500 GM

CK BRAND
BAILA TRAY

SALE 3/$4.99 — 200 GM

CK BRAND
KESKI TRAY

SALE $2.49/LB

FRESH WHOLE
REGULAR CHICKEN

SALE 99¢/LB — NO CUT NO CLEAN

FRESH CHICKEN
QUATER LEG

SALE $1.29/LB — NO CUT NO CLEAN

FRESH CHICKEN
DRUMSTICK

SALE $14.99/EA — 20 LB

CAROLINA
PARBOILED RICE

SALE $19.99/EA — 20 LB

NOYA PARBOILED
BASMATI RICE

SALE $13.99/EA — 1 GALLON

OLIO VILLA
POMACE OIL

SALE 2/$6.99 — 1 LITR

RAJDHANI
MUSTARD OIL

SALE $4.99/EA — 2000 GM

SHAHAJALAL
PLAIN PARATA

SALE 3/$4.99 — 400 GM

SHAHAJALAL DAL /
ALOO PURI / SINGARA

SALE 3/$4.99 — ONE DOZEN

MEDIUM
BROWN EGG

PREMIUM SUPERMARKET

CONTACT	WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"

STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN
$250 RAFFLE DRAW

Premium Supermarket

6TH WEEK LUCKY WINNERS OCT 7TH TO OCT 13TH 2023

BELLEROSE
ALAM, J. MOHIUDDIN, SAIF
TEL: 347-657-8911

BRONX
LOOKMAN MOHAMMED, MD SOHEL HASAN, SHAMIM
TEL: 347-658-0134

JACKSON HEIGHTS
BHUBON, RUMA ABEDIN, IQBAL IAQUAT
TEL: 347-658-4362

JAMAICA
MD MUKTAR ALI, RUNA, AMIT KUMAR BAUL
TEL: 347-626-8798

OZONE PARK
DELOWER, NOOR NOBI, SHAFEEK KALAMADEEN
TEL: 347-658-0972

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

WE ACCEPT EBT

ADI'S The Halal Supermarket

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Oct 20 - Nov 02, 2023) | Promo Code : PSP05

WE ACCEPT EBT CARDS

WE ACCEPT OTC CARDS

FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00

1000-1200 SALE $7.49/LB HILSHA CROWN BRAND	3 KG SALE $2.49/LB MRIGAL	SALE $2.99/LB ZABIHA HALAL BEEF WITH BONE SINA MIX	NO CUT NO CLEAN SALE 79¢/LB ZABIHA HALAL CHICKEN QUARTER LEG	ZABIHA HALAL SALE $2.49/LB CHICKEN BREAST
3 KG SALE 2/$14.99 ROHU	SALE $3.49/LB GOLDEN POMFRET	SALE $3.49/LB CUB CUT ZABIHA HALAL FROZEN REGULAR GOAT	ZABIHA HALAL SALE $5.99/LB FROZEN GOAT BACK LEG	SALE $12.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE $2.99/LB TILAPIA FILLET	SALE $5.99/EA PER PACK LOOSE BAILA CROWN BRAND	SALE $33.99/EA 50 LB DELTA PARBOILED RICE	SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED RICE	SALE $34.99/EA 2.5 GAL MAZOLA CORN OIL
SALE $9.99/EA 16/20 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA RAW SHRIMP	SALE 3/$5.00 200 GM SHAHAJALAL TRAY KESKI	SALE $17.99/EA 20 LB SONARGAON PARBOILED BASMATI RICE	SALE $4.99/EA 2000 GM SHAHJALAL PARATHA	18 PK SALE 3/$5.00 EXTRA LARGE WHITE EGGS

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER

ADI'S SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW

ADI'S BRONX

FIRST WEEK LUCKY WINNERS SEP 1ST TO 7TH 2023
UTTAM SAMADDER | MD ZALHOZ KHAN | SIRAJ CHOWDHRY

3RD WEEK LUCKY WINNERS SEP 15TH TO 21ST 2023
MD. SHAMSUL HOQ | REZAUL HAQUE | SAH

SECOND WEEK LUCKY WINNERS SEP 8TH TO 14TH 2023
BAHARU SHAMIMI | FATHIMA METU | ABDHUS SALAM

4TH WEEK LUCKY WINNERS SEP 22TH TO 28TH 2023
MOHAMMAD JEWEL SIKDER | TANIA RAHMAN | ALAMIN

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY

HELP WANTED

MANAGER - SUPERMARKETS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
MANAGER – RESTUARANTS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARNT	(All Locations)	(5 years' work experience required)

Very Attractive Salary and Incentives waiting for the right candidate
email your resume to HR@PremiumGroupNYC.com
or Call 718-679-9983 for details.

আবশ্যক

ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(সকল অবস্থানসমূহে)	(৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)

অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।
আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

শারদীয়
দুর্গা উৎসব
২০২৩
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি আগামী ২১ ও ২২ অক্টোবর-২০২৩ (শনি ও রবিবার), শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছে। ২ দিন ব্যাপী আয়োজিত আনন্দ অনুষ্ঠানে থাকবে দুই বাংলা এবং বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটির সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।
আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রন
ALOK ROYCHOWDHURY
BIPLOB MUKHERJEE
CHANDRA ROY
RUMA ROY
ROKSANA MIRZA
SHAMIM SIDDIQUE
REGA
স্থান: তাজমহল পার্টি হল
১৪৮-০১ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক
তারিখ: ২১ ও ২২ অক্টোবর ২০২৩
(শনি ও রবিবার)
SOUVIK
MARIAM MARIA
পূজা আরম্ভ: দুপুর ১২:১৫। পূজা অন্তে প্রতিদিন প্রসাদ বিতরণ
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ টায়
পূজায় পৌরহিত্য করবেন- শ্রী টিটন আচার্যী
UDIPTA
DEBASREE
SAMANNITYA
ANIKA
SANTI
ANKUSH
SHUVOSREE
ANURAG
RITU
UPAMA
SWAPNIL
RIDDHIMA
NRITYANJALI
ADDA
বিনীত
পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী
সভাপতি
৬৪৬-৪৭৭-৮৩১৪
রীনা সাহা
সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭-৮৯১-৯৯৭৮
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইন্‌ক

ক্লান্ত লাগছে কেন জানেন কি?

পরিচয় ডেস্ক:ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ হলো জৈব খাদ্য উপাদান, যা দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ভিটামিনের অভাবে দেহে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। ভিটামিন বি১২ জলে দ্রবণীয়, যা ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের অংশ। আমাদের শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভিটামিন বি১২। এর ঘাটতি হলে শুধু শরীরে নয়, মনের উপরেও প্রভাব পড়ে। শরীরে ভিটামিন১২ ঘাটতি হলে দেখা দেয় নানা রোগ। আসুন, জেনে নিন শরীরের জন্য ভিটামিন১২ কেন প্রয়োজন।

১. ভিটামিন বি১২ এর অভাব হলে শরীরে লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে অক্সিজেন চলাচল ব্যাহত হয়। এতে নিঃশ্বাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া অক্সিজেনের সরবরাহ কমতে শুরু করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ কারণে শরীর ক্লান্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. যখন শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, তখন মস্তিষ্কে কম অক্সিজেন পৌঁছায়। এতে মস্তিষ্ক ক্লান্ত বোধ করে। ফলে স্নায়ু দুর্বল হতে শুরু করে। আর স্নায়ু দুর্বল হওয়ার কারণে হাত এবং পায়ে ঝাঁকুনি শুরু হয়। দীর্ঘদিন ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতির কারণে স্নায়বিক সমস্যা হতে পারে। ফলে হাঁটতে-চলতে অসুবিধে হয়।

৩. ভিটামিন বি১২ প্রাণীজ উৎসে পাওয়া যায়। মূলত প্রাণীজ খাবার থেকেই এই ভিটামিন পাওয়া যায়। প্রাণীজ উপাদান যেমন মাংস, কলিজা, দুধ, ডিমে আছে ভিটামিন বি১২। তাই যারা নিরামিষ খান, তাদের শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি বেশি হয়।

শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি যেভাবে বুঝবেন

পরিচয় ডেস্ক: শরীর সুস্থতার জন্য প্রয়োজন ভিটামিন। ভিটামিন শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ভিটামিনের ঘাটতি হলেই শরীরের রোগ প্রতিরোধের শক্তি কমে যায়। এতে দেখা দিতে পারে নানা ধরণের শারীরিক সমস্যা। যেমন: ক্লান্তি, দুর্বলতা, মাথা ঘোরার মতো সমস্যা। আসুন জেনে নিন কীভাবে বুঝবেন আপনার শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি রয়েছে।

১. ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে ত্বক এবং মুখে ক্লান্তির ছাপ পড়ে। তাই ত্বকের উজ্জ্বলতা কমে গেলে বুঝবেন আপনার শরীরে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের ঘাটতি রয়েছে। পাশাপাশি যদি দেখেন দিনের বেশিরভাগ সময় আপনার ক্লান্তি কমছে না, অনেক বেশি দুর্বল লাগছে, ঠিকঠাক খেতেও ইচ্ছে করে না। তাহলে বুঝতে হবে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবেই এই সমস্যাগুলি হচ্ছে।

২. নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া চোখের নীচে কালি বা চারপাশ ফুলে গেলে বুঝতে হবে ভিটামিন এ এর অভাবে এই সমস্যা হচ্ছে। অনেক সময়ই শরীরে আয়োডিনের পরিমাণ কমলে এ ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। এ ছাড়া অনেকেই চোখে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম দেখেন।এটি ও ভিটামিন এ এর অভাবে হয়।

৩. একটু খেয়াল করে দেখবেন শীতকাল ছাড়া আপনার ঠোঁট ফাটছে কিনা। তাহলে বুঝতে হবে আপনার শরীরে ভিটামিন সি এর অভাব রয়েছে।

৪. যদি আপনার চুল রুক্ষ হয়। তাহলে বুঝতে হবে শরীরে ভিটামিন বি ৭ বা বায়োটিনের ঘাটতি রয়েছে। পাশাপাশি চুল পড়লে কিংবা নখ ভেঙে গেলে বুঝতে হবে শরীরে ভিটামিন বি ৭-এর অভাব রয়েছে।

৫. আবার শরীরের ভিটামিন সি এর ঘাটতি তৈরি হলে মাড়ি থেকে রক্ত বের হয়।

এ ছাড়া মুখের ভেতরে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণের জন্য ভিটামিন সি দায়ী।

৬. ভিটামিন বি এর পরিমাণ শরীরে কমে গেলে মুখে আলসার হয়। ভিটামিন বি১, বি২ এবং বি৬ এর ঘাটতি এই আলসারের কারণ।

উপুড় হয়ে ঘুমালে কী হয় মেরুদণ্ডে?

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের সবার জন্যই খুব জরুরি হলো ভালো এবং পর্যাপ্ত ঘুম। আর তার জন্য কয়েকটি অভ্যাস মেনে চলতে হয়। তবে একেক জনের আবার একেক ভাবে ঘুমানোর অভ্যাস। কেউ চিৎ হয়ে, কেউ পাশ ফিরে, কেউ আবার উপুড় হয়ে ঘুমোন।

বিভিন্ন ভাবে ঘুমের মধ্যে উপুড় হয়ে ঘুমালে শরীরের ওপর কী প্রভাব ফেলে; তা জানানো হয়েছে 'হিন্দুস্তান টাইমসে'র এক প্রতিবেদনে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উপুড় হয়ে নিয়মিত ঘুমোলে মেরুদণ্ড, ফুসফুসের ওপর চাপ পড়তে পারে। এতে শরীরের বিশ্রাম ও ঘুমের ওপরও প্রভাব পড়তে পারে। তাই এর পরিবর্তে চিৎ হয়ে বা পাশ ফিরে শোওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

উপুড় হয়ে ঘুমালে মেরুদণ্ড বা অন্ত্রের ওপর চাপ পড়ে। দীর্ঘ দিন ধরে উপুড় হয়ে শোয়ার অভ্যাস ঘাড় ও পিঠে ব্যথার হতে পারে। এর ফলে অনেক সময় ঘুমের ব্যাঘাতও ঘটে। আর পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে শারীরিক নানা জটিলতাও দেখা দিতে পারে।

উপুড় হয়ে ঘুমালে কোমরেও সমস্যা হতে পারে। তার সঙ্গে আরো একটি অদ্ভুত সমস্যা হয়, সেটি হলো ত্বকের। মুখের ত্বক খারাপ এবং শুকনো হয়ে যেতে পারে উপুড় হয়ে শোওয়ার ফলে।

চিকিৎসকরা উপুড় হয়ে না ঘুমানোর পরামর্শ দেন। তার বদলে চিৎ হয়ে ঘুমানোর অভ্যাস তৈরি করা উচিত। তবে সবচেয়ে ভালো হয়, যদি পাশ ফিরে ঘুমাতে পারেন।

সকালে খালি পেটে চা পান করলে কী হয়?

পরিচয় ডেস্ক: এক কাপ চা না হলে যেন অনেকের সকালই শুরু হয় না। বেশিরভাগ মানুষেরই প্রথম পছন্দ বেড টি। মানে চোখ খুলেই চায়ে চুমুক। অধিকাংশ বাঙালিরই রং চায়ের থেকেও দুধ চা বেশি পছন্দের। তাই কড়া লিকার, স্বাদমতো মিষ্টি আর বেশ খানিকটা দুধ, এই রেসিপি যেন অমৃতের থেকেও বেশি প্রিয়।

এ বিষয়ে ভারতীয় চিকিৎসক কিংশুক প্রামাণিক জানান, চিনি-দুধ ছাড়া চায়েরই উপকার বেশি। চিনি ছাড়া কালো চা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও পরিপাক ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু খালি পেটে চা খাওয়া মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। খালি পেটে দুধ-চা সরাসরি পাকস্থলিতে প্রভাব ফেলে। এর ফলে হজমের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামন্দার মতো বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়।

এছাড়া খালি পেটে চা আমাদের দেহে পটাশিয়ামের মাত্রা বাড়ায়। কিডনি রোগীদের জন্য এটা খুব ক্ষতিকর। খালি পেটে ব্রাশ না করে চা খেলে মুখের জীবাণুও চায়ের সঙ্গে পেটে চলে যায়। ব্রাশ করে হালকা কিছু খেয়ে তারপর চা খাওয়া সবচেয়ে ভাল।

ক্যানসার ও ডায়াবেটিসের যম খেজুর!

পরিচয় ডেস্ক:খেজুর একটি বরকতময় ফল। আমাদের দেশে সাধারণ রমজান মাসে এই ফলের চাহিদা বাড়ে। সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারিতে তিন-চারটা খেজুর খেলে দেহে শক্তি পাওয়া যায়। এর বাইরে বছরের অন্যান্য মাসগুলোতে খেজুর খুব কম মানুষই খেয়ে থাকেন।

অথচ, সারা পৃথিবীর তাবড় পুষ্টিবিদরা এই খেজুরের গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সারা বছরই এই বরকতময় ফল খাওয়ার পক্ষে তারা। তাদের কথায়, এই ড্রাই ফ্রুটসে রয়েছে কার্ব, ফাইবার, প্রোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন এবং ভিটামিন বি৬ সহ একাধিক জরুরি খনিজ ও ভিটামিনের ভাণ্ডার।

তাই নিয়মিত খেজুর খেলে যে শরীর ও স্বাস্থ্যের হাল বদলে যাবে, তা বলাই বাহুল্য! তবে বেশি উপকার পেতে চাইলে রাতে কয়েকটি খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালের নাস্তায় চট করে তা পেটে চালান করে দিতে পারলেই কেল্লাফতে। তাতেই উপকার মিলবে হাতেনাতে। এড়ানো যাবে একাধিক রোগব্যাধি।

সুতরাং আর অহেতুক সময় নষ্ট না করে পানিতে ভেজানো খেজুরের গুণাগুণ সম্পর্কে জেনে নিন। তাতেই ফিরবে আপনার স্বাস্থ্যের হাল।

কোষ্ঠকাঠিন্য নিপাত যাবে

আপনার যদি সকাল সকাল পেট পরিষ্কার হতে না চায়, তবে যত দ্রুত সম্ভব পানিতে ভেজানো খেজুর খাওয়া শুরু করুন। কারণ এতে থাকা ফাইবার ও পানির প্রাচুর্য মলকে নরম করার কাজে সিদ্ধহস্ত। তাই নিয়মিত ভেজানো খেজুর খেলে যে কোষ্ঠকাঠিন্যের ফাঁদ অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারবেন, তা বলাই বাহুল্য!

হাড় হবে শক্তপোক্ত

আজকাল খুব অল্প বয়সেই অস্টিওপোরোসিসের মতো হাড়ের ক্ষয়জনিত রোগ পিছু নিচ্ছে। তাই সারাজীবন হেঁটে-চলে বেড়ানোর ইচ্ছা থাকলে আপনাকে হাড়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতেই হবে।

শসা খাওয়ার ৬ উপকার

পরিচয় ডেস্ক:শসার আছে হরেক গুণ। রূপচর্চা ও মেদ নিয়ন্ত্রণসহ নানা উপযোগিতা আছে এই সহজলভ্য সবজির। জেনে নিন এর ৮টি উপকারিতা...

১. বিষাক্ততা দূর করে : শসায় যে পানি থাকে, তা আমাদের দেহের বর্জ্য ও বিষাক্ত পদার্থ অপসারণে অনেকটা অদৃশ্য ঝাটার মতো কাজ করে। নিয়মিত শসা খাওয়ায় কিডনিতে সৃষ্ট পাথরও গলে যায়।

প্রাত্যহিক ভিটামিনের শূন্যতা পূরণ করে : প্রতিদিন আমাদের দেহে যেসব ভিটামিনের দরকার হয়, তার বেশির ভাগই শসার মধ্যে বিদ্যমান। ভিটামিন এ, বি ও সি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শক্তি বাড়ায়। সবুজ শাক ও গাজরের সঙ্গে শসা পিষে রস করে খেলে এই তিন ধরনের ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ হবে।

২. ত্বকবান্ধব খনিজের সরবরাহকারী : শসায় উচ্চমাত্রায় পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও সিলিকন আছে, যা ত্বকের পরিচর্যায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ জন্য ত্বকের পরিচর্যায় গোসলের সময় শসা ব্যবহার করা হয়।

৩. হজম ও ওজন কমাতে সহায়ক : শসায় উচ্চমাত্রায় পানি ও নিম্নমাত্রার ক্যালরিযুক্ত উপাদান রয়েছে। ফলে যাঁরা দেহের ওজন কমাতে চান, তাঁদের জন্য শসা আদর্শ টনিক হিসেবে কাজ করবে। যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁরা স্যুপ ও সালাদে বেশি বেশি শসা ব্যবহার করবেন। কাঁচা শসা চিবিয়ে খেলে তা হজমে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। নিয়মিত শসা খেলে দীর্ঘমেয়াদি কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়।

৪. চোখের জ্যোতি বাড়ায় : সৌন্দর্যচর্চার অংশ হিসেবে অনেকে শসা গোল করে কেটে চোখের পাতায় বসিয়ে রাখেন।এতে চোখের পাতায় জমে থাকা ময়লা যেমন অপসারিত হয়, তেমনি চোখের জ্যোতি বাড়াতেও কাজ করে।চোখের প্রদাহপ্রতিরোধক উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকায় ছানি পড়া ঠেকাতেও এটি কাজ করে।

৫. চুল ও নখ সতেজ করে : শসার মধ্যে যে খনিজ সিলিকা থাকে তা আমাদের চুল ও নখকে সতেজ ও শক্তিশালী করে তোলে। এ ছাড়া শসার সালফার ও সিলিকা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৬. গেঁটেবাত থেকে মুক্তি : শসায় প্রচুর পরিমাণে সিলিকা আছে। গাজরের রসের সঙ্গে শসার রস মিশিয়ে খেলে দেহের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নেমে আসে। এতে গেঁটেবাতের ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

পর্যাপ্ত ঘুম শরীরের জন্য প্রয়োজন অনিদ্রা কাটাবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক:পর্যাপ্ত ঘুম আমাদের শরীরের জন্য বেশি প্রয়োজনীয়। ঠিকঠাক ঘুম না হলে শরীরে দেখা দিতে পারে নানা জটিলতা। অনিদ্রা থেকে অন্যান্য অসুখও শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। ঘুম না হওয়ার সমস্যাকে বলা হয় অনিদ্রা বা ইনসোমনিয়া। এই অনিদ্রা থেকে শরীরে ক্লান্তি দেখা দেখা দেয়। এতে কাজেকর্মে মন বসে না। এমনকি মেজাজও খিটখিটে হয়ে যায়।

অনেকে ঘুম কম হলে ঘুমের ওষুধ খেয়ে থাকেন। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। ঘুমের ওষুধ খেতে খেতে এক সময় তা অভ্যাসে পরিণত হয়। তাই ঘুমের সমস্যার সমাধানে ভুলেও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঘুমের ওষুধ সেবন করবেন না। আসুন জেনে নিন অনিদ্রা দূর করার কিছু উপায়:

১. ঘুমানোর আগে নিজেকে মুঠোফোন ও ল্যাপটপ থেকে দূরে রাখুন। শোবার ঘর ও বিছানা শুধু ঘুমানোর জন্যই ব্যবহার করুন। বিছানায় বসে ল্যাপটপে কাজ করা, মুঠোফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকা, গেমস খেলা থেকে বিরত থাকুন।

২. মোটেও রাত জেগে কাজ করবেন না। এতে আপনি স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় পড়বেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে ঘুমাতে যান। পাশাপাশি পরের দিনও একই সময়ে ঘুম থেকে উঠুন।

৩. ঘুমের আগে হালকা হালকা গরম পানিতে গোসল করতে পারেন।

লাল নাকি সবুজ আপেল- কোনটা খেলে লাভ বেশি?

পরিচয় ডেস্ক:আপেল এমন একটি ফল। যা প্রায় বছরজুড়ে বাজারে মেলে। পুষ্টিগুণের জন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশে আপেলের কদর ঢের। বাজারে লাল আর সবুজ এই দুই রঙের আপেল দেখা যায়। অনেকেই আপেল কেনার সময় বিভ্রান্তিতে থাকেন। লাল নাকি সবুজ আপেল কিনবেন, এ নিয়েই দেখা দেয় সিদ্ধান্তহীনতা। আসলে কোন আপেলের পুষ্টিগুণ বেশি? বাজারে সবুজ আপেলের তুলনায় বেশি দেখতে পাওয়া যায় লাল আপেল। কারণ লাল আপেল স্বাদে সামান্য মিষ্টি, আর সবুজ আপেল কিছুটা টক স্বাদের হয়। আসুন, এবার জেনে নেওয়া যাক লাল ও সবুজ আপেলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে।

১. লাল আপেলে কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে। পাশাপাশি এই আপেলে ফাইবার কম থাকে। অন্যদিকে সবুজ আপেলে কার্বোহাইড্রেট কম, ফাইবার বেশি। তাই যাঁরা একটু কম ক্যালরির আপেল খেতে চান, তাঁদের জন্য সবুজ আপেল ভালো।

২. লাল আপেলের তুলনায় সবুজ আপেলে ভিটামিন এ প্রায় দ্বিগুণ থাকে। ভিটামিন এ আমাদের চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভিটামিন এ ছাড়া লাল আপেল আর সবুজ আপেলের পুষ্টিগুণ প্রায় কাছাকাছি।

৩. লাল আপেলে সবুজ আপেলের তুলনায় বেশি পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার কোষের স্বাস্থ্য এবং হৃৎপিণ্ড ভালো রাখে। তাই একটু বেশি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পেতে চাইলে লাল আপেলকেই বেছে নিন।

চিকেন ইয়াখনি পোলাও

চমৎকার স্বাদের খাবার চিকেন ইয়াখনি পোলাও।

উপকরণ: ২০০ গ্রাম গোবিন্দভোগ চাল, ২০০ গ্রাম চিকেন, ১টা পাতিলেবুর রস, এক চিমটে কেশর, ৩০ গ্রাম আদা-রসুন বাটা, ১৫০ গ্রাম পেঁয়াজ, ২টা স্টার আনিজ, ২টা তেজপাতা, ৫০ গ্রাম ঘি, ২টা ছোট এলাচ, ২টা বড় এলাচ, ৪-৫টা লবঙ্গ, ২টা দারুচিনির কাঠি, ১ চা চামচ মৌরি, ১ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, ২-৩ চামচ ফ্রেশ ক্রিম, ২-৩ চামচ সাদা তেল, এক মুঠো ধনেপাতা ও পুদিনাপাতা, ১ চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ চামচ জিরে গুঁড়ো এবং স্বাদমতো লবণ।

পদ্ধতি: একটি সসপ্যানে পানি গরম বসান। সুতির কাপড়ে সব গরম মশলাগুলো বেঁধে নিন। গরম পানিতে স্বাদমতো লবণ ও মশলার পুঁটুলি দিয়ে দিন। এবার এতে চিকেনটা দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। চিকেন সেদ্ধ হয়ে গেলে স্টকটা সংগ্রহ করে রাখুন। এটি অন্য রান্নাতেও ব্যবহার করতে পারেন। পাশাপাশি কিছুটা পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা বানিয়ে রাখুন।

অন্য একটি সসপ্যানে অল্প তেল গরম করুন। এতে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজতে থাকুন। পেঁয়াজ অর্ধেক ভাজা হয়ে এলে এবার এতে আস্ত জিরে ফোড়ন দিন। পাশাপাশি আদা-রসুন বাটা, লবণ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো ও গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। ২ মিনিট পর্যন্ত মিশ্রণটা ভালো করে ভেজে নিন। এবার এতে মৌরি ও চিকেনটা মিশিয়ে দিন। চিকেনটা ভালো করে কষতে থাকুন। ৩-৪ মিনিট পর এতে গরম পানি ঢেলে দিন।

এবার মিশ্রণে চালটা ঢেলে দিন। চালটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ঢাকনা দিয়ে রান্না করুন। ভাত সেদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বারিয়ে রেখে মিশ্রণটি ৫ মিনিট নাড়তে থাকুন। এরপর ওপর দিয়ে বেরেস্তা, ঘি, ধনেপাতা ও পুদিনাপাতা ছড়িয়ে দিন।

লাউ চিংড়ি

লাউ অনেকেই খুব পছন্দ করে থাকেন। লাউ দিয়ে রান্না করা যে কোনো কিছু তাদের পছন্দ।

উপকরণ : লাউ ছোট ছোট টুকরো করা অর্ধেক, চিংড়ি মাছ ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ১ টেবিল-চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া অর্ধেক চা-চামচ, জিরা গুঁড়া, ১ চা-চামচ, কাঁচামরিচ আস্ত ৪/৫টি, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল-চামচ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ,লবণ স্বাদ অনুযায়ী, তেল পরিমাণমত।

প্রণালী : লাউ ধুয়ে টুকরো করে নিন। চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। একটি ফ্রাইপ্যান বা কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে লাউ ছাড়া সব উপকরণ একসঙ্গে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এরপর ভুনা চিংড়িগুলো একটি বাটিতে তুলে রাখুন। তারপর ওই মসলায় লাউ দিয়ে আবার কষিয়ে ঢেকে রান্না করুন। লাউ সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে ভুনা চিংড়ি, জিরা গুঁড়া, ধনেপাতা কুচি ও কাঁচামরিচ দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে দিন। লাউ মাখা মাখা করে নামিয়ে পরিবেশন করুন লাউ চিংড়ি তরকারি।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিকেন কিমা পোলাও

চিকেন কিমা পোলাও। বাড়িতে পরিবারের জন্য এবং অতিথিরা এলে তাদের জন্য রান্না করে একেবারে অবাক করে দিন সকলকে।

উপকরণ: ৩০০ গ্রাম চিকেন কিমা, ৩ কাপ বাসমতি চাল, ৫ টি মাঝারি মাপের পেঁয়াজ, ১চা চামচ রসুন বাটা, ১চা চামচ আদা বাটা, ১চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১চা চামচ জিরে গুঁড়ো, ১চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, ১ টি টমেটো, ২ টেবিল চামচ টকদই, ২চা চামচ চিনি, স্বাদ মত নুন, ৪টেবিল চামচ ঘি, ২টি তেজপাতা, ৬ টি ছোট এলাচ, ৬ টি লবঙ্গ, ১/২ চা চামচ শাজিরে, ২টি দারচিনি, ১/২ চা চামচ জয়িত্রি ফুল
১/২কাপ, মটরশুঁটি ৮টি, পুদিনা পাতা, ১ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি,পরিমাণ মত সাদা তেল

পদ্ধতি: এলাচ, লবঙ্গ,জয়িত্রি, দারুচিনি ও শা-জিরে শুকনো তাওয়া তে ভেজে গুঁড়ো করে রাখুন। চাল ধুয়ে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে জল ঝরিয়ে রেখে দেবেন। কিমা বানানোর জন্য-কড়াইয়ে পরিমান মত সাদা তেল গরম করে তাতে ৩ টে পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়ে ভাজুন। পেঁয়াজ সোনালী রঙের হলে ওর মধ্যে আদা রসুন বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। কাঁচা গন্ধ চলে গেলে এবার ওতে জিরে গুঁড়ো,ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে টমেটো কুচি দিয়ে নেড়ে মাংস ঢেলে দিয়ে একটু নেড়ে নেবেন। যখন তেল ছাড়বে তখন টকদই ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে আরো একটু কষিয়ে ১কাপ গরম জল দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। একটা ননস্টিক পাত্রে ঘি গরম করে তাতে তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে ২ টো পাতলা করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে সোনালী করে ভাজুন। ওর সাথে চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিতে হবে। এবার ওর মধ্যে জল ঝরানো চাল দিয়ে ভাজুন। চাল ঝর ঝরে মতো হলে ওর মধ্যে ভেজে গুঁড়ো করে রাখা মশলা, পুদিনা পাতা, ধনেপাতা কুচি, চিনি ও স্বাদ মতন লবণ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন ও ৬কাপ জল ঢালুন। ভাত ফুটে উঠলে ঢাকা দিয়ে মাঝারি আঁচে ১০ মিনিট মতো রান্না করুন। ১০ মিনিট পরে ঢাকনা খুলে ওর মধ্যে মটর শুঁটি ও রান্না করা চিকেন কিমা দিয়ে গ্যাস একদম কম আঁচে দিয়ে ঢাকা দিয়ে ৮-১০ মিনিট রেখে দেবেন।

লাউ দিয়ে শিং মাছ

উপকরণ:শিং মাছ ৪ টা,লাউ পরিমানমত,আদা রসুন বাটা ১/২ চা চামচ,পিঁয়াজ বাটা ১/২ কাপ,হলুদ গুঁড়া ১/৪ চা চামচ,মরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, ধনে-জিরা গুঁড়া ১/২ চা চামচ,লবণ স্বাদ মত,তেল পরিমান মত,জিরা ভাজা গুঁড়া (ইচ্ছা),পিঁয়াজ বেরেস্তা (ইচ্ছা)

প্রণালী: প্যানে তেল গরম পিঁয়াজ বাটা, আদা-রসুন বাটা দিয়ে কসাতে হবে। এরপর হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে জিরা গুঁড়া, লবণ আর একটু পানি দিয়ে আরও একটু কসিয়ে মাছগুলো দিয়ে দিতে হবে।মাছগুলো কিছুক্ষণ রান্না করে একটি বাটিতে আলাদা করে তুলে রাখতে হবে। এবার ওই ঝোলে লাউগুলো দিয়ে ভালো মত কষিয়ে প্রয়োজন মত পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। রান্না হয়ে আসলে মাছগুলো দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে পিঁয়াজ বেরেস্তা আর ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

উন্নয়ন না ডলার পাচারের আয়োজন?

২০ পৃষ্ঠার পর

ডলার পাচারের বড় খাত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, আরও বিশেষভাবে বললে ক্যাপাসিটি চার্জ এবং সবুজ বিদ্যুৎ না থাকা। সাশ্রয়ে জ্বালানি সরবরাহের পরও দেশি কোম্পানিকে ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হয় ডলারে, কী অনুর্বর উন্নয়ন চিন্তা! দেশে লাভ কমলেও বিদ্যুৎ খাতের দুই শীর্ষ কোম্পানি সিঙ্গাপুরে শীর্ষ ধনী হয়ে উঠেছে। ১৪ বছরে ৯০ হাজার কোটি টাকা ডলারে গচ্চা গেছে ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে। গত ১২ বছরে পিডিবি লোকসান গুনেছে প্রায় ১ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা। বিপরীতে চলমান ও আগামী দুই অর্থবছরে পিডিবি লোকসান গুনবে প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত ১২ বছরে বিদ্যুৎ খাতে সরকার মোট যা লোকসান করেছে, শুধু আগামী ২ বছরেই তার চেয়ে বেশি লোকসান করবে। এসব পেমেন্টের উল্লেখ্যযোগ্য ডলারে যাবে। বিদ্যুতের মাস্টারপ্ল্যান পিএসএমপি-২০১৬ মতে, ২০২১ সালের মধ্যে নন নিউক্লিয়ার নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ মোট সক্ষমতার অন্তত ১০ শতাংশ হওয়ার কথা ছিল, আমাদের আছে মাত্র সাড়ে ৪ শতাংশ।

আজকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ থাকলে প্রাথমিক জ্বালানি আমদানির চাহিদা কমে আসত, এভাবে আমদানিতে ডলার গচ্চা যেত না এবং ডলার বকেয়া (বর্ধিত সুদ) এত বড় হতো না!

সব মিলিয়ে উন্নয়ন দর্শনে মোটাদাগের ভুল আছে সরকারের! ডলার বাঁচাতে গিয়েই গচ্চা দেওয়া হচ্ছে আরও বেশি ডলার। ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব টেকসই উন্নয়নবিষয়ক লেখক। গ্রন্থকার: চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ; বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর; অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের অভাবিত কথামালা; বাংলাদেশের পানি, পরিবেশ ও বর্জ্য। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের উপর যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া ভিসাসহ অন্যান্য নিষেধাজ্ঞাকে বৃহৎ অর্থে গণতান্ত্রিক নিষেধাজ্ঞা (উবসড়পৎধঃরপ ঝধহপঃরড়হং) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ এটাকে বলছে ‘রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা্ব (চড়ষরঃরপধষ ঝধহপঃরড়হং)।

ক্রিস্টিয়ান ভন সয়েস্ট এবং মাইকেল ওয়াহম্যান তাদের লজিস্টিক রিগ্রেশনভিত্তিক গবেষণা প্রবন্ধ ‘‘নট অল ডিক্টেটরস আর ইক্যুয়াল: ক্যুস, ফ্রডুলেন্ট ইলেকশনস, অ্যান্ড দ্য সিলেক্টিভ টার্গেটিং অব ডেমোক্র্যাটিক স্যাংশনস্ব বিশ্লেষণ করে মোটা দাগে তিনটি সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন।

১। যদি অন্য কোনো রাষ্ট্রের সরকার হঠাৎ করে ক্যু এর শিকার হয়, তখন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মত প্রভাবশালী রাষ্ট্র এবং পশ্চিমা মিত্র জোট নিষেধাজ্ঞা আরোপে আগ্রহী হয়। এটা অবশ্য নির্ধারিত হয় নিষেধাজ্ঞা আরোপে আন্তর্জাতিক চাপ কতোচা জোরালো। নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে ভূরাজনীতিই একমাত্র নিয়ামক, এরকম সনাতনী চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে না। তবে বিতর্কিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনতা এবং ভেঙ্গে পড়া আর্থিক অবস্থার কারণে নড়বড়ে এবং অস্থিতিশীল সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা বেশি জোরালো হয়।

২। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্ব ব্যবস্থায় কর্তৃত্ববাদী অনাচারী সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আন্তর্জাতিক চাপ সাধারণভাবেই এখন অনেক বেশি। তবে এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো অর্থনৈতিক জোট নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে গণতন্ত্রে সংস্কারের আনার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনায় নেয় এবং সেক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য আনার দিকে মনোযোগ থাকে। আবার, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে কোনো কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র যদি পশ্চিমাদের সঙ্গে একই বলয়ে অবস্থান করে বা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে থাকে তাহলে নিষেধাজ্ঞার রাজনীতি সেই রাষ্ট্রের জন্য আর প্রযোজ্য হয় না।

৩। গণতান্ত্রিক নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেয়া রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক এবং আর্থিক স্বার্থের হিসেব-নিকেষকে বিবেচনায় নেয়

এখন প্রশ্ন হলো গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলো বাংলাদেশের জন্য কীভাবে প্রাসঙ্গিক?

প্রথম সিদ্ধান্তটি বিবেচনা করলে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অভিবাসীদের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে খুব বেশী নয়, যদিও গত দুই দশকে এই সংখ্যা ২৬৩% বেড়েছে। পিউ রিসার্চের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত অভিবাসী নাগরিকের বা বাংলাদেশী অ্যামেরিকানদের সংখ্যা ছিলো ২০ হাজার ৮০০, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার মাত্র .০৬৮%।

এদের প্রায় অর্ধেকেরই বসবাস শুধু নিউ ইয়র্কে। আবার, বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত অভিবাসী নাগরিকদের একটা বড় অংশ (১৯%) দারির্দ্ সীমার মধ্যে বসবাস করছে। সংখ্যাটি জাতীয় পর্যায়ের দারিদ্র সীমায় জীবন যাপন করা নাগরিকদের চাইতে ৬% বেশি। ইংরেজিতে দক্ষ জনসংখ্যাও বাংলাদেশী অ্যামেরিকানদের (৫৫%) মধ্যে কম, এবং অন্য এশিয়ান অভিবাসীদের (৭২%) তুলনাতেও পিছিয়ে। পরিবার পিছু আয়ের ক্ষেত্রেও একই রকম। যেখানে অন্যান্য এশিয়ান অ্যামেরিকানদের গড় আয় ৮৫ হাজার ৮০০ ডলার, সেখানে বাংলাদেশি অ্যামেরিকানদের আয় ৫৯ হাজার ৫০০ ডলার। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশি অ্যামেরিকানরা সেভাবে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বলয় তৈরি করতে এখনো সক্ষম হয়নি। তাই বাংলাদেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে সরকারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিবেচনায় খুব বেশি খেসারত দিতে হয় না। তবে স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিউ ইয়র্ক এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

অন্যদিকে, সরকারি হিসেব অনুযায়ী, ৮২ জন সচিবের মধ্যে শুধু প্রশাসনের ২৯ সচিবের ৪৩ জন সন্তান যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও ভারতে বসবাস করছেন। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই আছে ১৮ সচিবের ২৫জন সন্তান। এই হিসেব তো আরো বড় হবে যদি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, প্রভাবশালী মন্ত্রী, সাংসদ, রাজনীতিবিদদের সন্তানদের সংখ্যাটা যদি জানা যেত। এ সবকিছুর মানে হলো, বা পশ্চিমাদের ভিসা বা অন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের জন্য বরং অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এতে আমাদের জবরদস্তিমূলক বা আপত্তিমূলক কূটনীতির কাছে নতি স্বীকারের সম্ভাবনাটাও অনেক জোরালো।

আবার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের দিকে যদি চোখ ফেরাই তাহলে একটা ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ আর তা হলো জাতীয় স্বার্থ নির্ধারণ বা এর গতিবিধি ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা দ্বারা মোটা দাগে প্রভাবিত হয়। তাই যেমনটা যুক্তরাষ্ট্র ২০২২ সালে প্রকাশিত ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি নামের দলিলটিতে নিশ্চিত করেছে যে, তারা বাছবিচারহীনভাবে গণতান্ত্রিক সংস্কারে যাবেনা।

এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘‘আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) বিশ্বাস করিনা যে, আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দুনিয়ার সব সরকার, সমাজকে আমাদের মত আদলে পুনর্নির্মাণ করতে হবে্ব সেজন্যই বোধয় তাদের জাতীয় স্বার্থের জন্য কর্তৃত্ববাদী সৌদি আরবের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গণতান্ত্রিক সংস্কার তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। এমনকি থমাস ক্যারোথার্স ও বেনজামিন প্রেস অব দি কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস গত বছর ২০05 সালের পর থেকে গণতন্ত্রে পিছিয়ে থাকা রাষ্ট্র হিসেবে মিশর, জর্জিয়া, হাঙ্গেরি, ভারত, ফিলিপাইন, পোল্যান্ড, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, এবং টার্কিসহ ২৭টি রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করেছে। কিন্ত তাদের ক্ষেত্রে নিশ্চুপ। কেননা, ভারত, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, তানজানিয়াকে প্রয়োজন চীনকে ঠেকাতে, পোল্যান্ডকে রাশিয়ার আগ্রাসন থামাতে, টার্কিকে দরকার সুইডেনের প্রতি সমর্থনের জন্য যেন তারা ন্যাটোর সদস্য হতে পারে। তবে বাংলাদেশ ক্ষেত্রে বাস্তবটা উল্টো। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধকে ঘিরে বিশ্বরাজনীতির চীন-রাশিয়া-ভারত বনাম পশ্চিমা রাষ্ট্র মেরুকরণ এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতের চিরশত্রু চীনবিরোধী অবস্থান, রোহিঙ্গা সংকট, বাংলাদেশে রাশিয়া এবং ভারতের সহযোগিতায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোকে এক নতুন জটিল বাস্তবতায় ঠেলে দিয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে চীন এবং রাশিয়ার ক্ষমতাসীন সরকারকে পক্ষে অবস্থান আমাদের পশ্চিমাদের কাছে সন্দেহজনক রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। সবকিছু ছাপিয়ে তো রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বে ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি (আইপিএস) এবং চীনের প্রভাববলয় বিস্তৃতির বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ। আর আমরা চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে আমাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করলেও আইপিএস নিয়ে আমরা কোন স্পষ্টতা প্রকাশ করতে পারিনি, যা পশ্চিমা স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সবকিছু মিলিয়ে আমরা এখন বিশ্বরাজনীতির নতুন যে বাস্তবতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বনাম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র, সেই বাস্তবতায় আমরা আমাদের রাষ্ট্রের বর্তমান বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় পরের দলেই পড়ে যাই। তাই গণতান্ত্রিক নিষেধাজ্ঞা আমাদের জন্য কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আমাদের রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পের মূল বাজার ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র। তার উপর নির্ভর করছে রেমিটেন্সের বড় উৎস। এ সব কিছু বিবেচনা করলে তাদের উপর আমাদের নির্ভরতা কম নয়। আমরা অনেক ঝুঁকিতে আছি। সেজন্যই ইউরোপিয়ান সংসদে আমাদের বিরদ্ধে নিষেধাজ্ঞার সতর্কতা দেওয়া হয় মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিও কোনো সুসংবাদ দিতে পারছে না। মুদ্রাস্ফীতির লাগামও টেনে ধরা যাচ্ছে না। জনরোষের প্রেক্ষাপট উপস্থিত।

শেষ কথা: বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যে বিতর্ক এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিকাশ আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন জটিলতা পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটা মওকা এনে দিয়েছে বাংলাদেশের উপর গণতান্ত্রিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তাদের জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করা।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- ☑ TAX FILING
- ☑ NOTARY PUBLIC
- ☑ IMMIGRATION
- ☑ TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

নিষেধাজ্ঞায় কি কাজ হয়?

১৮ পৃষ্ঠার পর

ভেলেকে জানান তিনি। ঐসব দেশ নিষেধাজ্ঞাকে আমলে নিচ্ছে না বলেও মনে করছেন অধ্যাপক রানা।

বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞার সাফল্য এখন পর্যন্ত সীমিত বলে গত জুনে লেখা এক প্রবন্ধেলিখেছিলেন আটলান্টিক কাউন্সিলের সাউথ এশিয়া সেন্টারের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো আলী রীয়াজও।

এদিকে বাংলাদেশের জন্য ভিসা নীতি ঘোষণার আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের ব্যাব এবং তার সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। ঐ পদক্ষেপের পর ক্রসফায়ারের সংখ্যা কমে গিয়েছিল।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফজলুল হালিম রানা বলেন, ব্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা আসার পর সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছিল। ''কিন্তু যখন বুঝতে পেরেছে এটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং তুলে নেওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, তখন আর বাংলাদেশ ঐদিকে তাকিয়ে নেই। বরং তারা ধরেই নিচ্ছে আরও নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে, এবং সেটাই হয়েছে- ব্যাবের নিষেধাজ্ঞার পর ভিসা নিষেধাজ্ঞা এসেছে্ বলেন তিনি।

একটি দেশের উপর চাপ দিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও উন্নয়ন সহায়তা কমানো ও বাণিজ্য সুবিধা প্রত্যাহারের মতো ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। ইইউর নেয়া এসব পদক্ষেপ কার্যকর ভূমিকা রাখে বলে ২০১০ সালের এক গবেষণায় দেখিয়েছিলেন স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্লারা পোর্টিলা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব কণ্ঠভোটে গৃহীত হয়েছে। এতে বাংলাদেশের জন্য 'এভরিথিং বাট আর্মস্ব বা ইবিএ সুবিধা অব্যাহত রাখা উচিত কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ইবিএ কর্মসূচির মাধ্যমে অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা বা জিএসপি সুবিধা পায় বাংলাদেশ। সে কারণে ইইউতে শুল্ক ছাড়াই পোশাক রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল তালিকায় যুক্ত হলেও পরের তিন বছর সুবিধাটি থাকবে। তারপর এই সুবিধা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশকে জিএসপি প্লাস পেতে হবে। এ জন্য ইইউর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের দেনদরবার চলছে।

বাংলাদেশি পণ্যের অন্যতম বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানির ৪৮ শতাংশের গন্তব্য ইইউভুক্ত দেশগুলো। ইইউতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ৯৩ শতাংশই তৈরি পোশাক।

পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সিনিয়র সহ-সভাপতি ফজলুল আজিম বলেন, ইবিএ সুবিধা চলে গেলে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে বিরাট ধস নামবে।

বাংলাদেশের খোলা বাজারে ডলারের তীব্র সঙ্কট, দ্রুত গতিতে বাড়ছে বিনিময় হার

১১ পৃষ্ঠার পর

এবং বিক্রিতে ১ টাকা লাভ রেখে ১১২ টাকায় বিক্রি করতে। কেউ ডলার বিক্রি করতে এলে দাম বললেই আর বিক্রি করে না। যদি ১১১ তে কিনতে না পারি তাহলে বিক্রি করবো কীভাবে? এখন আমাদের কাছে ডলার কেউ বিক্রিও করে না, আমরা তাই ব্যবসাও করতে পারছি না।'

একটি বেসরকারি ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা বিভাগের নির্বাহী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের কাছে ডলার বিক্রি করে না। আমরা সরকারি ব্যাংকগুলো থেকে অনেক অনুরোধের পরে কিছু ডলার কিনতে পারি। এদিকে রেমিট্যান্স কিনতে রেট নির্ধারণ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর বাইরে আমরা কিনতে পারি না রেমিট্যান্স। অথচ অন্য কয়েকটি ব্যাংক ১১৫ থেকে ১১৮ টাকায়ও রেমিট্যান্স কিনছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমরা ছোট ব্যাংক তাই আমাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি করতে পারে। কিন্তু বড় ব্যাংকগুলোকে ছাড় দেয়। যার ফলে আমরা এলসিও খুলতে পারি না। আমাদের ব্যাংকের গ্রাহকও বাড়ছে না।'

কিছু ব্যাংক অতিরিক্ত দামে ডলার বিক্রি করছে কি না জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক ঢাকা টাইমসকে জানান, 'আমাদের কাছে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। কোনো অভিযোগ আসলে আমরা তদন্ত করে দেখবো। এর আগেও এমন অভিযোগে দশটি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানকে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকি।'- সুত্র ঢাকা টাইমস

'কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ'

২০ পৃষ্ঠার পর

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলো এবং সব ধর্মের মানুষেরই বৈধ অধিকার দেওয়া হলো ভারতের মাটিতে বসবাসের। সব ধর্মের মানুষই তাঁর ন্যায্য অধিকার ভোগ করে আসছিল, কিন্তু ২০১৪ সালের পর থেকে পাল্টে গেল দৃশ্যপট। বিভিন্ন ধরনের অবদমনের শিকার হলো সংখ্যালঘুরা। নাগরিকত্ব আইন, কাশ্মীরের বিশেষ স্ট্যাটাস রদ ইত্যাদি সীমাহীন অসহায়ত্ব সৃষ্টি করে সংখ্যালঘুদের মধ্যে। এরই প্রেক্ষাপটে নতুন প্রজন্মের কবি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় কবি, বেবী সাউ রচনা করেন 'আমাকে কাশ্মীর ভেবে।' সংখ্যাগরিষ্ঠের ঘরে জন্ম নেওয়া এই নারী সংখ্যালঘুর অসহায়ত্ব ও কষ্ট অনুভব করতে সক্ষম হন।

তারই প্রকাশ ঘটে এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতার ছত্রে ছত্রে। পাঠকেরও মন ভরে যায় এক অচেনা বিষাদে। কবিতা পাঠককে নিয়ে যায় ইতিহাসের কাছে, দাঁড় করার সময়ের কাঠগড়ায়। বেবী সাউ যখন উচ্চারণ করেন: 'এ দেশ আমার নয়! এ দেশে অন্ধের চোখে জল/ ...আজ যেখানে যাও,/ রক্তাক্ত জরায়ু নিয়ে পড়ে আছে ভারত আমার।' তখন আমাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। 'দেশ' কবিতায় তিনি বলছেন, 'আমাকে কাশ্মীর বলে ছিঁড়ে খেলে, তুমিও ভারতড্/ আমার আশ্রয়দাতা, আমার পুরুষ...।' 'শহিদ' কবিতায় তিনি ভারতের কাছে মিনতি করছেন, মৃতদেহ প্রাণহীন বলে তাকে নষ্ট না করতে, অনুরোধ করছেন তাঁকে ভালোবাসা দিতে। কবিতার ভাষায় তিনি যখন বলেন 'তুমি তাঁকে ভালোবাসা দিয়ো'ড়তখন আমাদের মন ছুঁয়ে যায়। পাশাপাশি, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিজ ভূমি থেকে বিতাড়নের গল্প কবিতার যে শরীর নির্মাণ করে, তা-ও আমাদের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি করে।

ড. এন এন তরুণ ইউনিভার্সিটি অফ বাথ, ইংল্যান্ড। সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction,
Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products,
Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion,
H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All
Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation,
Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS

FROM JUNE TO SEPTEMBER

KT KHAN'S TUTORIAL

ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8

NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS

TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY

LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!

FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES

SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)

ENROLLING AT: 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS

TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMPS & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES

SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023

4,000 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!

SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS

2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER

TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM

NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!

FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS

FEATURED IN:

WSJ BBC SPECTRUM NEWS1 PBS NEWSHOUR

CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

যেকোন মূল্যেই ডলার কিনবে পাচারকারীরা

১১ পৃষ্ঠার পর

উপস্থিত ছিলেন। এতে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও আর্থিক খাতের চলমান সংকটগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়।

এবিবি চেয়ারম্যান বলেন, হুন্ডি ও বিদেশে টাকা পাঁচার করে তাদের কাছে টাকা কোন বিষয় না। তাদের কাছে সব অবৈধ উপায়ে অর্জিত কালো টাকা। হুন্ডির সাথে ডলারের দর মেলানোর কোন দরকার নেই। কার্ব মার্কেটে বছরে ৩০ থেকে ৪০ মিলিয়ন ডলারের লেনদেন হয়। তাই এটা নিয়ে এত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমাদের সার্বিক অর্থনীতির তুলনায় কার্ব মার্কেটের আকার অনেক ছোট।

তিনি বলেন, অনেক এক্সপোর্ট প্রসিড দেশের বাইরে রয়ে গেছে। পুরোটা এখনো আসেনি। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বাকি এক্সপোর্ট প্রসিড দেশের ফিরিয়ে আনতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে সুদের হার বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সুদের হার বাড়ার ফলে ব্যাংক খাতে তারল্যের চাপ পড়ছে। এটি হওয়া স্বাভাবিক। এই হার ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকবে।

ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মরক্কোর মারাকেশে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বৈঠকে গিয়েছিলেন। সেখানে বিভিন্ন মিটিং সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিয়েছেন গভর্নর। সিআইবি নিয়ে আমাদের একটি সমস্যা চলছে। আশা করছি সেটার সমাধান খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে। রেমিট্যান্সের দর বেঁধে দেওয়া আছে, সেই দামের মধ্যেই সবাই কেনার চেষ্টা করছেন।

বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, মূল্যস্ফীতি কমানোই এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। এটি কমাতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে সম্পর্কে আজকের (গতকালের) বৈঠকে ব্যাংকগুলোকে অবহিত করা হয়েছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে হয়তো অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিছু প্রভাব পড়বে। ইতিমধ্যে আমানতের সুদহার ও ট্রেজারি বিল বন্ডের রেট বাড়ানো হয়েছে। আমরা এই রেটগুলো বাড়িয়ে টাকাকে আরও বেশি এক্সপেনসিভ করতে চাচ্ছি। এর ফলে নতুন ঋণের পরিমাণ কমবে ও মার্কেটে টাকার সরবরাহ কমবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের দায় পরিশোধ করতে প্রতিদিনই বাজারে ডলার ছাড়ছে। মার্কেটকে বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে দেখতে চায় সে বিষয়ে এবিবিকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে এবিবির বিভিন্ন চেয়ারম্যান সিআইবির তথ্য আপডেটের বিষয়ে গভর্নর কে অবহিত করেছেন। এছাড়া নন-পারফর্মিং লোন ও চলমান বৈদেশিক মুদ্রার সংকট নিয়েও এবিবির সঙ্গে আলোচনা হয়।

এবিবি বাংলাদেশ ব্যাংককে জানিয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রেণীকৃত ও নন-পারফর্মিং লোন বেড়েছে। বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে ঋণ আদায়ের প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদী। এসব ক্ষেত্রে কিভাবে সময় কমানো যায় সেবিষয়গুলো আলোচনায় উঠে এসেছে।

মেজবাউল হক বলেন, আমাদের রপ্তানি ও এর প্রবৃদ্ধিও বেড়েছে। একই সময়ে বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় আমাদের এক্সপোর্ট প্রসিড কম আসছে। এর কারণ হিসেবে ডেফার্ড পেমেন্টকে দায়ী করছেন এবিবি। তাই আজকের (গতকাল) বৈঠকে ডেফার্ড পেমেন্ট সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

এছাড়া গতকালের এই বৈঠকে ওভারঅল ব্যালেন্স অব পেমেন্টের বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আলোচনা করেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র বলেন, আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ঘাটতি অনেক কমিয়ে এনেছি। তবে ফাইন্যান্সিয়াল একাউন্টে এখনো কিছু ঘাটতি লক্ষ্য করছি। তাই আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট স্বাভাবিক করা যায়। উন্নত বিশ্বে সুদের হার অনেক বেশি হওয়ায় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা আমাদের জন্য সহজ হচ্ছে না। এরফলে নতুন করে ঋণ বা বিনিয়োগ আনা সম্ভব হয়নি।

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

VISA MasterCard Discover — Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বাংলাদেশে ডলারের দাম বাজারের উপর ছেড়ে দিতে অসুবিধা কোথায়?

১১ পৃষ্ঠার পর

কাছে কোনও তথ্য নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এ ধরণের কোন নির্দেশনাও দেয়া হয়নি।

বিনিময় হার কেন ছাড়া হয় না?

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বরাবরই বলে আসছে যে, তারা ডলারের দাম নির্ধারণ করে না। বরং দেশের ডলারের বিনিময় হার বাজারের উপরই ছাড়া রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, বাংলাদেশ ফরেইন এক্সচেঞ্জ ডিলার অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) এবং ব্যাংকের নির্বাহীদের প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) মিলিতভাবে ডলারের দাম নির্ধারণ করে থাকে।

"বাফেদা কিন্তু বাজারের ডিমান্ড-সাপ্লাই অ্যাসেস করেই দামটা নির্ধারণ করে। বাফেদা তো হঠাৎ করে কোন বেসিক ছাড়া করে না (দাম নির্ধারণ)। সুতরাং এটা বাজারের পার্টিসিপেন্টরাই নির্ধারণ করে," বলেন তিনি।

তবে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের উপর ছাড়া হয়নি। আর এ কারণেই ডলারের একাধিক বিনিময় হার প্রচলিত রয়েছে।

অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন, ডলারের দাম বাজারের উপর ছাড়া নিয়ে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকদের এক ধরণের স্পর্শকাতরতা আছে। তারা মনে করে একবার দাম নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের উপর ছেড়ে দেয়া হলে সেটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ঠিক বলা যায় না। এছাড়া এটা আবার নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে কিনা তা নিয়েও সন্দিহান বাংলাদেশ ব্যাংক।

তিনি বলেন, "একটা মিসট্রাস্ট (অবিশ্বাস) বাজারের উপর আছে। তারা মার্কেটকে পুরোপুরি ছাড়ে নাই কোনও দিনই, আর এখনো ছাড়ছে না।"

যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যে, তারা ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের উপরই ছেড়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে একটা ভয়ের ব্যাপার আছে। কারণ বাংলাদেশে বাজার নিয়ন্ত্রণ বা এর উপর নজরদারি করা সহজ নয়। ফলে ব্যাংক, মানি চেঞ্জার এবং কার্ব মার্কেটে, ডলারের দাম অনেক উপরে উঠে যাবে। এতে করে যাদের দরকার তারা ডলার পাবে না।

তবে এই ভয়কে খুব একটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন না তিনি। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেটা করছে যে, আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে আলাদা বিনিময় হার - সেটার উপর মানুষের আত্মবিশ্বাস নেই। কারণ সেই দামে ডলার পাওয়া যায় না।

বিশেষ করে যারা রেমিটেন্স পাঠায় তারাও দেখছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক একেক সময় একেক কথা বলছে। অনানুষ্ঠানিক ভাবে ব্যাংকগুলোকে বেশি দামে ডলার কেনার মৌখিক অনুমতি দিচ্ছে।

ফলে এই ব্যাংকের উপর তাদেরও আস্থা নেই। এতে করে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের পরিবর্তে হুন্ডির ব্যবহার বাড়ছে।

বর্তমানে যে পরিস্থিতি হয়েছে তা অভূতপূর্ব উল্লেখ করে অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক একদিকে যেমন দাম নির্ধারণের উপর নিয়ন্ত্রণটা রাখতে চাইছে, অন্যদিকে তেমনি নিয়ন্ত্রণের কারণে বাইরে থেকে আসা রেমিটেন্সের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

"যেহেতু এখন সময়টা খারাপ, ইলেকশনের সময় প্রচুর টাকা পাচারও হচ্ছে, তারা সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে ব্যাংকগুলোকে অলিখিতভাবে এটা ফরমাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নয়, এটা ইনফরমাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বলে দেয়া যে তোমরা বেশি দামে কিনতে পারো।"

একে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবেই বরং এই প্রক্রিয়াটা গ্রহণ করা উচিত।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিনিময় হার বাজারের উপর ছেড়ে দিতে হলে টাকাকে যে পরিমাণ আনুষঙ্গিক সহযোগিতা দিতে হবে, নির্বাচনের আগে হয়তো কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেটি দিতে প্রস্তুত নয়।

"পলিটিকাল ইকোনমি, ইলেকশন ইস্যু এগুলো তাদের ব্যবস্থাপনাটাকে জটিল করে ফেলেছে। ফলে একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যাচ্ছে। এটাকে বেশি দিন এভাবে রাখাটা ঠিক হবে না," বলেন মি. মনসুর।

বিনিময় হার উন্মুক্ত করতে হলে যেসব পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে, ঋণের সুদের হারের উপর থেকে ক্যাপ তুলে ফেলা বা সুদ হার নির্ধারণ করে না দেয়া। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি কমে না-আসা পর্যন্ত সুদের এই হার বাড়াতে হবে। একই সাথে বাজারের উপর কঠোর নজরদারিও থাকতে হবে। বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য বাংলাদেশে ব্যাংকের টাকা না ছাপানোর মতো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশে এধরণের কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ হারানোর যে ভয় পাচ্ছে সেটি একেবারে অমূলকও নয় বলেও মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, "এই টাইটেনিংটা দরকার আছে। এই টাইটেনিংটা যদি একসাথে না দিতে পারে তাহলে কিন্তু ডলারের মূল্যটা ধরে রাখাটাও কঠিন হয়ে যাবে। এটাকে একটা সাপোর্ট দিয়েই বাজারের হাতে ছাড়তে হবে।" তিনি বলেন, ডলারের বিনিময় হার বাজারের উপর ছেড়ে দেয়া হলে মূল্যস্ফীতি স্বল্প মেয়াদে বাড়লেও দীর্ঘমেয়াদে তা কমে আসবে।

কারণ বাংলাদেশে নিত্যপণ্যের বাজারে দাম বাড়ার বিষয়টি যতটা না ডলার সংকটের উপর নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি, বাজারের উপর নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণের অভাব, সরবরাহ না থাকা, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের লাগামহীন লাভ করার মানসিকতা, চাঁদাবাজির মতো বিষয়গুলোর উপর।

ছেড়ে দেয়া না হলে কী হবে?

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ডলার বিক্রি বন্ধ করে বাইরে থেকে ডলারের প্রবাহ বাড়াতে হলেও বিনিময় হার নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের উপরেই ছেড়ে দেয়া উচিত বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা।

অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন, বাজারের চাহিদা বেশি থাকার পরও যদি বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের দাম ১১০ টাকায় ধরে রাখে, তাহলে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে ডলার আসাটা কমে যাবে। এতে রিজার্ভের উপর চাপ আরো বাড়বে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ডলারের দাম বাজারের উপর ছেড়ে দেয়া না হলে মূল প্রভাবটিই পড়ে রেমিটেন্সের উপর। নিয়ন্ত্রিত হারের কারণে মানুষ রেমিটেন্স পাঠাতে আগ্রহী হয় না।

এছাড়া দেশীয় এবং বিদেশি বিনিয়োগের উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বলে মনে করেন মি. আহমেদ। তিনি বলেন, বিনিময় হার বাজারের উপর ছাড়া না হলে নতুন বিনিয়োগ যেমন আগ্রহী হয় না, তেমনি যারা এরইমধ্যে বিনিয়োগ করেছেন, তারাও আর মূলধন বাড়াতে চায় না। কারণ ডলারের দামের উপর তাদের আস্থা থাকে না।

"কেন্দ্রীয় ব্যাংক একেক দিন একেক কথা বলে, এইটার (বিনিময় হার) উপর যদি আস্থা না থাকে তাহলে তো এমনিই আসবে না," বলেন তিনি।

এর ফলে হুন্ডির ব্যবহার যেমন লাগাম ছাড়া হবে তেমনি ডলারের প্রবাহও কমে যাবে। একই সাথে বিদেশি বিনিয়োগও যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে রিজার্ভও বাড়বে না। আর রিজার্ভ না বাড়লে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নও ঠেকানো যাবে না। যেসব ব্যবসায়ী নানা ধরণের অতিপ্রয়োজনীয় মেশিনারিজ বা বাইরে থেকে কাঁচামাল আমদানি করে তাদের উপরও এর একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে। কারণ এলসি খোলার সময় তারা পর্যাপ্ত ডলার পায় না।

মি. আহমেদ বলেন, বিনিময় হার নিয়ন্ত্রিত থাকলে সাধারণ ব্যবসায়ীরা ডলার না পেলেও যারা সুবিধাবাদী, যাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, তারা ঠিকই ডলারের ব্যবস্থা করে ফেলে। এতে ব্যবসায়ে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ থাকে না।

সমাধান কোথায়?

মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান মনে করেন, ডলারের বিনিময় হার বাজারের উপর ছেড়ে দেয়াটাই বাংলাদেশে ডলার সংকটের একমাত্র সমাধান নয়। বরং যেসব অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে বাংলাদেশে ডলার বিশেষ করে রেমিটেন্স আসছে সেগুলো বন্ধ করা না গেলে ডলার সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ডলার আসার উপর একটা চাপ অবশ্যই আছে। আর সেটা হচ্ছে হুন্ডি। হুন্ডির কারণেই বিদেশে ডলারে চাহিদা অনেক বেশি বেড়েছে বলে মনে করেন তিনি। "এজন্য একটা অ্যাগ্রেসিভ অ্যাকশন নেয়া যায় কিনা এই জিনিসটাকে পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি দুই-চার জনকে না ধরতে পারেন তাহলে তো এটা চলতেই থাকবে," বলেন তিনি।

তবে একই সাথে ডলারের বিনিময় হার যদি বাজার দরের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় তাহলে সেটা খারাপ হয় না বলে মনে করেন তিনি।

তার মতে, ডলারের দাম নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের উপর ছেড়ে দেয়া হলে ডলার সংকট সমাধানে সেটি সহায়ক হতে পারে। তবে একই সাথে হুন্ডির ব্যবহারও কমিয়ে আনতে হবে।

সূত্র বিবিসি

ডলারের সর্বোচ্চ মজুদের পরও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো স্বস্তিতে নেই

১১ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তাদের ভাষ্য হলো নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে ডলার ধারণ বাড়লেও ব্যাংকগুলোর বিদ্যমান দায়ের তুলনায় তা অনেক কম। এর মধ্যেই রেমিট্যান্স প্রবাহও কমছে আশঙ্কাজনক হারে। রফতানি আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশও দেশে আসছে না। বিনিময় হারে চলমান অস্থিরতার কারণে আন্তঃব্যাংক ডলারের বাজারও পুরোপুরি বন্ধ। বিদেশী বিনিয়োগ ও ঋণের প্রবাহ এখন নিম্নমুখী। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ক্ষয়ও ক্রমাগত বাড়ছে। এসবের সম্মিলিত প্রভাবে ডলারের সংকট থেকে বেরোতে পারছে না বাংলাদেশ।

মূলত আমদানির এলসি দায় ও বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকগুলো বিদেশী হিসাব বা নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে ডলার সংরক্ষণ করে থাকে। এসব অ্যাকাউন্টে ডলারের স্থিতি এখন রেকর্ড সর্বোচ্চে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে উঠে এসেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের আগে ব্যাংকগুলোর নস্ট্রো অ্যাকাউন্টের স্থিতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল ২০২১ সালের জুলাইয়ে। সে সময় এর পরিমাণ উঠে দাঁড়িয়েছিল ৬০০ কোটি ৭৩ লাখ ডলারে, যা চলতি বছরের সেপ্টেম্বর শেষে দাঁড়িয়েছে ৬১৭ কোটি ৪০ লাখ ডলারে। গত বছরের সেপ্টেম্বর শেষে এর পরিমাণ ছিল ৪৯০ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এর আগে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে এটি ছিল ৫৮৪ কোটি ৩৮ লাখ ডলার। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ব্যাংকগুলোর বিদেশী হিসাবের ডলারের স্থিতি ছিল ৫১৩ কোটি ৫৫ লাখ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক বলেন, 'ব্যাংকগুলোর বিদেশী হিসাবে যে পরিমাণ ডলার আছে, দায় তার চেয়ে বেশি। দেশের অনেক ব্যাংকের নিট ওপেন পজিশন (এনওপি) এখনো নেতিবাচক। কিছু ব্যাংক নিজেদের সক্ষমতার বাইরে গিয়ে আমদানির এলসি খুলেছিল। সেসব এলসি দায় পরিশোধ করতে গিয়েই ডলার সংকটে পড়েছে। দায় পরিশোধের জন্য এসব ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বারস্থ হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সম্মান রক্ষার্থে ব্যাংকগুলোকে ডলার সহায়তা দিয়েছে। এ কারণেই রিজার্ভ কমে এসেছে।'

ডলার সংকট কমাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরু থেকেই আমদানির লাগাম টেনে ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক। এজন্য এলসি খোলার শর্ত কঠোর করা হয়। ব্যাংকগুলোও ডলার সংকটের কারণে নিজেদের এলসি খোলা কমিয়ে দেয়। অর্থবছর শেষে আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায় প্রায় ১৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেও (জুলাই-আগস্ট) আমদানি কমেছে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ দশমিক ৪৭ শতাংশ। ডলার সংকটের কারণে ব্যাংকগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির এলসিও খুলতে পারছে না। আবার দেশের অনেক ব্যাংক এখনো নির্দিষ্ট সময়ে এলসি দায় পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমদানি কমিয়ে ডলার সংকট কাটানোর চেষ্টা কাজে আসেনি। বরং রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের বড় বিপর্যয় এটিকে আরো উস্কে দিয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৩ দশমিক ৩৪ শতাংশ কমেছে। সর্বশেষ সেপ্টেম্বরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে মাত্র ১৩৪ কোটি ডলার, যা গত ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। রেমিট্যান্সের পতনের কারণ হিসেবে ডলারের বিনিময় হার নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর অবস্থানকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা।

দেশের ব্যাংকগুলোয় ডলার সংকটের তীব্রতা বোঝাতে গিয়ে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক সভাপতি আনিস এ খান বলেন, 'একটি বিদ্যুৎ কোম্পানির জ্বালানি তেল আমদানির ১০ লাখ ডলারের এলসি খুলতে পাঁচটি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু তাদের সবাই এলসি খুলতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকে ডলার সংকটের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেজারিপ্রধানদের শাস্তি দেয়ার আতঙ্কের কথা বলেছেন। অত্যাবশ্যকীয় ১০ লাখ ডলারের এলসিও যদি খোলা না যায়, তাহলে এ ব্যাংক খাত নিয়ে বলার কী আছে?'

আনিস এ খান বলেন, 'দেশের রিজার্ভ যখন ৫-৭ বিলিয়ন ডলার ছিল, তখন আমি ব্যাংকের এমডি ছিলাম। ওই সময় ৫-১০ মিলিয়ন ডলারের এলসি খুলতে ভয় পাইনি। কিন্তু এখন কেন আতঙ্ক তৈরি হলো, বুঝতে পারছি না। এলসি খুলতে না পারলে দেশের অর্থনীতির চাকা কীভাবে ঘুরবে। এ সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে অবশ্যই ডলারের বিনিময় হার বাজার পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দিতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব এটি করতে হবে। না হলে রেমিট্যান্সের বাজার আরো বেশি হুন্ডিতে ঝুঁকবে।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়ার শুরু গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে। ওই সময় আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ডলারের সর্বোচ্চ দর বেঁধে দেয়া হয়। একই সঙ্গে ব্যাংকগুলোয় বিশেষ পরিদর্শন চালায় বাংলাদেশ ব্যাংক। বেশি দামে ডলার বেচাকেনায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে সে সময় দেশী-বিদেশী ছয়টি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানকে অপসারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ওই সময় রেমিট্যান্স এক ধাক্কায় ৫০ কোটি ডলার কমে গিয়েছিল। ২০২২ সালের আগস্টে ২০৩ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে এলেও সেপ্টেম্বরে তা ১৫৩ কোটি ডলারে নেমে আসে। এরপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখনই ডলারের বিনিময় হার নিয়ে কঠোর হয়েছে, তখনই বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহে বিপর্যয় দেখা গেছে।

বেশি দামে ডলার বেচাকেনা ঠেকাতে গত মাসেও দেশের ব্যাংকগুলোয় বিশেষ পরিদর্শন চালিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এরই মধ্যে ১০টি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানকে জরিমানা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ বিশেষ অভিযানের মধ্যেই রেমিট্যান্স প্রবাহে বিপর্যয় নেমে আসে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংকগুলোকে যেকোনো মূল্যে রেমিট্যান্স আনার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশের অন্তত ২৫টি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ফোন করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

ব্যাংক খাতে গতকাল প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। যদিও খুচরা বাজারে (কার্ব মার্কেট) প্রতি ডলার ১১৮-১১৯ টাকায় লেনদেন হয়েছে। ব্যাংকের তুলনায় খুচরা বাজারে বেশি দাম পাওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা হুন্ডির মাধ্যমে বেশি রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। দেশের একাধিক ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী বণিক বার্তাকে বলেছেন, 'ডলারের বাজার স্থিতিশীল করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভুল নীতিতে চলছে। এর আগে ঘোষিত দরের চেয়ে বেশি মূল্যে রেমিট্যান্স আনায় শাস্তি দেয়া হয়েছে। এখন যেকোনো মূল্যে রেমিট্যান্স আনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেই ফোন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরস্পরবিরোধী নীতিতে আমরা বিভ্রান্ত।'

দেশে যে পরিমাণ ডলার ঢুকছে, তার চেয়ে বেশি এখন বেরিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে দেশের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট বা আর্থিক হিসাব নেতিবাচক ধারায় চলে গেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টের ঘাটতি ছিল ২ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেই (জুলাই-আগস্ট) ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টের ঘাটতি ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণে ডলারের সংকট শিগগির কমে আসার সম্ভাবনা নেই বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে দেশের বিদেশী ঋণ বাড়লেও গত এক বছরে বেসরকারি খাতের স্বল্পমেয়াদি ঋণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। ২০২২ সালের জুন শেষে স্বল্পমেয়াদি বিদেশী ঋণের পরিমাণ ছিল ১৬ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার। চলতি বছরের আগস্টে তা ১২ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। রিজার্ভের অব্যাহত ক্ষয় ও ডলার সংকটের কারণে বিদেশী অনেক ব্যাংক বাংলাদেশের বেসরকারি খাত থেকে নিজেদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের (বিপিএম৬) ভিত্তিতে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ২১ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ডলার। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবে দেশের নিট রিজার্ভ এখন ১৭ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। দেশের ব্যাংকগুলোর ঋণপত্রের (এলসি) দায় মেটানোর জন্য দুই বছরের বেশি সময় ধরে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে আসছে বাংলাদেশ ব্যাংক। চলতি অর্থবছরের সাড়ে তিন মাসেই রিজার্ভ থেকে ৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিক্রি করতে হয়েছে। এর আগে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে রেকর্ড ১৩ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার বিক্রির পরিমাণ ছিল ৭ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা জানান, প্রতি মাসে রিজার্ভ থেকে ১ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করতে হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের ঋণ পরিশোধ করতে গিয়েও রিজার্ভের ক্ষয় বাড়ছে। আগামী মাসের (নভেম্বর) প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ১৩০-১৪০ কোটি ডলারের এলসি দায় পরিশোধ করতে হবে। তখন এক ধাক্কায় রিজার্ভের পরিমাণ ১৯ বিলিয়নের ঘরে নেমে আসবে। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। এর ধারাবাহিকতায় দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি আরো খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার গতকাল ব্যাংক নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে ডলার সংকটের পাশাপাশি দেশের ব্যাংক খাতের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে গভর্নর বলেন, 'দেশের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট ইতিবাচক ধারায় আনতে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ভারত থেকে ডলার সহায়তা নেয়ার চেষ্টা চলছে। এসব দেশ থেকে প্রত্যাশিত ঋণ পাওয়া গেলে ডলার সংকট অনেকটাই কেটে যাবে।'

এ সময় সংকট কাটাতে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর জন্য ব্যাংক নির্বাহীদের নির্দেশনা দিয়েছেন গভর্নর। পাশাপাশি অপ্রত্যাবাসিত রফতানি আয় দেশে ফেরানোর তাগিদও দেয়া হয়েছে। গভর্নর বলেছেন, 'ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট ইতিবাচক ধারায় ফিরলে ডলারের বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে।'

বৈঠকে অংশ নেয়া একাধিক ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী বলেছেন, 'গভর্নরের বক্তব্যের সারমর্ম হলো আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে ডলার সংকট কমার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ সময়ের মধ্যে ডলারের বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে না। নির্বাচনের পর ব্যাংক খাতের সংস্কারসহ বেশকিছু কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে গভর্নর আভাস দিয়েছেন।'-হাছান আদনান, বণিক বার্তা

ক্রেডিট কার্ডে বাংলাদেশিদের বেশি খরচ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদন তৈরি করে।

গত সপ্তাহে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। কী ধরনের সেবার জন্য দেশ-বিদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই তথ্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি কোন ধরনের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ক্রেডিট কার্ডে আগস্টে এ দেশের কার্ডধারীরা দেশের মধ্যে খরচ করেছেন ২ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকা আর বিদেশে ৪১৮ কোটি টাকা; অর্থাৎ এ দেশের নাগরিকেরা দেশ-বিদেশ মিলিয়ে আগস্টে ক্রেডিট কার্ডে খরচ করেছেন ২ হাজার ৮৫৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে বিদেশি নাগরিকেরা এ দেশে খরচ করেছেন ২১৮ কোটি টাকা।

কোন দেশে কত খরচ

গত আগস্ট মাসে দেশের বাইরে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেছেন ভারতে, যার পরিমাণ প্রায় ৭৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অর্থ খরচ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে, ৬৮ কোটি টাকার বেশি। তালিকায় পরের দেশগুলো হলো থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। এর বাইরে বিশ্বের আরও কিছু দেশে সব মিলিয়ে খরচ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা।

বিদেশে আগস্টে প্রায় ৪১৮ কোটি টাকা খরচ করা হলেও জুলাই মাসে খরচ ছিল বেশি। এ মাসে বিভিন্ন দেশে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশিরা খরচ করেছেন ৫১২ কোটি টাকা। এই অর্থের প্রায় ৩৪ শতাংশ খরচ করা হয়েছে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে। জুলাইয়ে এ দুই দেশে খরচ হয়েছিল মোট ব□য়ের প্রায় ৩১ শতাংশ। জুলাইয়ে ক্রেডিট কার্ডে খরচের দিক থেকে এর পরের দেশ সৌদি আরব। দেশটিতে ওই মাসে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডে সাড়ে ৫৮ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। ক্রেডিট কার্ড ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যাংকগুলো বলছে, জুলাইয়ে হজ পালন করতে কয়েক লাখ বাংলাদেশি সৌদি আরবে গিয়েছিলেন, তাঁদের একটি বড় অংশ ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন করেছিলেন। তবে আগস্টে সেই লেনদেন কমে ১২ কোটি টাকায় নেমে আসে।

দেশ-বিদেশে কোথায় কত খরচ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত আগস্টে দেশের ভেতর ক্রেডিট কার্ডে সব মিলিয়ে লেনদেন হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকা। জুলাইয়ে যার পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে দেশের ভেতর এক মাসে ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন ৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে।

আগস্টে দেশের ভেতরের লেনদেনের প্রায় অর্ধেকই (৫০ শতাংশ) হয়েছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ১ হাজার ২১৯ কোটি টাকা। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বিভিন্ন ধরনের খুচরা দোকান বা রিটেইল আউটলেটে, যা ক্রেডিট কার্ডে ওই মাসের মোট লেনদেনের প্রায় সাড়ে ১২ শতাংশ। এর বাইরে ছিল পরিষেবা বিল, নগদ উত্তোলন, ফার্মেসি, পোশাকের দোকান, অর্থ স্থানান্তর ও পরিবহন খাতে খরচ।

আগস্টে বাংলাদেশিরা বিদেশে খরচ করেছেন ৪১৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে খরচ করেছেন প্রায় ১১২ কোটি টাকা, বিভিন্ন রিটেইল আউটলেটে সাড়ে ৬৬ কোটি টাকা ফার্মেসিতে খরচ করেছেন ৫৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া পরিবহন বাবদ ৩৬ কোটি, পোশাকের দোকানে প্রায় ৩৫ কোটি ও বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণে ৩৪ কোটি টাকা খরচ করেছেন।

বেসরকারি খাতের দেশীয় মালিকানাধীন দি সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বলেন, বিশ্বজুড়ে ক্রেডিট কার্ডের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় পেট্রলপাম্পে তেল কেনাকাটায়। এরপর নিত্যপণ্যের দোকানে। কিন্তু বাংলাদেশ তেল বেচাকেনায় ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তাই এ দেশে ক্রেডিট কার্ডের বেশি ব্যবহার হয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি ক্রেডিট কার্ডের বেশি ব্যবহার প্রসঙ্গে মাসরুর আরেফিন বলেন, চিকিৎসা ও পর্যটনের জন্য প্রতি মাসে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি ভারতে যান। তাই সেখানে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার বেশি হয়। আর বর্তমানে এ দেশের শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করছেন। আবার কয়েক প্রজন্মের হাত ধরে সেখানে বাড়ছে বাংলাদেশিদের সংখ্যাও। এ জন্য ওই দেশে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

দেশ-বিদেশে কোন কার্ডে কত খরচ

আগস্টে দেশের ভেতরে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডে যত অর্থ খরচ করেছেন, তার প্রায় ৭৩ শতাংশ বা তিন-চতুর্থাংশই খরচ হয়েছে ভিসা কার্ডে। ক্রেডিট কার্ড সেবাদাতা বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান ভিসার কার্ড ব্যবহার করে লেনদেন করা হয়েছে ১ হাজার ৭৭১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে মাস্টার কার্ডে, যার পরিমাণ ৪১৬ কোটি টাকা। আর অ্যামেক্স কার্ডে লেনদেন হয়েছে ২৪৪ কোটি টাকা। ডাইনার্স কার্ডে লেনদেন হয়েছে ৩ কোটি টাকা। দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ভিসা ও মাস্টার কার্ড ইস্যু করে। অ্যামেক্স কার্ড ইস্যু করে একমাত্র দি সিটি ব্যাংক। আর ডাইনার্স কার্ড ইস্যু করে ইস্টার্ণ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত আগস্টে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে বিদেশে যত লেনদেন করেছেন, তার বেশির ভাগই করেছেন ভিসা কার্ডে। এ কার্ড ব্যবহার করে বিদেশে লেনদেন হয়েছে ৩২৪ কোটি টাকা, যা বিদেশে খরচ হওয়া অর্থের ৭৭ শতাংশের বেশি। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে মাস্টার কার্ডে, যার পরিমাণ সাড়ে ৬০ কোটি টাকা। অ্যামেক্স কার্ড ব্যবহার করে খরচ করেছে প্রায় ৩৪ কোটি টাকা; অর্থাৎ বিদেশে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডে যত লেনদেন করেছেন, তার ৯৯ শতাংশই করেছেন ভিসা, মাস্টার ও অ্যামেক্স কার্ডে।

দেশে কত খরচ করেন বিদেশিরা

চাকরি বা ব্যবসার কাজে অনেক বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে আসেন। অনেকে পর্যটক হিসেবেও আসেন। বিভিন্ন সভা-সেমিনার, সাংস্কৃতিক আয়োজনেও এ দেশে বিদেশিদের যাতায়াত থাকে বছরজুড়ে। এসব বিদেশির অনেকে ভ্রমণ, কেনাকাটাসহ নানা প্রয়োজনে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বলছে, এ দেশে ক্রেডিট কার্ডে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নাগরিকেরা। এরপর রয়েছেন ভারত, সিঙ্গাপুর, কানাডা, কলম্বিয়া, জাপান, হংকং, হন্ডুরাস, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকেরা। সব মিলিয়ে তাঁরা গত আগস্টে ২১৮ কোটি টাকা খরচ করেছেন।

বিদেশিদের খরচের বড় অংশই হয়েছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে, যার পরিমাণ প্রায় ৮৭ কোটি টাকা। এরপর ছিল নগদ অর্থ উত্তোলন। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আগস্টে করেছেন পরিবহন খাতে, পরিমাণ প্রায় ৩৬ কোটি টাকা।

ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার নিয়ে মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল বলেন, 'আমাদের তথ্য বলছে, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার কিছুটা কমছে। আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের পথে রয়েছি। এমন এক সময়ে কার্ডের ব্যবহার আরও বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।'

দেশ-বিদেশে কোথায় কত খরচ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত আগস্টে দেশের ভেতর ক্রেডিট কার্ডে সব মিলিয়ে লেনদেন হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকা। জুলাইয়ে যার পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে দেশের ভেতর এক মাসে ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন ৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে। আগস্টে দেশের ভেতরের লেনদেনের প্রায় অর্ধেকই (৫০ শতাংশ) হয়েছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ১ হাজার ২১৯ কোটি টাকা। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বিভিন্ন ধরনের খুচরা দোকান বা রিটেইল আউটলেটে, যা ক্রেডিট কার্ডে ওই মাসের মোট লেনদেনের প্রায় সাড়ে ১২ শতাংশ। এর বাইরে ছিল পরিষেবা বিল, নগদ উত্তোলন, ফার্মেসি, পোশাকের দোকান, অর্থ স্থানান্তর ও পরিবহন খাতে খরচ।

আগস্টে বাংলাদেশিরা বিদেশে খরচ করেছেন ৪১৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে খরচ করেছেন প্রায় ১১২ কোটি টাকা, বিভিন্ন রিটেইল আউটলেটে সাড়ে ৬৬ কোটি টাকা ফার্মেসিতে খরচ করেছেন ৫৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া পরিবহন বাবদ ৩৬ কোটি, পোশাকের দোকানে প্রায় ৩৫ কোটি ও বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণে ৩৪ কোটি টাকা খরচ করেছেন।

বেসরকারি খাতের দেশীয় মালিকানাধীন দি সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বলেন, বিশ্বজুড়ে ক্রেডিট কার্ডের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় পেট্রলপাম্পে তেল কেনাকাটায়। এরপর নিত্যপণ্যের দোকানে। কিন্তু বাংলাদেশ তেল বেচাকেনায় ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তাই এ দেশে ক্রেডিট কার্ডের বেশি ব্যবহার হয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি ক্রেডিট কার্ডের বেশি ব্যবহার প্রসঙ্গে মাসরুর আরেফিন বলেন, চিকিৎসা ও পর্যটনের জন্য প্রতি মাসে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি ভারতে যান। তাই সেখানে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার বেশি হয়। আর বর্তমানে এ দেশের শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করছেন। আবার কয়েক প্রজন্মের হাত ধরে সেখানে বাড়ছে বাংলাদেশিদের সংখ্যাও। এ জন্য ওই দেশে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

দেশ-বিদেশে কোন কার্ডে কত খরচ

আগস্টে দেশের ভেতরে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডে যত অর্থ খরচ করেছেন, তার প্রায় ৭৩ শতাংশ বা তিন-চতুর্থাংশই খরচ হয়েছে ভিসা কার্ডে। ক্রেডিট কার্ড সেবাদাতা বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান ভিসার কার্ড ব্যবহার করে লেনদেন করা হয়েছে ১ হাজার ৭৭১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে মাস্টার কার্ডে, যার পরিমাণ ৪১৬ কোটি টাকা। আর অ্যামেক্স কার্ডে লেনদেন হয়েছে ২৪৪ কোটি টাকা। ডাইনার্স কার্ডে লেনদেন হয়েছে ৩ কোটি টাকা। দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ভিসা ও মাস্টার কার্ড ইস্যু করে। অ্যামেক্স কার্ড ইস্যু করে একমাত্র দি সিটি ব্যাংক। আর ডাইনার্স কার্ড ইস্যু করে ইস্টার্ণ ব্যাংক।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

রপ্তানি আয় দেশে আনছেন না ব্যবসায়ীরা জানালো বাংলাদেশ ব্যাংক

১১ পৃষ্ঠার পর

বাস্তবায়ন হয়নি। আশা করি আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে পুরোপুরি বাস্তবায়ন হবে এবং একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। দেশের ডলার সংকটের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের অনেকেই রপ্তানি মূল্য দেশে আনছেন না। বরং বিদেশি ক্রেতাদের পণ্যমূল্য পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ফলে দেশ থেকে আমদানি মূল্য পরিশোধ বাবদ ডলার চলে গেলেও রপ্তানির বিপরীতে তুলনামূলক ডলার কম আসছে। তৈরি হচ্ছে ঘাটতি। এ বিষয়গুলো আমরা নজরে এনেছি এবং তা সমাধানের চেষ্টা করছি। মুখপাত্র আরও বলেন বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো তথ্য অনুযায়ী গত বছর ৫৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। কিন্তু দেশে এসেছে ৪৬ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এখানে নয় বিলিয়ন ডলারের একটি ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্র বলেন, অত্যাধিক মূল্যে ডলার কেনার জন্য ১০ ব্যাংকের ট্রেজারি কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা মওকুফের বিষয়টি বিবেচনা করবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। আইন অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে। ভবিষ্যতে যদি কোনো ব্যাংক আইনের ব্যত্যয় ঘটায় তাহলে তাদের জরিমানা করা হবে। গণ্ডি বন্ধের জন্য ইতোমধ্যে আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি। ৫০টিরও বেশি অনলাইন সাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এ সমস্ত কার্যক্রম চলমান। বুধবার (১৮ অক্টোবর) বৈঠক শেষে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার বাংলাদেশ এবিবি এর চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হোসাইন বলেন, আজকের বৈঠকে মূলত দুইটি বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে । এর মধ্যে একটি হলো সিআইবি। এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধির কিছু কৌশল আমরা হাতে নিয়েছি। আশা করি দ্রুত বিষয়টি সমাধান হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টি হলো ঋণের সুদ হার। কারণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে আস্তে আস্তে ঋণের সুদ হার বৃদ্ধির কারণে তার অন্যের ওপর একটি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এটি স্বাভাবিক। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের একান্ত সিদ্ধান্ত। ঋণের পাশাপাশি আমানতের সুদ হারও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে তবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। হুন্ডি বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, যারা অবৈধ পয়সা দিয়ে ডলার ব্যবসা করেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমরা যদি এখন ১৩০ টাকা ডলার রেট অফার করি তারা ১৪০ টাকা দিয়ে কিনবে। তাদের কাছে যেহেতু অবৈধ টাকা রয়েছে তাই যেভাবেই হোক তারা টাকা পাচার করবেই। এখানে ডলারের দাম ১৪০ বা ১৫০ টাকা কোন গুরুত্ব রাখে না। হঠাৎ হুন্ডির সঙ্গে ডলারের ফরমাল রেট মিলানোর কোন যৌক্তিকতা নেই। তা ছাড়া কারব মার্কেটে প্রতিবছরে ৩০ থেকে ৪০ মিলিয়ন ডলার লেনদেন হয়। যেটা বাংলাদেশের ওভারঅল লেনদেনের তুলনায় অতি নগণ্য। তাই এখানকার দাম নিয়ে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। অনেক রপ্তানি মূল্য এখনও দেশে ফিরেনি। সেই রপ্তানি মূল্য দেশে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কিছু কিছু ব্যাংক ঘোষিত দামের চেয়ে বেশি দরে রেমিটেন্স কিনছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিতে রাজি হননি এবিবি চেয়ারম্যান। সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ঋণ-জিডিপি অনুপাতে ভারত, পাকিস্তানের চেয়ে কম

১০ পৃষ্ঠার পর

তথ্যমতে, ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত ঋণ ছিল যথাক্রমে মোট ঋণের ৬৪ শতাংশ এবং ৩৬ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হুসেন বলেন, 'বর্তমান প্রবৃদ্ধি এবং অর্থায়নের অবস্থা প্রতিকূল উপায়ে কিন্তু পূর্ববর্তী সীমার মধ্যে পরিবর্তিত হলেও বাংলাদেশ ঋণ সংকটের কম ঝুঁকিতে রয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'টেকসই থ্রেশহোল্ড হিসেবে বিবেচিত এবং বর্তমান ঋণ-থেকে-জিডিপি অনুপাতের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কুশন রয়েছে। জাহিদ হুসেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক্সের এই কম হিসাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'আমার কাছে এটা রহস্যময় মনে হচ্ছে।' বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে দেশগুলির ঋণ-থেকে-জিডিপি অনুপাত দীর্ঘ সময়ের জন্য ৭৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় তারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য মন্দার সম্মুখীন হয়। এই স্তরের ওপরে ঋণের প্রতিটি শতাংশ পয়েন্ট দেশগুলিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ০.০১৭ শতাংশ পয়েন্ট খরচ করে। বাংলাদেশের মতো উদীয়মান বাজারগুলিতে এই ঘটনাটি আরও বেশি প্রকট, যেখানে বার্ষিক ৬৪ শতাংশের বেশি ঋণের প্রতিটি অতিরিক্ত শতাংশ পয়েন্ট ০.০২ শতাংশ বৃদ্ধির গতি কমিয়ে দেয়।

ঋণ থেকে জিডিপি অনুপাত

ঋণ-থেকে-জিডিপি অনুপাত হল মেট্রিক যা একটি দেশের পাবলিক ঋণের সঙ্গে তার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনা করে। একটি দেশ যা উৎপাদন করে তার সঙ্গে তুলনা করে, ঋণ-থেকে-জিডিপি অনুপাত নির্ভরযোগ্যভাবে সেই নির্দিষ্ট দেশের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা নির্দেশ করে। ঋণ-টু-জিডিপি অনুপাত যত বেশি হবে, দেশটির ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা তত কম হবে এবং খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি তত বেশি হবে, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আর্থিক আতঙ্কের কারণ হতে পারে।

উচ্চ ঋণ-থেকে-জিডিপি অনুপাতসহ একটি দেশ সাধারণত বহিরাগত ঋণ পরিশোধ করতে সমস্যায় পড়ে (যাকে পাবলিক ঋণও বলা হয়), যেটি বাইরের ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া কোনো ব্যালেন্স বলেও গণ্য হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ঋণদাতারা ঋণ দেয়ার সময় উচ্চ সুদের হার চাইতে বাধ্য করে।

সন্তুষ্ট আইএমএফ, বাংলাদেশের ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি মিলবে ডিসেম্বরে

১০ পৃষ্ঠার পর

ভূমিকা রাখবে।' রিজার্ভ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'রিজার্ভ পরিস্থিতি এখনো সন্তোষজনক আছে বলেই আইএমএফ দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ে রাজি হয়েছে।'

এর আগে ফেব্রুয়ারিতে আইএমএফ ঋণের প্রথম কিস্তি পেয়েছে বাংলাদেশ। এবার দ্বিতীয় কিস্তিতে মিলবে ৬৮১ মিলিয়ন বা ৬৮ কোটি ১০ লাখ ডলার। এতে চলমান অর্থনৈতিক সংকট অনেকাংশেই কেটে যাওয়ার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। অনেকেই বলছেন, বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে ডলার সংকট ও কেন্দ্রিয় ব্যাংকের রিজার্ভ কমে যাওয়া নিয়ে যে দুশ্চিন্তা রয়েছে, দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পেলে তা অনেকাংশেই কমে আসবে।

গেল কয়েক দিনে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছে সফররত আইএমএফ প্রতিনিধিরা। গেল ৩ অক্টোবর বাংলাদেশ সফরে আসে আইএমএফ প্রতিনিধি দল। যার নেতৃত্বে ছিলেন এশীয় ও প্যাসিফিক বিভাগের প্রধান রাহুল আনন্দ।

গত বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হকও ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এসময় তিনি জানান, আইএমএফের দেয়া মোট ছয়টি শর্তের মধ্যে চারটি পূরণ করতে পেরেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাকি দুইটি কেন পারেননি তার সন্তোষজনক যুক্তিও প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। তিনি বলেন, 'আগামী ১১ ডিসেম্বর আইএমএফের বোর্ড মিটিং রয়েছে। আশা করছি সেখানে দ্বিতীয় কিস্তির অনুমোদন আসবে। আমরা ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পাবো।'

এদিন সকালে আইএমএফ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে বৈঠকে গভর্নরের নেতৃত্বে সফল আলোচনা হয়। এসময়ই ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির ব্যাপারটি চূড়ান্ত হয়।

আইএমএফ প্রতিনিধিরা শেষ দিনে তাদের ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। সেখানে দলের প্রধান রাহুল আনন্দ বলেছেন, 'বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ও আইএমএফ প্রতিনিধিদল ২০২৩ সালের আর্টিকেল-৪ পর্যালোচনা করেছে এবং ঐক্যমতে পৌঁছেছে। এ বিষয়ে কর্মকর্তা পর্যায়ে ঐক্যমত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশে সংস্কার বাস্তবায়নে যে অগ্রগতি হয়েছে আইএমএফ প্রতিনিধি দল তাকে স্বাগত জানিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। এছাড়া নানা চ্যালেঞ্জ থাকার পরও বাংলাদেশ সরকার যে নীতিগত ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকার করেছে তাকেও স্বাগত জানায় আইএমএফ।

এর আগেও বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে বিভন্ন সময় আইএমএফের প্রতিনিধি দলের বৈঠক হয়েছে। এসব বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর দেশের আর্থিক খাতের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক তাদের কাছে তুলে ধরেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, আইএমএফের ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আইএমএফের পরামর্শ বাস্তবায়ন করতে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে জোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন বলেও জানা গেছে। তার দেয়া মুদ্রানীতিতেও মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা ছিল, যা নিয়ে আইএমএফ সন্তুষ্টি জানিয়েছে। একই সাথে ডলার সংকট কমাতে বিলাসী পণ্য আমদানিতে বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দেন আব্দুর রউফ তালুকদার।

যার প্রভাবে চ্যালেঞ্জিং সময়ে আমদানি কমে আসে। ফলে ডলার মার্কেটে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

একই সাথে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অস্থিরতা দূর করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তিনি। ব্যাংক খাতে তারল্য সংকট দূর করতে সরকারি, বেসরকারি ব্যাংকের এমডিদের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এতে তারল্য সংকটও কমে আসতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন ব্যাংকাররা। এছাড়াও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তৈরি হওয়া ডলার সংকট মোকাবেলায় বাফেদার সাথে কয়েক বার বৈঠকে দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক পরিচালক ড. জামাল উদ্দিন বলেন, 'কঠিন সময়ে বেশ কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যা অর্থনীতির জন্য বেশ ইতিবাচক হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'সবাইকে কখনোই খুশি করতে পারবে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে অর্থনীতির স্বার্থে গভর্নরকে তাই করতে হবে যা কঠিন হলেও সময়োপযোগী।'

চলতি বছরের শুরুর দিকে বাংলাদেশকে ঋণ দিতে সম্মত হয় আন্তর্জাতিক এই ঋণদান সংস্থা। তবে নিয়ম অনুযায়ী তাদের ঋণ পেতে দফায় দফায় শর্ত পূরণ করতে হয়।

গেল ফেব্রুয়ারিতে প্রথম কিস্তিতে বাংলাদেশকে দেয়া হয় ৪৭৬ দশমিক ২৭ কোটি ডলার। তবে নিয়ম অনুযায়ী ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি দিতে কিছু শর্ত বেঁধে দেয় আইএমএফ। তবে প্রথম কিস্তির অর্থ ব্যবহারের অগ্রগতি দেখে পরবর্তী কিস্তি ছাড়ের জন্য সংস্থাটির প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে আসে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

এদিকে ঋণের শর্ত পূরণ করতে না পারায় শ্রীলংকাকে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ে অনীহা জানিয়েছে আইএমএফ। তবে বাংলাদেশ তাদের শর্ত পূরণ করায় দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়তে সম্মত হয়েছে আইএমএফ।

সফরে ঋণ আলোচনায় সরকার, মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছে আইএমএফ।

চলতি বছরের জানুয়ারিতেই বাংলাদেশকে ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে আইএমএফ। এই ঋণের প্রথম কিস্তির ফেব্রুয়ারিতে পায় বাংলাদেশ। দেশে এখন ডলারের যে সংকট চলছে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি তা কমিয়ে আনবে বলেই আশাবাদ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, প্রতিটি ধাপে ঋণ পেতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সরকারি সংস্থাগুলোকে আরও সাবধানী হতে হবে। বিশেষ করে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে এনবিআরকে আরও মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা।- দৈনিক বাংলা

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা শুরু

৮ পৃষ্ঠার পর

গতবছর সারা দেশে ৩২ হাজার ১শ ৬৮টি মন্দিরে এবং রাজধানীতে ২৪১টি মন্দিরে পুজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের প্রতিটি পূজামন্ডপের নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ, আনসার, বিজিবি, র‍্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন। পুলিশ ও র‍্যাবের পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি মন্ডপে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দায়িত্ব পালন করবে। বাংলাদেশ পুজা উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ইতোমধ্যে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, ধর্ম মন্ত্রণালয়, মহানগর পুলিশ কমিশনার, নৌ-পুলিশের সঙ্গে নেতৃবৃন্দের বৈঠক হয়েছে।

রাজধানীতে কেন্দ্রীয় পূজা উৎসব হিসেবে পরিচিত ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মন্ডপে পূজার পাশাপাশি ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান, বস্ত্র বিতরণ, মহাপ্রসাদ বিতরণ, আরতি প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছা রক্তদান ও বিজয়া শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ পূজামন্ডপ, গুলশান বনানী সার্বজনীন পূজা পরিষদ মন্ডপ' রমনা কালীমন্দির ও আনন্দময়ী আশ্রম, বরোদেশ্বরী কালীমাতা মন্দির ও শ্মশান, সিদ্ধেশ্বরী কালিমাতা, ভোলানাথ মন্দির আশ্রম, জগন্নাথ হল, ঋষিপাড়া গৌতম মন্দির, শাখারী বাজারের পানিটোলা মন্দিরসহ অন্যান্য মন্ডপে দুর্গোৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

বুধবার মহানগর সার্বজনীন পুজা কমিটির উদ্যোগে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় বলা হয়, গত ১৪ অক্টোবর পবিত্র মহালয়ার মাধ্যমে দেবীপক্ষের সূচনা হয়েছে। শারদীয় দুর্গাপূজা একটি ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় আয়োজন হলেও ঐতিহ্যগতভাবেই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এ অনুষ্ঠান এখন সর্বজনীনতা লাভ করেছে। শারদীয় দুর্গাপূজার শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী এবং অসুর শক্তির বিরুদ্ধে সুরশক্তির বিজয়ের চেতনা বিশ্বজনীন। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এই চেতনাকে ধারণ করেই বিকশিত হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে শারদীয় দূর্গাপূজা জাতীয় জীবনে একটি ঐক্য ও সমন্বয়ের ধারা প্রতিষ্ঠার সূচনা করতে পেরেছে বলে তারা মনে করেন। যার মুল সুর 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'।

মহাগর সার্বজনীন পুজা কমিটির পক্ষ থেকে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে সাত্ত্বিকভাবে মায়ের অর্চণা করা সহ বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্দেশনায় বলা হয়, প্রতিমা তৈরী থেকে পূজা সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিটি পূজা ম-পে স্ব উদ্যোগে নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে সংশ্লিষ্ট ম-প কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের আইন শৃঙ্খলা সদস্যদের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

পূজা মন্দির-ম-পে নারী ও পুরুষের পৃথক যাতায়াত ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং শৃংখলা রক্ষার জন্য নিজস্ব নারী-পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা (মোবাইল নম্বরসহ) জেলা ও কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। সন্দেহভাজন দর্শনার্থীদের দেহ তল্লাশীর ব্যবস্থা এবং নারী স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে নারী দর্শনার্থীদেরদেহ তল্লাশীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। উচ্চ শব্দের কারণে বিরক্তি উদ্রেককারী মাইক-পিএসেট ও আতসবাজি-পটকার ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। ভক্তিমূলক সংগীত ব্যতীত অন্য কোন গান বাজানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কারো ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এরূপ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার কথাও নির্দেশনায় বলা হয়।

দূর্গোৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ এর সভাপতি জে এল ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রনাথ পোদ্দার এবং মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি মনীন্দ্র কুমার নাথ ও সাধারণ সম্পাদক রমেন মন্ডল

হিন্দু সম্প্রদায়সহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিককে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

এ যুদ্ধে কোনো নায়ক নেই, আছে শুধু ক্ষতিগ্রস্তরা-সৌদি আরবের সাবেক গোয়েন্দা প্রধান তুর্কি-আল-ফয়সাল

৭ পৃষ্ঠার পর

হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের অব্যাহত বোমাবর্ষণে গাজায় নিহত মানুষের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে। খবর আলজাজিরা।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল-কুদরা শুক্রবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, এখন পর্যন্ত গাজায় ৪ হাজার ১৩৭ জন মানুষ নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে এক হাজার ৬৬১টি শিশু রয়েছে। এ ছাড়া ১৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।

অন্যদিকে ইসরায়েলি হামলায় অধিকৃত পশ্চিম তীরে এখন পর্যন্ত ৮১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ১৩০০ ফিলিস্তিনি।

অন্যদিকে ইসরায়েলে হামাসের হামলায় নিহতের সংখ্যা এক হাজার ৪০৩ জন। এ ছাড়া আহত হয়েছে আরও সাড়ে চার হাজারের বেশি মানুষ।

গত ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। হামাসের হামলার জবাবে গাজায় টানা বিমান হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। অব্যাহত বোমাবর্ষণের মধ্যেই এবার সেখানে বড় ধরনের স্থল হামলা চালাতে গাজা সীমান্তে বহু সেনা ও সমরাস্ত্র জড়ো করেছে ইসরায়েল।

‘খাদের কিনারায় মধ্যপ্রাচ্য, যুদ্ধ ছড়াতে পারে পুরো অঞ্চলে’- জাতিসংঘের ত্রাণবিষয়ক সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজারিনি

হারাচ্ছে উল্লেখ করে ফিলিপ লাজারিনি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গাজা সংকটে বিশ্ব নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের ঊর্ধ্বে ‘মানবিক বোধটা’ জরুরি।

গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলায় ইসরায়েল আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, গাজায় সম্পূর্ণ অবরোধ আরোপ করা হয়েছে। ১০ লাখের বেশি মানুষকে বাস্তুচ্যুত বা ঘরবাড়ি ছাড়তে বলা হয়েছে। ফলে এটি হলো সম্মিলিত শাস্তি, যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন।

হামাসকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে বললেন বাইডেন

সৈন্যের প্রয়োজন নেই বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যদিও লেবাননের সঙ্গে ইসরায়েলের উত্তর সীমান্তে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের মধ্যে আমেরিকান যুদ্ধজাহাজগুলি ঐ অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে।

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে সম্ভাব্য স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সতর্ক করে দিয়েছেন যে গাজা দখল করা ইসরায়েলের জন্য একটি বড় ভুল হবে, তবে হিজবুল্লাহ এবং হামাসকে হটানোও প্রয়োজন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়ে বলেন, ‘এ কাজে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন। একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দিকনির্দেশনা প্রয়োজন।’

বাইডেন বলেন, ‘হামাস পুরো ফিলিস্তিন জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না। তিনি হামাসকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে চান। সূত্র রয়টার্স।

গাজা হাসপাতালে হামলাকারীদের শাস্তি হওয়া উচিত বললেন মোদি

৬ পৃষ্ঠার পর

আহলি হাসপাতালে বোমা হামলায় পাঁচ শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাদের সবাই ডাক্তার, হাসপাতাল কর্মী ও বেসামরিক ছিলেন। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ও হামাস এই হামলায় ইসরায়েলকে দায়ী করেছে। বিশ্বজুড়ে উঠেছে নিন্দার ঝড়। তবে বুধবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। তাদের দাবি, ইসলামিক জিহাদের ছোঁড়া রকেট নিশানা ভেদ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বুধবার (১৮ অক্টোবর এক্স এ দেওয়া এক পোস্টে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘গাজার আল আহলি হাসপাতালে মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি ব্যাথিত। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাই ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।’

মোদি বলেন, চলমান সংঘাতে বেসামরিক প্রাণহানি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর পেছনে দায়ীদের অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

গত ৭ অক্টোবর শনিবার ইসরায়েল ভূখণ্ডে হামলা চালায় মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগঠন হামাস। হামাসের হামলার জবাবে পাল্টা রকেট ও বোমা হামলা করে ইসরায়েলের বাহিনী। গাজা উপত্যকার নাগরিকরা আতঙ্কে ঘর ছাড়তে শুরু করেন। এরই মধ্যে গাজা উপত্যকায় বিদ্যুৎসহ খাদ্য, পানি ও জ্বালানি সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলায় প্রাণ হারিয়েছে চার হাজারেরও বেশি মানুষ। যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। শুরু থেকেই এই সংঘাতে ইসরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছে ভারত।

চীন চায় ইসরায়েল-হামাস দ্বন্দ্ব দ্রুত শেষ হোক - শি জিনপিং

বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরামে যোগদানকারী মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র সিনিয়র প্রতিনিধি মিসরের প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা মাদবোলির সঙ্গে দেখা করার পর প্রেসিডেন্ট শি এসব কথা বলেন। শি মোস্তফা মাদবউলিকে বলেন, ‘গাজায় মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য মিসরের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে চীন’।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল-হামাস চলমান দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার পর চীনা প্রেসিডেন্ট প্রথমবারের মতো ইসরায়েল-ফিলিস্তিন নিয়ে মন্তব্যটি করেন।

শি আরও বলেন, চীন অবকাঠামো, কৃষি প্রযুক্তি এবং নবায়নযোগ্য শক্তিতে সহযোগিতা জোরদার করতে মিসরের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম চীনা বিনিয়োগকারীদের মিসরে বিনিয়োগ করতে উত্সাহিত করবেন। সূত্র: রয়টার্স।

গাজাকে পাঁচ কোটি ইউরো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জার্মানির

৬ পৃষ্ঠার পর

এই সংঘাত নিয়ে আলোচনা করার কথা তার। উল্লেখ্য, লেবাননের হেজবোল্লাহ হামাসের সমর্থনে লেবানন সীমান্তে ইসরায়েলের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। সে বিষয়ে লেবাননের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার কথা বেয়ারবকের।

বেয়ারবক অবশ্য এদিনও একটি কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ইসরায়েল যেভাবে গাজায় আক্রমণ চালাচ্ছে, জার্মানি তা সমর্থন করে। কারণ, জার্মানি মনে করে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। শুধু তা-ই নয়, জার্মানি কোনোভাবেই হামাসকে সমর্থন করে না, এ বিষয়টিও এদিন আরো একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন বেয়ারবক। বস্তুত, এর আগে ১৩ অক্টোবর ইসরায়েল গিয়েছিলেন তিনি। তখনো এই একই কথা বলেছিলেন তিনি।

এদিকে ইসরায়েলের সঙ্গে লাগাতার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে জাতিসংঘ। রাফাহ সীমান্ত দিয়ে তারাও গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠাতে চাইছে। চিকিৎসার সরঞ্জাম, খাবার পাঠানোর কথা জানিয়েছেন গাজায় অবস্থিত বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীরা। তাদের বক্তব্য, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করার সামগ্রীও তাদের কাছে নেই। গত দুই সপ্তাহ ধরে ইসরায়েল গাজা সীমান্ত অবরুদ্ধ করে রেখেছে। অন্তত রাফাহ সীমান্ত খোলার জন্য জাতিসংঘ ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা জারি রেখেছে। বিশ্লেষকদের ধারণা, দ্রুত ইসরায়েল তা খুলে দেবে। - রয়টার্স, এপি, এএফপি

ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুখ খুললেন ট্রাম্প

১২ পৃষ্ঠার পর

হামাসের সমর্থনে কোনো বিক্ষোভ হলে তা দমন করতে পুলিশ পাঠানো হবে। সেইসঙ্গে প্রকাশ্যে হামাসকে সমর্থন জোগানো অভিবাসীদের ধরে ধরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেয়া হবে।

রিপাবলিকান এ নেতা ২০১৭-২০২১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আগামী ২০২৪ সালের নির্বাচনেও লড়তে চান তিনি। এ জন্য ইতিমধ্যে প্রচারণায় নেমেছেন। গত ২৩ অক্টোবর সোমবার দুপুরে আইওয়াতে প্রচারণায় অংশ নিয়ে ট্রাম্প এসব কথা বলেন।

এ সময় ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েলের অস্তিত্বে যারা বিশ্বাস করে না, এমন ‘বিদ্বেষী’ বিদেশি শিক্ষার্থীদেরও ভিসা দেয়া হবে না।খবর রয়টার্সের।

ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহের প্রতিবাদে দেশটির এক কর্মকর্তার পদত্যাগ

১২ পৃষ্ঠার পর

একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। তিনি আর এর অংশ হতে রাজি নন। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায়। জবাবে সেদিন থেকেই পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এর মধ্যেই গতকাল বুধবার তেল আবিব সফর করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেখানে পৌঁছেই হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের কথা জানান তিনি।-নিউইয়র্ক টাইমস

বিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতা করায় ভেনিজুয়েলার নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র

১২ পৃষ্ঠার পর

ইস্যু করবে। নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এবং যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত ২০১৯ সালের সমান্তরাল প্রেসিডেন্সি হুয়ান গাইদোকে সমর্থন দেয়ার কারণে সরকারি অফিসে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে জুনে। এ জন্য বিরোধী দলগুলো রোববার তাদের প্রাইমারি নির্বাচন করবে। দেশটিতে এই পটপরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বুধবার রাতে বলেছেন, ওয়াশিংটন আশা করে ভেনিজুয়েলা সরকার রাজনৈতিক বন্দি ও অন্যায়ভাবে আটক করা মার্কিন নাগরিকদের মুক্তি দেয়া শুরু করবে। নভেম্বরের শেষ নাগাদ সব প্রার্থীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে। এসব শর্ত মানতে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র তার পদক্ষেপ পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে।

সরকার পতনে আর কয়েকটা দিন আছে বললেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

৯ পৃষ্ঠার পর

শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করে সোনালী দল, ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

মির্জা ফখরুল বলেন, কোনো কথা নয়, আসুন আজকে আমরাই সবাই ঐক্যবদ্ধ হই। একটা জিনিস কিন্তু আশা জোগাবে, সাহস জোগাবে, আজকে দেশের সকল মানুষ এক হয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো এক হয়েছে। বাম ডান সবাই একটা কথাই বলছে, এই সরকারের অধীনে কখনোই সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। হতে পারে না। বিএনপির এই নেতা বলেন, বিএনপির শান্তিপূর্ণভাবে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে, গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করছে। আমরা খালি হাতে আছি। আমাদের হাতে তো বন্দুক নেই যে আপনাকে ভয় দেখাব, গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবো। ডিবিতে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার নির্যাতন করবো। সেই ক্ষমতা তো আমার নেই। তাই সবাইক রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হবে।

ফখরুল বলেন, বলেন, আমাদের একটাই ক্ষমতা আছে। মানুষকে সংগঠিত করা, মানুষকে বলা এই অবস্থা থেকে বেরোতে চাইলে, মুক্তি পেতে চাইলে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হবে। এই রাস্তায় বেরিয়ে আসাই তো বড় কথা। আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন বিএনপির নেতাকর্মীরা রাস্তায় কি করছে। সবাইকে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হবে।

বিএনপি সন্ত্রাসী দল-প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, এখন নতুন সুর শুরু করেছেনড়বিএনপি সন্ত্রাসী দল! গতকালও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তো বিএনপি সন্ত্রাসী দল হলে আপনারা কী? আপনারা তো সন্ত্রাসের বাবা।

আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রকেই সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলেছে দাবি করে বিএনপির শীর্ষ এই নেতা বলেন, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুরোপুরি সন্ত্রাসের রাজত্ব বানিয়ে দিয়েছেন।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, এখন একেবারে মৃত্যুবরণ করার মতো অবস্থা হয়ে গেছে। দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি নজিরবিহীন। সব দেশেই কিছু কিছু দাম বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে যেটা বেড়েছে এটা অবিশ্বাস্য ও নজিরবিহীন। এর পেছনে কারণ অনেকগুলো। মূল কারণ জবাবদিহিহীন সরকার। তাকে কোথাও কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। ইচ্ছে মতো যা খুশি তাই করতে পারছে। তাদের দুঃশাসন-দুর্নীতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে।

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ ডিম, ডাল কিনতে পারছে না। শাক কিনতে পারছে না কিন্তু নির্বাচনে ঘুষ দেওয়ার জন্য ইউএনও ও ডিসিদের জন্য ৩৬৫ কোটি টাকা দিয়ে নতুন গাড়ি কেনা হচ্ছে। তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে আলাদা করে। শোনা যাচ্ছে ইতোমধ্যে যারা ডিসি-এসপি, যারা নির্বাচন পরিচালনা করবেন তাদের কাছে টাকা পৌঁছে গেছে।

বর্তমান পরিস্থিতির উত্তরণে সরকারকে সড়ানো ছাড়া বিকল্প কিছু নেই বলেও মনে করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, আমরা ক্ষমতায় যেতে চাই না। জনগণের নূন্যতম অধিকার ফেরত পেতে চাই।

খালেদা জিয়াকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব। বলেন, তাকে চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না।

বর্তমান নির্বাচন কমিশন নিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচন কমিশন একটা বানিয়েছে। এটার তো কোনো কিছুই ঠিক নেই। তারা বলছে যদি পরিবেশ অনুকূলে হয়, তাহলে পরিবেশ অনুকূলে নয়! এখনো পরিবেশ অনুকূলে হয়নি। দরকার কি বাবা, পদত্যাগ করো না, আসো আমাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে আসো।

শেষবারের মতো সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, শেষ বারের মতো সরকারকে বলতে চাই দয়া করে পদত্যাগ করুন। শান্তিতে আপনারা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারে হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে যান। দেশের মানুষকে বাঁচতে দেন।

ময়মনসিংহের বাংলাদশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনালী দলের সভাপতি অধ্যাপক গোলাম হাফিজ সেমিনারে সভাপতিত্ব ও আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনা সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা তাজমেরি এস এ ইসলাম ও আব্দুস সালাম প্রমুখ।

‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ প্রদর্শন বন্ধে আইনি নোটিশ

৮ পৃষ্ঠার পর

কায়সার কামাল বলেন, ছবির দুটি দৃশ্যে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বিকৃত ও মানহানিকর তথ্য রয়েছে, যা জিয়াউর রহমান ও তার পরিবারকে সমাজের সামনে হেয় করে। 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' বায়োপিকের শুটিং ২০২১ সালের ২২ জানুয়ারি ভারতের মুম্বাই ফিল্ম সিটিতে শুরু হয়ে ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশে শেষ হয়। ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল ছবিটি পরিচালনা করেছেন।বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথভাবে প্রযোজিত চলচ্চিত্রটি গত শুক্রবার দেশের ১৫৩টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।

নদী বাদ দিয়ে দখলদারদের রক্ষা করাই কী কমিশনের কাজ, প্রশ্ন টিআইবির

৯ পৃষ্ঠার পর

বলার ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, এমন আশঙ্কাই জোরদার হলো কমিশনের চেয়ারম্যানের নিয়োগ বাতিল করার মধ্য দিয়ে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে দেখলাম, ‘‘জনস্বার্থে’’ তাঁর নিয়োগ চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। তাহলে কী প্রভাবশালীদের স্বার্থরক্ষাকে এখন ‘‘জনস্বার্থ’’ বিবেচনা করা হচ্ছে?’ এই সময়ে এই বার্তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী বলে মন্তব্য করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলছেন, ‘বিশ্বের দেশে দেশে এখন নদীকে ‘‘জীবন্ত-সত্তা’’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। আমাদের উচ্চ আদালতের রায়েও তার স্বীকৃতি আছে। অথচ আমাদের উল্টো পথে হাঁটা থামেনি। এখন আমরা শুধু নদী হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি না, বরং তাদের যেন দুর্নাম না হয়, কেউ যেন তাদের দিকে আঙ্গুল না তোলে, সেই ব্যবস্থা করছি। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, সরকারপ্রধান বারংবার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার করে এসেছেন, তা কেবল রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই যেন তাঁরা এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেন। যারা নদী দখল করছে, অবৈধভাবে বালু তুলে স্থাপনা তৈরি করে নদী ‘‘হত্যা’’ করছে, যারা দূষণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত করুন, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করুন। প্রভাবশালী পদধারীদের সুরক্ষা দেয়া নয়, দেশ ও দশের স্বার্থরক্ষা করাই আপনাদের দায়িত্ব।’

গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলে ইহুদিদের বিক্ষোভ

১২ পৃষ্ঠার পর

এর মধ্যে জেরুজালেমসহ ফিলিস্তিনের কয়েকটি জায়গায় আশ্রয়শিবিরে স্থল অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ ছাড়া গাজা থেকে পালানোর সময় বেসামরিক লোকজনের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলা চালানোর খবর এসেছে। হামলা হয়েছে গাজার হাসপাতালেও। এনডিটিভি এর আগে গাজায় অনবরত হামলার বিরুদ্ধে বুধবার (১৮ অক্টোবর) মার্কিন কংগ্রেস ভবনের সামনে এক বিক্ষোভ আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদিদের সংগঠন ‘জিউইশ ভয়েস ফর পিস’। তাদের পরনে ছিল যুদ্ধ বিরোধী টিশার্ট, যেখানে লেখা ‘নট ইন আওয়ার নেম’(আমাদের নামে নয়)। মার্কিন কংগ্রেস ভবনের লবির মেঝেতে বসে পড়েন সংগঠনের শত শত সদস্য। হাতে ছিল যুদ্ধবিরতি লেখা সম্বলিত ব্যানার। তাদের দাবি, গাজায় নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি হামলা বন্ধ করতে হবে। সংগঠনটি জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে যুদ্ধবিরোধী এক মিছিলে অংশ নিয়েছেন ১০ হাজার ইহুতি। এক্স এ দেওয়া এক পোস্টে ইহুদি সংগঠনটি জানায়, দআমরা কংগ্রেসে বসে আন্দোলন করেছি যেন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনিদের ওপর চলা ইসরায়েলি নিপীড়নের দিকে দৃষ্টি দেয়।’ যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ জানায়, তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। গ্রেপ্তার করেছেন অনেককে।

PLEASE CAST YOUR VOTE IN SECOND ROW (B1 – B19) FOR MANNAN JEWEL PANEL

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইনক
BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC

নির্বাচন-২০২৩ Election-2023

OCTOBER 22, 2023, SUNDAY

সৃজনশীল, যোগ্য, সৎ, গতিশীল ও
নতুন নেতৃত্বের প্রত্যাশায়

মান্নান-জুয়েল

পরিষদে আপনার সুচিন্তিত রায় দিন

B1

মো: আব্দুল মান্নান
সভাপতি পদপ্রার্থী
Mohammed Abdul Mannan, President

B3

জহির উদ্দিন (জুয়েল)
সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Jahir Uddin (Jewel), General Secretary

B2

মো: নিজাম উদ্দিন
সহ-সভাপতি
Mohammed Nizam Uddin
Vice-President

B4

রাজু আহমদ
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Razu Ahmed, AGS

B5

আব্দুল হান্নান (দুখু)
কোষাধ্যক্ষ
Abdul Hannan (Duku), Treasurer

B6

আবু তৈয়ব মো: তালহা
সাংগঠনিক সম্পাদক
Abu Toyob Md Talha
Organizing Secretary

B7

অনিক রাজ
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Mostofa Anik Raj
Literature & Cultural Secretry

B8

আব্দুল হামিদ
দপ্তর সম্পাদক
Abdul Hamid
Office Secretary

B9

মো: সামছুল ইসলাম
প্রচার সম্পাদক
Md. Shamsul Islam
Publicity Secretary

B10

কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ
ক্রীড়া সম্পাদক
Kibria Ahmed Shahid
Sports Secretary

B11

মোহাম্মদ এফ এইচ সোনার (বলাই)
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Mohammed F.H Shonar (Bolai)
Social Welfare Secretary

B12

ফাতেমা শীলা
মহিলা সম্পাদিকা
Fatema Sela
Women Affairs Secretary

B13

ফখরুল হক
কার্যকরী সদস্য
Fokhrul Haque
Executive Member

B14

নুর উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য
Noor Uddin, Executive Member

B15

বদরুল উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য
Badrul Uddin, Executive Member

B16

মো: হোসেন আহমদ
কার্যকরী সদস্য
Md. Hussain Ahmed
Executive Member

B17

সামাদ আহমেদ
কার্যকরী সদস্য
Samad Ahmed
Executive Member

B18

মো. আব্দুস খান
কার্যকরী সদস্য
Md. Abdus Khan
Executive Member

নির্বাচনের তারিখ

রবিবার, অক্টোবর ২২,২০২৩
Time: 9am - 8pm, Place: Majestic Marquise
88-03 101 Ave, Ozone Park, NY 11416

মান্নান-জুয়েল পরিষদকে ভোট দিয়ে সততার সাথে
সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার সুযোগ দিন

B19

মো: আবু জাফর
কার্যকরী সদস্য
Md Abu Jafar
Executive Member

PLEASE ELECT MANNAN-JEWELPANEL

মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে মান্নান-জুয়েল পরিষদে (B1–B19) অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

সরকারের সব দুর্নীতির হিসাব দিতে হবে -জনসভায় চরমোনাই পির

যতই শক্তিশালী হোক, বাড়ির মালিক একটু হুমকি দিলেই সে ভয় পায়। সুতরাং ভোট ডাকাতদেরকে রুখে দাঁড়ালেই তারা তল্পিতল্পা নিয়ে পালাতে বাধ্য হবে। এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল জনগণের ভোটাধিকার সংরক্ষণ, মৌলিক অধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু আওয়ামী সরকার জনগণের সকল অধিকার হরণ করেছে। সরকারের সকল দুর্নীতির হিসাব এদেশের মাটিতে পাই পাই করে দিতে হবে।

শুক্রবার বিকালে রাজধানীর বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে ছাত্র-যুব সমাবেশে চরমোনাই পীর এসব কথা বলেন। ইসলামী ছাত্র ও যুব আন্দোলন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এ সমাবেশ হয়। এতে ব্যাপক সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

সমাবেশে থেকে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে চলতি সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে জাতীয় সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির প্রবর্তন ও ব্যর্থ নির্বাচন কমিশন বাতিলের দাবিতে আগামী ২৭ অক্টোবর সারাদেশে জেলা ও মহানগরে বিক্ষোভ মিছিল এবং ৩ নভেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর।

ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ নেছার উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মানসুর আহমদ সাকী ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সেক্রেটারি জেনারেল ইউসুফ আহমাদ মানসুরের সঞ্চালনায় সমাবেশে উদ্বোধক ছিলেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি শরিফুল ইসলাম রিয়াদ। এতে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল। যুগান্তর

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক টিম পাঠাবে ইইউ

৮ পৃষ্ঠার পর

জন্য অবস্থান করবেন। এ সময় তাদের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল ভোট পর্যবেক্ষণ করবে। চারজনের এই টিমের দুইজন থাকবে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট।

এ বিষয়ে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, চার থেকে পাঁচ সদস্যের পর্যবেক্ষক টিম পাঠাবে বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারা নির্বাচনের তফসিলের সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশে অবস্থান করবে।

এর আগে নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে ইইউয়ের ৬ সদস্যের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি দল গত ৮ থেকে ২৩ জুলাই বাংলাদেশ সফর করে। সে সময় রাজনৈতিক দল, সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তারা বৈঠক করেন। পরে সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশে নির্বাচন সহায়ক পরিবেশ নেই। সেজন্য পর্যবেক্ষক দল পাঠানোকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে তারা জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানায়। তবে নির্বাচনী তথ্য সংগ্রহের জন্য ছোট আকারের বিশেষজ্ঞ দল পাঠাতে পারে বলে গত সেপ্টেম্বরে জানানো হয়েছিল।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার চেয়ে বেশি অন্য কেউ আপন নয়

৮ পৃষ্ঠার পর

পূজা উদযাপন কমিটি বারবার আয়োজন করে। আশা করছি, অন্য বারের মতো এবারও এখানে একটি সুন্দর পরিবেশে পূজা উদযাপন হবে। আপনাদের নানা দাবি, অভিযোগ আছে। যা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় আমরা বসেছি, কথা বলেছি। আশা করছি, দাবি-দাওয়া যেসব আছে তা বাস্তবায়ন হবে।

তিনি বলেন, আপনাদের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শুরু হয়েছে। এদিকে সারা বিশ্বে এসময়ে অশান্তি চলছে। সারা বিশ্বেই যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির শেষ কোথায় আমরা কেউ জানি না। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। আফ্রিকান দেশগুলোতে এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যেও যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেবী দুর্গা ঘোড়ায় চড়ে আসছেন এবং ঘোড়ায় চড়েই চলে যাবেন। শাস্ত্র মতে এখানে অস্থিরতা, অশান্তির আভাস আছে। আজ বিশ্ব পরিস্থিতি অশান্ত, বিশ্বে অস্থিরতা। কাজেই আপনাদের বন্দনার মাধ্যমে, উৎসবের মাধ্যমে যেন বিশ্ব শান্ত হয় এই কামনা করছি।

এর আগে গুলশান, বনানী সর্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির আয়োজনে বনানী মাঠে পূজামণ্ডপে মোমবাতি জ্বালিয়ে পূজার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন তিনি। এসময় পূজা উদযাপন কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে চিকিৎসা, গবেষণায় বাঙালি

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ভার লাঘব করে দেবে অনেকটাই। হাসপাতালের ওয়ার্ডে রোগীর বেডে ওষুধ পৌঁছে দিচ্ছে যন্ত্রমানবী নার্স। এ দৃশ্য ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে জাপানে। টেক্সাসে তৈরি হচ্ছে রোবট স্বাস্থ্যকর্মী 'মক্সি'। ভার্জিনিয়ার একটি সংস্থা এমন এক মোবাইল রোবট তৈরি করেছে, যে নার্সিং, ফার্মাসি ও গবেষণাগারের কাজে সাহায্য করে। কিন্তু যন্ত্র-চিকিৎসক! না, তার দেখা এখনও মেলেনি। তবে সে দিন আর বেশি দূরেও নেই। আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে একটি চিকিৎসা পরিচালন ব্যবস্থা তৈরি করেছেন সাউথ ফ্লরিডার একদল বিজ্ঞানী, যা কি না চিকিৎসকদের ভার লাঘব করে দেবে অনেকটাই। যন্ত্রই বলে দেবে, রোগী কেমন আছেন, কতটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি, মৃত্যুর ঝুঁকি আছে না নেই। এই গবেষণার নাম ভূমিকায় রয়েছেন ফ্লরিডা আটলান্টিক ইউনিভার্সিটির বাঙালি গবেষক দেবর্ষি দত্ত ও শুভসিত রায়। তাঁদের গবেষণাপত্রটি 'ফ্রন্টিয়ার্স' নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

এই গবেষণাটি হয়েছে কোভিড-রোগীদের নিয়ে। তবে বিশেষজ্ঞদের দাবি, ভবিষ্যতে যে কোনও অতিমারি বা মহামারি সামলাতে এআই-পরিচালিত এই চিকিৎসা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কোভিডের সময়ে দেখা গিয়েছে রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে হাসপাতালের নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের ডাক্তার-নার্সরাও সংক্রমিত। কিন্তু রোগ যতই সংক্রামক হোক না কেন, যন্ত্র-স্বাস্থ্যকর্মীকে কাবু করতে পারবে না সে।

চন্দননগরের ছেলে দেবর্ষি বর্তমানে ফ্লরিডাবাসী। দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল নিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত। বললেন, ''একটা যন্ত্রের মধ্যে ধরুন একশো ডাক্তারের মস্তিষ্ক যদি ভরে দেওয়া যায়... এমনটাই করা হয়েছে। এই অ্যাপলিকেশন বলে দিতে পারবে, কোন রোগীর ঝুঁকি বেশি, কার অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন, আবার কার ভয়ের কিছু নেই। এর ফলে যাঁর বেশি প্রয়োজন, তাঁর চিকিৎসা জরুরী ভিত্তিতে শুরু করা যাবে। মৃত্যুর সংখ্যা কমবে।'' গোটা দুনিয়াই এখন এআই-মুখী। নয়া গবেষণায় রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও তাই এআই-এর পথ বেছে নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ভারতের মতো জনবহুল দেশে জরুরী পরিস্থিতিতে রোগ ও রোগীর সংখ্যার ভার সামলাতে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের।

দেবর্ষি ও শুভসিত জানাচ্ছেন, ২০২০ সালের ১৪ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত 'সাউথ ফ্লরিডা মেমোরিয়াল হেল্‌থ কেয়ার সিস্টেম'-এর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫৩৭১ জন কোভিড রোগীকে ধারাবাহিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাঁরা। একটি তথ্য-ব্যাঙ্ক তৈরি করা হয়। এই তথ্য ভান্ডারে রোগীর সামাজিক ও জনসংখ্যাভিত্তিক বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করা হয়। তা ছাড়া, কোনও রোগীর পুরনো জটিল অসুখের ইতিহাস রয়েছে কি না, কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ রয়েছে কি না, নিয়মিত তিনি কী কী ওষুধ খান, সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে রোগীর বয়সকে। দেখা গিয়েছে, ৬৫-র উপর পুরুষ রোগীর ঝুঁকি বেশি। তা ছাড়া, রোগীর ডায়েরিয়া হয়েছিল কি না, ডায়াবিটিস ও হাইপারটেনশন আছে নাকি, বিএমআই কত, কিডনির অসুখ রয়েছে নাকি, রোগী ধূমপান করেন কি না, নিউমোনিয়া হয়েছে নাকি ইত্যাদি। রোগীর কোন জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তা-ও পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। এর পরে 'র‍্যানডম ফরেস্ট' ক্লাসিফায়ার মডেলের সাহায্যে এগুলি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কোভিড রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কা কতটা, তা নির্ণয় করেন। দেবর্ষি বলেন, ''যখন হাসপাতালে বিপুল সংখ্যক রোগী সংক্রামক রোগ নিয়ে ভর্তি হতে থাকেন, তখন এটা জানা জরুরী হয়ে পড়ে, কার জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রয়োজন।''

বিজ্ঞানী শুভসিত রায়ের দাবি, তাঁরা কোভিডের উপরে গবেষণা চালালেও এই এআই-চিকিৎসা ব্যবস্থা অ্যালঝাইমার্স, হার্টের অসুখের মতো ব্যাধীতেও কাজ দেবে। এআই-কে শুধু নির্দিষ্ট রোগের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তা হলেই 'ডাক্তার' হয়ে উঠবে সে।আনন্দবাজার

শিকাগোয় ফিলিস্তিনি শিশুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শোক প্রকাশ

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ছুরিকাঘাতের দায়ে জোসেফ জুবা নামে ৭১ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। নিহত শিশুর নাম ওয়াদিয়া আল-ফায়ুম। আল-ফায়ুমের মায়ের নাম নিরাপত্তার কারণে প্রকাশ করা হয়নি।

পুলিশের অভিযোগ, ইসরায়েল-হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ও ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে ওই ব্যক্তি ছোট্ট শিশু ও তার মায়ের ওপর হামলা চালান।

শিকাগো শহরতলির উইল কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় রবিবার (১৫ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে বলেছে, ওই মা ও শিশু মুসলিম হওয়ায় এবং হামাস ও ইসরায়েলিদের চলমান সংঘাতের কারণে তাদের ওপর ওই ব্যক্তি নৃশংস হামলা চালান বলে গোয়েন্দারা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

গত ১৪ অক্টোবর শনিবার সকালে শিকাগো থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার (৪০ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বাড়ি থেকে ওই মা ও তার শিশু সন্তানকে উদ্ধার করা হয়। শেরিফের কার্যালয় জানিয়েছে, হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা ছেলেশিশুটিকে হত্যার আগে বড় সামরিক স্টাইলের ছুরি দিয়ে ২৬ বার ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল। আহত মায়ের শরীরেও এক ডজনের বেশি ছুরিকাঘাতের ক্ষত রয়েছে। তিনি রবিবার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তবে তিনি বেঁচে থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক প্রতিক্রিয়ায় নিহত শিশুর পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের ভয়ংকর ঘৃণামূলক ঘটনার কোনো স্থান নেই।

বিয়ে ছাড়াই সন্তান জন্মদানের শীর্ষে ৪টি দেশ

৫৮ পৃষ্ঠার পর

সন্তান জন্ম দেন। পরিবার গঠন, সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালনের জন্য বিয়ে একটি ঐতিহ্যবাহী প'দ্ধতি। কিন্তু পশ্চিমা আধুনিক সভ্যতায় সেই ঐতিহ্য দিন দিন গু'রুত্ব হারাচ্ছে। যার প্রমাণ মিলে পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্টেটের এক জরিপে। ২০১৮ সালে ইউরোপে বিবাহবহির্ভূত সন্তান জন্ম দেয়ার হার দাঁড়ায় ৪২ শতাংশ। ২০০০ সালে এ হার ছিল ২৫ শতাংশ। গেলো ১৮ বছরে বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্ম দেয়ার হার বেড়েছে ১৭ শতাংশ।

বর্তমানে ওই অঞ্চলের দেশগু'লোতে জন্ম গ্রহণ করা শতকরা ৪২টি শিশুর বাবা-মা বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্ম দিচ্ছেন। ইউরোপের ২৬টি দেশের মধ্যে জরিপটি পরিচালনা করা হয়।

অবাধ মেলামেশার জন্য ফরাসীরা বিয়ের সম্পর্কে জড়ায় না।এক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও কোনো বাধা নেই। বিয়ের পর আলাদা ''হতে চাইলে স্ত্রীকে সম্পদের অর্ধেক দিতে হয়। সন্তান থাকলে আরো বেশি।

সন্তান তার মায়ের কাছে থাকার আইনি অধিকার পায়। এ কারণে সন্তান জন্মদানে সক্ষমতা থাকা অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে কম। ফ্রান্সের পরই আছে বেলজিয়াম।

সেখানে ৫৮ দশমিক ৫ দশমিক শিশুর মা-বাবা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়। স্লোভেনিয়া ও পর্তুগালে এ হার ৫৭ দশমিক ৭ এবং ৫৫ দশমিক ৯ শতাংশ। পর্তুগাল প্রবাসী বাংলাদেশি তারিকুল হাসান আশিক বলেন,

দুজনের মধ্যে সারাজীবন একস'ঙ্গে থাকতে পারার মতো মানসিক মিল খুঁজে পেলে কেবল তারা বিয়ের চিন্তা করে।ক্যারিয়ারের জন্য বিয়েতে জড়ায় না অনেকে। বিয়ে ছাড়া, নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিচ্ছেদে আইনি ঝামেলাও নেই।

বনাবনি হলো না ছেড়ে দিলো। আর সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় রাষ্ট্র। বিয়ে ছাড়া সম্পর্কে সন্তান থাকলে শুধু অভিভাবকত্বের বিষয়টি সুরাহা হলেই আর কোনো সমস্যার মুখোমুখি ''হতে হয় না।

সুইডেন, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, নেদারল্যান্ডসেও এ হার ৫০ শতাংশের উপরে। বেলজিয়াম, চেচনিয়া স্পেন, ফিনল্যান্ড, হা'ঙ্গেরি, অস্ট্রিয়ায় জন্ম নেয়া শিশুদের ক্ষেত্রে এ হার ৪০ শতাংশের বেশি। এ তালিকায় ১৯ নম্বরে ইতালি।

দেশটিতে ৩৪ শতাংশ শিশুদের বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী নয়। জার্মানিতে এ হার ৩৩ শতাংশ।জরিপ অনুযায়ী ইউরোপে দেশটির অবস্থান ২০ নম্বরে।ইউরোপে তুলনামূলক জার্মানিতে বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্মদানের হার কিছুটার কম।

বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্মদানকে আদি জার্মানরা অনৈতিক মনে করে। সন্তান পালনের জন্য শুধু মা কিংবা যথেষ্ট নয়। স্বামী-স্ত্রী দায়িত্ব ভাগাভাগির মাধ্যমে সন্তান লালনে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন তারা।

ক্যারিয়ার সচেতন হওয়ায় বিয়ের আগে সন্তান নিয়ে একা শিশু লালন-পালনের ঝুঁকিও নিতে চায় না জার্মানরা। এছাড়া, বিয়ের পর সন্তান নিলে অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয় জার্মান সরকার।

বিবাহিতদের চাকরি পেতে অন্যদের তুলনায় গু'রুত্ব বেশি দেয়া হয়। সন্তান থাকলে গু'রুত্বের পাশাপাশি সরকার ভাতা দেয়।বাড়ি পেতে সুবিধা হয়। ২ বছর মাতৃত্বকালীন ছুটি পাওয়া যায়। যা বিয়ে ছাড়া সম্ভব নয়।

বলেন বিটু বড়ুয়া। ইউরোপের আরেক দেশ রোমানিয়া এ হার ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ। লিথুনিয়া, পোল্যান্ড, ক্রোশিয়া, সাইপ্রাসে জন্মগ্রহণকারী ২০ শতাংশের বেশি শিশুর বাবা-মা, স্বামী স্ত্রী নয়। গ্রিসে এ হার সবচেয়ে কম। মাত্র ১১ দশমিক ১ শতাংশ।

ঢাকায় বন্ধ হয়ে গেল সাকিবের দুটি রেস্টুরেন্টই, কিন্তু কেন?

৫৮ পৃষ্ঠার পর

রাজধানীতে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের 'সাকিবস সেভেন্টি ফাইভ রেস্টুরেন্ট' নামে একটি ফাস্টফুডের শপও আছে। তবে হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেলো সাকিবের রেস্টুরেন্টটি।

ঢাকার অভিজাত এলাকা ধানমন্ডি এবং মিরপুরে অবস্থিত সাকিব আল হাসানের 'সাকিবস সেভেন্টি ফাইভ রেস্টুরেন্ট' এর দু'টি শাখা। সোমবার নিজেদের ফেসবুক পেজ থেকে রেস্টুরেন্ট বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। 'টাইম টু সে গুডবাই' খচিত একটি ছবি ব্যবহার করে পোস্টে লেখা হয়, 'আপনাদের সঙ্গে ভালো একটি যাত্রা ছিল। এখন বিদায়ের সময় হলো। সকল দুর্দান্ত স্মৃতির জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।' যদিও জানা যায় আরো ২ দিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে রেস্টুরেন্টটি। তবে ঠিক কী কারণে সাকিবের রেস্টুরেন্ট বন্ধ হলো, তা জানা যায়নি। শুরুর দিকে শুধু মিরপুরে সাকিবস সেভেন্টি ফাইভ রেস্টুরেন্টের শাখা ছিল।

২০২০ সালে ধানমন্ডিতেও এর শাখা বানানো হয়। নানান সময়ে সাকিব নিজের রেস্টুরেন্টের প্রচারণাও করেছেন। টাইগার অধিনায়কের এই রেস্টুরেন্টকে ঘিরে বিতর্কও রয়েছে। চলতি বছরে এই রেস্টুরেন্টের বিরুদ্ধে ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার অভিযোগ উঠেছিল।

সাকিবস সেভেন্টি ফাইভ রেস্টুরেন্টটির অভ্যন্তরে ক্রিকেটীয় আবহ রয়েছে। ক্যাশ কাউন্টারের ঠিক পেছনেই সাকিবের কিছু ছবি বাঁধানো রয়েছে। শেলফে সাজানো রয়েছে ব্যাট, প্যাড, স্টাম্প, গ্লাভস, হেলমেটসহ নানা ক্রিকেটীয় সরঞ্জাম। রেস্টুরেন্টের ভেতরে একটি কৃত্রিম ক্রিকেট ক্রিজও তৈরি করা হয়। বনানীতে 'সাকিবস ডাইন' নামের একটি রেস্টুরেন্ট দিয়ে এই ব্যবসায় নাম লেখান সাকিব আল হাসান। তবে নানা জটিলতায় সেই রেস্টুরেন্টটি বন্ধ হয়ে যায়। এবার বন্ধ হলো সাকিবস সেভেন্টি ফাইভ রেস্টুরেন্ট।সুত্র দৈনিক মানবজমিন

ডেঙ্গুর প্রথম ওষুধের ট্রায়ালে সন্তোষজনক সাফল্য

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ছড়িয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রধান হাতিয়ার হতে পারে ভ্যাকসিন। এরই মধ্যে ডেঙ্গুর প্রথম ওষুধে সন্তোষজনক সাফল্য পাওয়া গেছে। শুক্রবার (২০ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে আমেরিকান সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিনের বার্ষিক সভায় এই তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ওষুধ ও টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানি জনসন অ্যান্ড জনসন।

জনসন অ্যান্ড জনসনের ইউরোপীয় শাখা জ্যানেসেনের প্যাথোজেন বিভাগের গবেষক মার্নিক্স ভ্যান লুক বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, সম্প্রতি তাদের তৈরি ডেঙ্গুর ওষুধটির মেডিকেল ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই ট্রায়ালের ফলাফল বেশ সন্তোষজনক।

মার্নিক্স ভ্যান লুক জানান, ১১ জন স্বেচ্ছাসেবী এই ট্রায়ালে অংশ নিয়েছেন। ট্রায়ারের প্রথম পাঁচ দিনের প্রতিনিদ এই তাদেরকে ওষুধের হাইডোজ সেবন করানো হয়েছে, তারপর স্বেচ্ছাসেবীদের সম্মতির ভিত্তিতে তাদের দেহে প্রবেশ করানো হয়েছে ডেঙ্গু ভাইরাসের একটি দুর্বল ধরন, যেটি স্বাস্থ্যের জন্য কোনো হুমকি সৃষ্টি করতে বা ছড়িয়ে পড়তে অক্ষম।

তারপর ফের ২১ দিন তাদেরকে ফের নিয়মিত তাদেরকে খাওয়ানো হয়েছে সেই ওষুধ।

ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রবেশের কয়েক দিন পর ১১ স্বেচ্ছাসেবীর নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সেই পরীক্ষায় ৬ জনের দেহে ভাইরাসের অস্তিত্বই পাওয়া যায়নি; বাকি ৫ জনের দেহে ভাইরাসটির অস্তিত্ব শনাক্ত হলেও তারা সবাই পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ২১ দিনের আগেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ডেঙ্গু ভাইরাসের ৪টি ধরন রাজত্ব করছে। রয়টার্সকে মার্নিক্স ভ্যান লুক জানিয়েছেন, এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালে প্রবেশ করবে জনসন অ্যান্ড জনসন এবং এই পর্যায়ে ডেঙ্গু ভাইরাসের সবচেয়ে প্রচলিত চারটি ধরনের ওপর ওষুধটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে।

ডেঙ্গু ভাইরাসের একমাত্র বাহক এডিস মশা। জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাত বাড়তে থাকায় গত প্রায় দু'দশক বিশ্বজুড়ে এডিস মশার বিস্তার বাড়ছে, তার সঙ্গে বাড়ছে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও।

আবহাওয়াগত কারণে রোগের সবচেয়ে বেশি প্রকোপ পরিলক্ষিত হচ্ছে এশিয়ার মৌসুমি জলবায়ুর দেশগুলোতে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলভুক্ত বাংলাদেশে চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১ হাজারেরও বেশি মানুষ।

ডেঙ্গুর কোনো ওষুধ এখনও বাজারে আসেনি; এটির কোনো স্বীকৃত চিকিৎসাপদ্ধতিও নেই। মূলত এই কারণেই হুমকি হয়ে উঠেছে রোগটি। জনসন অ্যান্ড জনসনের ওষুধটি যদি বাজারে আসে, সেক্ষেত্রে সেটি হবে বিশ্বের ইতিহাসে ডেঙ্গুর প্রথম ওষুধ।

কিন্তু জনসন অ্যান্ড জনসনের ওষুধটি কি এশিয়ার মৌসুমি জলবায়ুর দেশগুলোতে ডেঙ্গুর প্রকোপ ঠেকাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে? রয়টার্সের এ প্রশ্নের জবাবে ভ্যান লুক বলেন, 'আমরা সবে মাত্র ওষুধটির প্রথম ট্রায়াল শেষ করেছি। আরও অন্তত দু'টি ট্রায়াল বাকি রয়েছে এখনও। তবে আমরা আশা করছি, এটির কার্যকারিতা বিশ্বের সব অঞ্চলে একই রকম হবে।'

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্পফুল্লী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছেন না আমেরিকার তরুণেরা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

অব আমেরিকার এক সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে এসেছে।

১৮ থেকে ২৬ বছর বয়সী ১ হাজার ১০০ জন তরুণ তরুণী এ ব্যাংক অব আমেরিকার জরিপে অংশ নিয়েছিলেন। এদের ৭৩ শতাংশই বলেছেন, দাম বাড়ার কারণে তারা তাদের জীবনযাপনে পরিবর্তন এনেছেন। জরিপে অংশ নেওয়া ৪৩ শতাংশ জানিয়েছে, তাঁরা রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পরিবর্তে বাড়িতেই রান্না করে খাচ্ছেন। ৪০ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা পোশাক কেনা বাবদ খরচ কমিয়ে দিয়েছেন। আর ৩৩ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা নিত্যপ্রয়োজনীয় মুদিপণ্য কেনা কমিয়ে দিয়েছেন। ব্যাংক অব আমেরিকার রিটেইল ব্যাংকিংয়ের প্রেসিডেন্ট ও' নিল রয়টার্সকে বলেন, তরুণ প্রজন্ম নানা উপায়ে অর্থনৈতিক মুক্তি খুঁজছে। তারা অসহনীয় মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলা করতে গিয়ে জীবনযাপনে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হচ্ছে। গত বছর থেকেই আমেরিকায় পেট্রোল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে। মুদ্রাস্ফীতি অসহনীয় পর্যায়ে ঠেকেছে। ব্যাংক অব আমেরিকার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্রায়ান ময়নিহান গত মাসে বলেছিলেন, ভোক্তাদের নগদ ব্যালেন্স কমে আসছে। তবে তিনি আমেরিকার আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে দাবি করেছিলেন। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি ১০ জন তরুণের মধ্যে চারজনই গত বছর থেকে আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। তারা তো সঞ্চয় করতে পরছেনই না, উপরন্তু ঋণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা থেকে খুব শিগগিরই উন্নতি হবে বলে মনে করেন না মার্কিন তরুণেরা। জরিপে অংশ নেওয়া বেশির ভাগ তরুণ বলেছেন, আগামী বছরেও অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।- রয়টার্স

পুতিনের কপাল খুলছে, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে দুশ্চিন্তায় ইউক্রেন

৫ পৃষ্ঠার পর

করছেন সময় এখন রাশিয়ার সবচেয়ে বড় মিত্র এবং হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে পুতিনের কপাল খুলে যাচ্ছে।

এশিয়া টাইমসের এক প্রতিবেদনে ইউনিভার্সিটি অব হালের গোয়েন্দা ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে অধ্যাপক রবার্ট এম ডোভার বলেছেন, ইসরায়েল-হামাস সংঘাতে রাশিয়ার কূটনৈতিক অবস্থান এখনো পরিষ্কার নয়। ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া ইসরায়েলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। সে কারণেই ইউক্রেনে আগ্রাসনের পর ইসরায়েল রাশিয়াকে নরম সুরে সমালোচনা করেছে। মস্কো মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এমনকি যুদ্ধরত দেশগুলোর মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে নতুন যে সংঘাত জন্ম হলো, তাতে রাশিয়া নিশ্চিত করেই লাভবান হবে, কিন্তু এতে ক্রীড়নকের ভূমিকায় আসতে পারবে না।

রাশিয়া আরও একটি ক্ষেত্রে লাভবান হবে। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিডেন্ট নির্বাচনে আলোচনার একেবারে কেন্দ্র থেকে রাশিয়া গুরুত্ব হারাবে। ইউক্রেনকে দেওয়া সমর্থনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রে অসন্তোষ বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলকে সমর্থন দিতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। এসব বাস্তবতা ইউক্রেন সংঘাত অবসানে নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করতে হতে পারে।

২০২৫ সালেও যদি ইউক্রেন সংঘাত চলতে থাকে, তাহলে রাশিয়া নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে থাকবে।

মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে দুশ্চিন্তায় ইউক্রেন

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের সংঘাতের জের ধরে ইউরোপ ও অ্যামেরিকার মনোযোগ ও সহায়তা নিয়ে ইউক্রেনে অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সের প্রেসি□ডেন্ট মাক্রোঁ অবশ্য জেলেনস্কির সংশয় দূর করার চেষ্টা করলেন।

গত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে মধ্যপ্রাচ্য সংকট সংবাদের শিরোনাম দখল করায় ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কে খবর ও আগ্রহে কিছুটা ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। অথচ রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পশ্চিমা বিশ্বের লাগাতার সাহায্য ইউক্রেনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্বলতা অনিবার্য। সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি তাই কিছুটা উদ্বিগ্ন। বুধবার এক টেলিফোন সংলাপে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ তাঁকে অবশ্য আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ফ্রান্স তথা ইউরোপের তরফ থেকে ইউক্রেনের প্রতি অঙ্গীকার খর্ব করা হবে না। তার মতে, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সংকট নিয়ে ব্যস্ততা সত্ত্বেও ইউক্রেনের থেকে নজর সরে যাবে না।

আসন্ন শীতকালে রাশিয়া গত বছরের মতো ইউক্রেনের অবকাঠামো ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার উপর আকাশপথে হামলা চালাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বণ্টনের অবকাঠামোর উপর আক্রমণের ফলে অনেক মানুষকে শীতের মধ্যেও কষ্টে থাকতে হয়েছে। এবারও সে রকম হামলা হলে তার আগে ইউক্রেনের সামরিক ক্ষমতা যতটা সম্ভব বাড়ানো প্রয়োজন বলে জেলেনস্কি ও মাক্রোঁ মনে করেন।

ইউক্রেনের সামরিক ক্ষমতা নিয়ে বিদ্রুপ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন। তাঁর মতে, মার্কিন প্রশাসন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার ফলে আখেরে ইউক্রেনের যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত হবে। বেইজিং-এ এক সংবাদ সম্মেলনে পুটিন বলেন, কিয়েভকে এটিএসিএমএস মিসাইল সরবরাহ করে ওয়াশিংটন ভুল করেছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এর ফলে কোনো পরিবর্তন হবে না বলে তিনি দাবি করেন। উল্লেখ্য, বুধবারই রুশ কর্মকর্তারা অধিকৃত বেরডিয়ানস্ক শহরে সেই মিসাইলের হামলার অভিযোগ করেছেন। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি সগর্বে এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের কথা জানিয়ে ওয়াশিংটনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তবে কবে ও কোথায় সেটি নিক্ষেপ করা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানান নি। উল্লেখ্য, ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলা অব্যাহত রয়েছে। একাধিক শহরে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে পশ্চিমা জগতের ব্যস্ততা রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে বলেও অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন। শুধু ইউক্রেনের জন্য সামরিক সহায়তা কমার সম্ভাবনাই নয়, ইউক্রেনে রাশিয়ার 'কুকীর্তি' অনেকটা ঢাকা পড়ে যাবে বলে রুশ নেতৃত্ব মনে করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইউক্রেনের উপর হামলার মাত্রা আরো বাড়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মিশর সীমান্ত দিয়ে গাজায় ঢুকেছে ত্রাণের ২০টি ট্রাক

৫ পৃষ্ঠার পর

পরপর ট্রাকগুলো গাজায় ঢুকতে শুরু করে। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

ইসরায়েলের হামলা ও অবরোধের মুখে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন ফিলিস্তিনিরা। খাবার, পানি, জ্বালানির সংকটে থাকা লাখ লাখ গাজাবাসীর জন্য ২০ ট্রাকের এই সহায়তা খুবই সামান্য।

এখন পর্যন্ত এই ক্রসিং দিয়ে ২০ ট্রাক ত্রাণ পৌঁছানোর অনুমতি দিয়েছে ইসরায়েল। সেটি বাড়ানো হবে কিনা জানা যায়নি।

রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিসের কর্মকর্তা জুলিয়েট তৌমা বলেছেন, "গাজার নাগরিকদের টেকসই এবং ধারাবাহিক মানবিক সহায়তা দরকার বিশেষ করে পানি সরবরাহ কেন্দ্রগুলোর জন্য জ্বালানি। গাজায় পানি ফুরিয়ে আসছে, কোথা কোথাও একেবারেই পানি মিলছে না।"

ইসরায়েলি বাহিনীর দীর্ঘদিনের চলমান দমন- পীড়ন ও দখলদারিত্বে প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর সিরিজ রকেট হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। তাদের হামলায় এখন পর্যন্ত ১,৪০০ জনের বেশি ইসরায়েলির মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে হামলার জবাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল। ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ৪,০০০ এর বেশি ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, গাজার প্রায় ১০ লাখ মানুষ এই সংঘাতের কারণে ঘরছাড়া হয়েছেন।

এক বছরে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ৭%

৫ পৃষ্ঠার পর

যায়। যা দেশের অর্থনীতির জন্য আরেকটি খারাপ খবর নিয়ে এসেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, এ অর্থবছরে ইক্যুইটি বিনিয়োগ ৪০.৯১% হ্রাস পেয়েছে, যেখানে আন্তঃ-কোম্পানি ঋণ ৪০.১৪% হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে বিদ্যমান বিদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনরায় বিনিয়োগ ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সময়ে সর্বোচ্চ এফডিআই এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে মোট ৬২২ মিলিয়ন ডলার ও কোরিয়া প্রজাতন্ত্র ৬০৩ মিলিয়ন ডলার।

এছাড়াও এই সময়ে নেদারল্যান্ডস (৫১২ মিলিয়ন ডলার), হংকং (৩৭১ মিলিয়ন ডলার), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৩৪৭.২ মিলিয়ন ডলার), সিঙ্গাপুর (৩৩০.৬২ মিলিয়ন ডলার) ও চীন গণপ্রজাতন্ত্রী (২৩২ মিলিয়ন ডলার) এফডিআই করেছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড), রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) ও অ-রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মাধ্যমে (নন-ইপিজেড) এফডিআই পেয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নন-ইপিজেড অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি এফডিআই পেয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ২.৮ বিলিয়ন ডলার। অপরদিকে ইপিজেডে ৪০৬ মিলিয়ন ডলার এসেছে।

ইজেড এলাকাগুলো প্রায় ৪.২ মিলিয়ন ডলার এফডিআই অর্জন করেছে। এ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.২ বিলিয়ন ডলার।

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

5 HOURS PRE LICENSING COURSE

OUR SERVICES

- Professional Certified Male & Lady Instructor.
- Flexible Lesson Timing
- Pickup, Drop Off from your Convenient Location
- All Types of DMV Express Services

6 Hours Defensive Driving Course (DDC)

BEGINNER'S DMV EXPRESS SERVICE

DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন

PLEASE CALL
(929) 244 7730
www.bdacademy.nyc

71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.

129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

যুক্তরাষ্ট্রের হোটেল-রেস্তোরাঁতে হালাল খাবারের চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়ছে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

এখনো আমেরিকাতে মুসলমান জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম হলেও মুসলমান জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে পিউ রিসার্চ সেন্টারের প্রাক্কলন মতে আমেরিকাতে মুসলমান জনসংখ্যার অংশ ২০১০ থেকে ২০৫০ সময়কালে দ্বিগুণেরও বেশি বাড়বে (০.৯% থেকে ২.১%)। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হালাল হোটেল-রেস্তোরাঁ খোলার হার যেভাবে বাড়ছে তাতে বোঝাই যায় আমেরিকান অর্থনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বাড়ছে।

জাতিগোষ্ঠী থেকে মূলধারায়

রান্নার বই মাই হালাল কিচেন-এর লেখক ইভান মাফেই বলেন, হালাল খাবার আমেরিকান সমাজের মূলধারায় স্থান করে নিয়েছে। তার মতে এটি একটি বিবর্তন যা এর আগে ২০ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে মেক্সিকান খাবারের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

"এটি এমন কিছু যা নিয়ে শুধুমাত্র [মুসলিম] জনগোষ্ঠী ১৫ বছর আগে কথা বলত, কিন্তু এখন আমার বন্ধুরা যারা কখনো মধ্যপ্রাচ্যে যায়নি কিংবা হালাল কী তা জানে না তারাও হুমাস, ফালাফেল ও শর্মা কী তা ঠিক জানে এবং তারা এই ধরনের খাবার পছন্দ করে।" (মধ্যপ্রাচ্যের সকল খাবার ইসলামিক আইনের অধীনে অনুমোদিত উপাদান দিয়ে প্রস্তুত করা হয় না, তবে এমন সংস্থা রয়েছে যারা হালাল উপাদান কোনগুলো তার সার্টিফিকেট দেয় এবং খাদ্য প্রস্তুতকারীদের হালাল খাবারের লেবেল সরবরাহ করে)

আমানউল্লাহ বলেন যে, ২০০০ দশকের শুরুতে পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে অল্প কয়েকটি হালাল রেস্তোরাঁ দেখা যেতো, যেগুলো

আকারে ছোট এবং মূলত পরিবার দ্বারা পরিচালিত ছিল এবং তারা "রেস্তোরাতে বাসার আমেজে খাবার" পরিবেশন করতো। তাদের গ্রাহকদের বড় অংশ ছিল মনেপ্রাণে আরব কিংবা দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীরা।

ওয়াশিংটনের কাছাকাছি থাকে এমন একজন ইন্সটাগ্রামার সারাহ আব্বাসী (@ঘড়ঃণড়ঁৎআবৎধমবঐধষধষ) বলেছেন, "আপনি এখন এই এলাকায় যে কোনো সংস্কৃতি বা জাতিগোষ্ঠীর হালাল উপায়ে রান্না করা খাবার খুঁজে পেতে পারেন।" আব্বাসী সকল দেশের হালাল খাবার নিয়ে ইন্সটাগ্রামে পোস্ট বা রিভিউ দিয়ে থাকেন যা পেরুভিয়ান থেকে কোরিয়ান যে কোন কিছু হতে পারে।

বেশি গ্রাহক, ততো কম খরচ

আমানউল্লাহ হালাল রেস্তোরাঁর দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য দু'টি অর্থনৈতিক কারণকে কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন: বাজারে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ এবং রেস্তোরাগুলোতে হালাল পণ্য ক্রয়ে খরচ বেশি না হওয়া।

আমানউল্লাহ বলেন যে, "মুসলমানদের সংখ্যা দেশের মাত্র ১% কিন্তু প্রধান প্রধান মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোয় এই সংখ্যা ৫,৬ কিংবা কোথাও কোথাও ১০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।"

হালাল এবং অন্যান্য মাংসের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য কমে আসাতে রেস্তোরাঁর মালিকদের পক্ষে হালাল বেছে নেওয়া সহজ হচ্ছে। আমানউল্লাহ কম খরচের প্রধান কারণ হিসেবে কানসাসের মতো মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলীয় স্টেটে হালাল মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরেন।

ঘটনাক্রমে হালাল

ডেভের হট চিকেন এবং এলিভেশন বার্গার হালাল হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠাকে আমানউল্লাহ "অপ্রত্যাশিতভাবে হালাল" রেস্তোরাঁ বলছেন। এলিভেশন বার্গার যখন থেকে মানসম্মত মাংসের জন্য হালাল মাংস সরবরাহকারীকে বেছে নেয় এবং আমানউল্লাহর ওয়েবসাইটে রেস্তোরাঁটি তালিকাভুক্ত হয়, তারপর থেকেই এই চেইন রেস্তোরায় বিপুল সংখ্যক মুসলমান ক্রেতারা আসতে শুরু করে। মুসলমান ক্রেতাদের এই ভীড় রেস্তোরার মালিকদের আকৃষ্ট করে এবং তারা হালালের প্রতি আগ্রহী হয়। এবং পরে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে হালাল বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের রেস্তোরায় হালাল স্টিকার লাগানো হয়," আমানউল্লাহ বলেন।

ভার্জিনিয়ার ফলস চার্চে লা টিঙ্গেরিয়া একটি ঐতিহ্যবাহী মেক্সিকান রেস্তোরা হিসেবে তাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এবং এর মালিক ডেভিড আন্দ্রেস পেনিয়া কোন এক ছুটির দিনে পরীক্ষামূলকভাবে তার রেস্তোরাঁয় হালাল মেনু রেখেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি দেখতে পান যে, ওই সময়ে খাবারের চাহিদা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে ডেভিড তার রেস্তোরাঁয় হালাল মেনু চালু করেন।

"নিজেদের রেস্তোরাঁয় হালাল খাবার চালু করায় আমরা সহজেই অনেক প্রতিযোগী থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে ফেলতে পেরেছিলাম। যেখানে অন্য কোন মেক্সিকান রেস্তোরাঁ মুসলমান জনগোষ্ঠীকে আলাদাভাবে ক্রেতা হিসেবে বিবেচনা করে নাই বা তাদেরকে পৃথকভাবে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করে নাই, তখন আমরা সেটা করেছি। অন্যরা যখন শুকরের মাংস ও মদ বিক্রি করছিল, তখন হালাল খাবার বিক্রি করার মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাই এবং আমাদের রেস্তোরাঁ অন্য আরেকদল মানুষের জন্য গন্তব্যস্থলে পরিণত হয়, যারা হালাল খাবারের রেস্তোরাঁ খুঁজছিল," পেনিয়া বলেন।

অর্থনৈতিক কারণের বাইরেও আমানউল্লাহ আমেরিকান সমাজে মুসলমানদের বড় পরিসরে একত্রীকরণকেও গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন যে, "আমেরিকাতে হালাল শব্দটিকে কোন খারাপ শব্দ হিসেবে দেখা হয় না।" আর সে কারণেই "আপনি [নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক খাবারের চেইন রেস্তোরাঁ] দ্য হালাল গাইজ দেখতে পাবেন এবং এ নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই!"

ইসরাইলকে আক্রমণ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট, নিউইয়র্কে চাকরি হারালেন ২ নারী

৫৮ পৃষ্ঠার পর

করছিলেন। হুসাইনোভা তার ইনস্টাগ্রাম আইডিতে লেখেন, গাজায় খ্রিষ্টান হাসপাতালে হামলার জন্য দখলদার ইসরাইল জনজম্মুখে কৃতিত্ব নিয়েছিল এবং বলেছিল হাসপাতালের ভেতরে 'সন্ত্রাসীদের' হত্যা করতে তারা এই হামলা করেছে। হামলা করে তারা সফল হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছিল। 'কিন্তু হামলার ভিডিও সামনে আসার পর জানা গেল সব বেসামরিক লোক হতাহত হয়েছে।এরপর তারা (ইসরাইল) তাদের হামলার কৃতিত্বের জন্য করা টুইটবার্তাটি মুছে ফেলল এবং বলল ফিলিস্তিনিরা নিজেরাই এই হামলা চালিয়েছে'। এরপর হুসাইনোভা লেখেন, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কেন হিটলার তাদের (ইহুদি) সবার থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিলেন'। তার পোস্টটি নজরে আসার পর তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে নিউইয়র্ক পোস্টকে নিশ্চিত করেছে সিটি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। সিটি ব্যাংকের মুখপাত্র বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ইহুদিবিদ্বেষী মন্তব্য করায় আমরা তার চাকরি বাতিল করেছি। আমরা ইহুদি বিরোধিতা ও ঘৃণাবাচক বক্তব্যের নিন্দা করি এবং আমাদের ব্যাংকে এটি সহ্য করা হয় না।

এদিকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসকে সমর্থন করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট দেওয়ায় চাকরি হারিয়েছেন আরেক নারী চিকিৎসক। তার নাম দানা দিয়াব। তিনি নিউইয়র্কের লেনক্স হিল হাসপাতাল এবং ব্রুকডেল ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল ও মেডিকেল সেন্টারের একজন জরুরি কক্ষের চিকিৎসক।

দানা দিয়াব দক্ষিণ ইসরাইলে সঙ্গীত উৎসবে হামাসের হামলাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, 'দখলদার ইহুদিবাদী বসতিরা তাদের নিজস্ব ওষুধের স্বাদ পাচ্ছে'।

ইসরাইল বিরোধী এই পোস্টের সঙ্গে ফিলিস্তিনের পতাকার ইমোজি যোগ করেছিলেন এই চিকিৎসক।

ট্রাম্পকে ৫ হাজার ডলার জরিমানা, আদালতের আদেশ অমান্য করলে জেলে পাঠানোর হুমকি বিচারকের

৫৮ পৃষ্ঠার পর

এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্প আদালতের আদেশ অমান্য করেছেন। আদেশে বিচারক আর্থার আরো বলেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যে ট্রাম্পকে নিউইয়র্ক ল ইয়ার্স ফান্ড ফর ক্লায়েন্ট প্রোটেকশনের একাউন্টে জরিমানার পাঁচ হাজার ডলার জমা দিতে হবে। ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত হোক, এই কাজ আর করা যাবে না। এমন কাজ আবার করলে ট্রাম্পকে কারাগারে যেতে হতে পারে। ট্রাম্প আগেই ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে চান। আগামী বছর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে নানা ধরনের আইনি ঝামেলায় জড়িয়েছেন তিনি। অভিযুক্ত হয়েছেন ফৌজদারি অপরাধেও।- এএফপি

নিউইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশী উবার চালক নিহত

৫৮ পৃষ্ঠার পর

হাসান কুইন্স বাউন্ড বেল্ট পার্কওয়ের পূর্বদিকে টয়োটা প্রিয়েস চালাচ্ছিলেন। এসময় তার পিছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা বিএমডাব্লিউর চালক হাসানের গাড়িতে ধাক্কা দেন। এতে হাসানের গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হাসানকে স্থানীয় লুথারান মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে গেলে সেখানে কর্মরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দূর্ঘটনায় রাকিবুল হাসানের গাড়িটি দুমরে-মুচরে যায়।

এদিকে দূর্ঘটনার শিকার অপর দুই গাড়ির চালকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। তবে এই ঘটনায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার দেখানো হয়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন এবং ঐতিহ্যবাহী মেজবান অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকা আয়োজিত মিলাদ মাহফিল ও মেজবানে প্রবাসী চট্টগ্রামবাসী ছাড়াও বাংলাদেশি কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। আয়োজনে ছিল বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূণ্যময় জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা, দোয়া, মিলাদ মাহফিল এবং মেজবান। অনুষ্ঠানে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান হয়।

মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোফাচ্ছিরে কুরআন, আওলাদে রাসুল (সা.) ও বাংলাদেশের দিনাজপুর ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা ড. সাইয়িদ এরশাদ আহম্মেদ আল্ বোখারি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অর্গাইনাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকার সদস্য সচিব জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ ও কর্নফুলী ট্রাভেলসের সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ সেলিম হারুন।

মিলাদ মাহফিলে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের পর নাত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানের আহবায়কের দায়িত্বে ছিলেন আলী আকবর বাপ্পি। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অর্গাইনাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকার নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহানবী (সঃ)-এর বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে ড. সাইয়্যিদ এরশাদ আহম্মেদ আল্ বোখারি বলেন, রাসূল (সা.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের শান্তির দূত হিসেবে সমগ্র বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাঁর আগমনের এই স্মৃতিকে ধারণ করে প্রতি বছর আমরা পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপন করি।

ড. সাইয়্যিদ এরশাদ আহম্মেদ আল্ বোখারি বলেন, বিশ্ববাসীকে মুক্তি ও শান্তির পথে আহ্বান জানান মহানবী (সঃ)। প্রতিষ্ঠা করেন মানুষের মর্যাদা ও অধিকার। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বিশ্বে প্রিয়নবী (সা.) এর অনুপম জীবনাদর্শ, তাঁর সর্বজনীন শিক্ষা ও সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমেই বিশ্বের শান্তি, ন্যায় এবং কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে। মহানবীর (সঃ)-এর আদর্শই আজকের বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মহানবীর আদর্শ অনুসরনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জীবন চরিতের আলোকে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, এক শ্রেণীর জ্ঞানপাপী সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সা.) কে সাধারণ মানুষের সাথে তুলনা করেন। এ জ্ঞানপাপীরা জানেনা যে, রাসূল (সা.)কে সাধারণ মানুষ মনে করলে ঈমানই থাকবে না। যারা ইসলামের কথা বলে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে ধর্মের বদনাম করছে, তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

মাহফিলে মুসলিম উম্মাহ ও বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন ড. সাইয়্যিদ এরশাদ আহম্মেদ আল্ বোখারি।

মেজবানে ভাতের সঙ্গে গরু, খাশি এবং লাউ-ডালের তরকারি দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। প্রবাসী চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ আপ্যায়নে সহযোগিতা করেন। দলমত নির্বিশেষে সকল ভেদাভেদ ভুলে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীসহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষজন এ মেজবানে অংশ নেন।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অর্গাইনাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকার সদস্য সচিব মোহাম্মদ সেলিম হারুন জানান, চট্টগ্রামের ঐতিজ্যবাহী এই মেজবান ২০১৪ সাল থেকে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আনন্দ উদ্দীপনার মাধ্যমে বিশাল এ মেজবানে প্রায় ৪ হাজার লোকের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে এই মেজবানে অতিথি রা উপস্থিত হন।

অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন মোহাম্মদ সামশুল আলম চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার শেখ খালেদ, মোহাম্মদ হানিফ, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, কাজি নয়ন, মোহাম্মদ আরিফ, কামাল হোসেন মিঠু, নবী হোসেন, মাকসুদুল হক, আবু তাহের, সাইফুদ্দিন খান স্বপন, এনাম চৌধুরী, সৈয়দ এম রেজা, মোহাম্মদ রাসেল, বদিউল আলম বদি, মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাশেমী, আবুল কাশেম (চট্টলা), আলী নূও, জাফর ইকবাল খান, মোহাম্মদ ইসাহাক প্রমুখ।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অর্গাইনাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকার সদস্য সচিব মোহাম্মদ সেলিম হারুন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।-সুত্র ইউএসএ নিউজ

আমেরিকার মুলধারার রাজনীতিবীদ গিয়াস আহমেদের লং আইল্যান্ডের বাসভবনে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: ফোবানার চেয়ারম্যান, জেবিবিএ'র সভাপতি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, আমেরিকার মুলধারার রাজনীতিবীদ গিয়াস আহমেদের নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের বাসভবনে গত ১৬ অক্টোবর সোমবার পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আলোচনা, দু'য়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন কর হয়।

আহলে বাইত জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি ড. সাঈয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রব্বানী বদরপুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক গিয়াস আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিলাল মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আজহারী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্কচেস্টার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব জুবায়ের রাশিদ, কমিউনিটি একটিভিষট সৈয়দ উমায়ের হাসান, মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ মো. আতিকুর রহমান, আহলে বাইত মসজিদের ইমাম হাফেজ টিপু সুলতান প্রমুখ।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলোয়াত করেন সৈয়দ মুসতানজিদ বিল্লাহ রব্বানী, নাতে রসুল পাঠ করেন আন্তর্জাতিক নাতে খা কারী মুহাম্মদ ফারুক, সৈয়দ মুসতায়িন বিল্লাহ রব্বানী এবং করিম হাওলাদার। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে নবী (সাঃ) এর শুভাগমনে আনন্দ উৎসব পালন করবার জন্য মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন। সুরা ইউনুসের ৫৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে রসুল আপনি বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমত প্রাপ্তিতে মুমিনরা যেন খুশি উৎযাপন করে। মুমিনদের এই খুশি উৎযাপন তাদের সমসত কর্ম ফল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হবে।" আল্লাহ তায়ালা সুরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে এই "রহমত" সম্পর্কে বলেন, "আমি আপনাকে মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র জগৎ সমুহের রহমত রুপে পাঠিয়েছি।"

বক্তাগণ বলেন, নবী সাঃ হলেন আমাদের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম রহমত। আর এই রহমত প্রাপ্তিতে শুধু মুমিনরাই খুশি উৎযাপন করবে। পথভ্রষ্ট ওহাবী সালাফি এবং জংগী মতাদর্শের লোকদের ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের সৌভাগ্য হবে না।

বক্তাগণ আরও বলেন, বর্তমানে নবী সাঃ এর মান শান নিয়ে আলোচনা করলেই এব শ্রেণীর আলেম ওলামার গা জ্বলে যায়। নবী সাঃ এর জন্মের সময় শয়তান সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেয়েছিল। তেমনি নবী সাঃ এর জন্মের দিন উদযাপন করলে কতিপয় ওলামার গা জ্বলে। আগের দিনে সারা বিশ্বে ঈদে মিলাদুন্নবী, দুরুদ মিলাদ কিয়ামের প্রচলন ছিল। তখন মুসলমানরা অর্ধেক দুনিয়া শাসন করেছে। মুসলমানরা ছিল সুপার পাওয়ার। কিন্তু ইংরেজদের চক্রান্তে সৌদী আরবে ওহাবীদের আগমনের ফলে মুসলমনাদের অধপতন শুরু হয়। সৌদী আরবে আল সৌদ পরিবার এবং ওহাবী মতবাদের গুরু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবী নজদী ইংরেজদের চক্রান্তে উসমানিয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে খিলাফত ভেঙ্গে রাজতন্ত্র কায়েম করে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য ইংরেজদের দখলে চলে যায় এবং ইসরাইল নামক দাজ্জালী রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। বর্তমান দাজ্জালী ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের জন্য মিলাদুন্নবী বিরোধী ওহাবীরাই দায়ী। এই সৌদী ওহাবীরাই আজ ঈদে মিলাদুন্নবী সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে সমাজে ফেৎনা সৃষ্টি করে চলছে। বক্তরা সকলকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। শেষে ফেলেস্টাইনে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী এবং সাধারণ নাগরিকদের হত্যাযজ্ঞের নিন্দা জ্ঞাপন করে দোয়া করা হয়।

মিলাদ মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা এবং টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, নবযুগ সম্পাদাক শাহাব উদ্দিন সাগর, ইউএস অনলাইন সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেইন সেলিম, রুপসী বাংলা সম্পাদক শাহ জে চৌধুরী, ডাঃ মাসুদুর রহমান, আসিফ বারী টুটুল ও মুনমুন হাসিনা, নাসির আলী খান পল, এটর্নী নাজমুল আলম, বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক শিল্পী বেবী নাজনিন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভুইয়া, বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর নুরুল আজিম, সৈয়দ আকিকুল ইসলাম ফারুক, হাফেজ মাহমুদ, বাদল মির্জা, ফাহাদ সুলাইমান , আশা হোম কেয়ারের আকাশ রহমান, চৌধুরী ইসমাইল, তারেক হাসান, দোহার সমিতির সভাপতি দুলাল বেহেদু ও সাধারন সম্পাদক মাকসুদ চৌধুরী, বিএনপি নেতা ডাঃ আবদুস সবুর, মোশাররফ হোসেন সবুজ, রিয়াজ মাহমুদ, যুবদল নেতা আবুল কাশেম, মনজুর মোর্শেদ , মিয়া আলিম পাখী , রংপুর সমিতির সভাপতি আশরাফ হোসেইন, শোটাইম মিউজিক এন্ড প্লের আলমগীর খান আলম, আনোয়ার হোসেইন, এডভোকেট জামাল আহমদ জনি, আব্দুর রাজ্জাক নাননু, আনোয়ার হোসেইন রাজ্জাক , মহসিন হোসেইন , মুক্তিযোদ্ধা আজাদ হোসেইন, বক্সার সেলিম, , আবদুল আজিজ, সালাউদ্দিন খোকন , জাকির হাওলাদার কানচন, শফিউদ্দিন সফা প্রমুখ । তবারক এবং আপ্যায়নের সাবিক দায়িত্বে ছিলেন কাজল মাহমুদ এবং শাহাদত হোসেইন রাজু। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাফেলোতে নিম্মির অনবদ্য উপস্থাপনায় ন্যান্সির কনসার্টে মুগ্ধ দর্শক শ্রোতা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

তিনি নিজে যেমন প্রাণ উজাড় করে গেয়েছেন তেমনি দর্শকদেরও মঞ্চে তুলে 'গাওয়াইছেন'।

কয়েক হাজার বাংলাদেশী অধ্যুষিত বাফেলো শহরে এই প্রথম বাংলাদেশিদের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের কোনো কীর্তিমান শিল্পীর একক পরিবেশনা বা কনসার্ট অনুষ্ঠিত হলো। এ আয়োজনটি করে বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক'র এনামুল হক রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছেন। সমবেত দর্শকদের অনেকেই বলেছেন, অবশেষে বাফেলোতে বড় পরিসরে বাংলা সংস্কৃতির যাত্রাটি শুরু হলো প্রমোটার এনামুল হকের হাত ধরে। অন্যদিকে এ কনসার্টে অনবদ্য উপস্থাপনা করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় উপস্থাপিকা শামসুন নাহার নিম্মি। ন্যান্সির গান এবং নিম্মির উপস্থাপনার প্রশংসা ছিল হলে উপস্থিত বাংলাদেশিদের মুখে মুখে। টিকিট কিনেই দর্শকরা কনসার্টটি উপভোগ করেন।

ন্যান্সি রাত পৌনে ৯ টার দিকে মঞ্চে এসে একে একে তার জনপ্রিয় গান, প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের গান পরিবেশন করেন। এছাড়া তিনি অন্তত এক ডজনের মতো অনুরোধের গানও পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বাফেলোর তরুণ প্রজন্ম ন্যান্সির গানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান শেষে ন্যান্সির হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন বাফেলোতে বসবাসরত বাংলাদেশের ভাষা সৈনিক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত শামসুল হুদা। এসময় জনাব শামসুল হুদা বাংলা ভাষার প্রবর্তন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক'র কর্ণধার এনামুল হক, বাবলু জাহাঙ্গীর ও স্পন্সর মোহাম্মদ উদ্দীন।

এবারে ন্যান্সির কনসার্টের স্পন্সর ছিলো ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট নাসরিন আহমেদ, ডাক্তার চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, শ্রীনাথ মধু- মধু সেঞ্চুরি অটো এন্ড বডি শপ বাফালো, বাংলাদেশ ড্রাইভিং স্কুল বাফালো- সোহেল হাওলাদার, মোহাম্মদ উদ্দিন রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর এন্ড মূলধারার রাজনীতিক, ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, জাহিদুল ইসলাম এবং ইউএস বাংলা ম্যানেজমেন্ট টিম, চা আড্ডা, বড়বাজার জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্ক, পার্থ গুপ্ত, পিজি হোম কেয়ার, নায়াগ্রা গাইস হালাল পিজা এন্ড বার্গার, উজ্জ্বল আলাদিন এন্ড জুয়েল, বাফেলো টাইগার্স, শামসদ্দিন আহমেদ এন্ড লক্ষ্মমান প্রাসাদ নেটওয়ার্ক। মিডিয়া পার্টনার ছিল বাফেলো বাংলা, দেশবাণী, ডিটিভি, দোয়েল টিভি ও নন্দন টিভি। কনসার্টে মার্টি ব্যান্ডের পারফরমেন্স ছিলো উল্লেখ করার মতো। সূত্র নবযুগ

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত রবিবার ১৫ অক্টোবর এস্টোরিয়া হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি তজমুল হোসেন ও সভা পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক মোঃ জাবেদ উদ্দিন। সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন জালাল চৌধুরী। সাধারণ সভায় সংঘটনের গঠনতন্ত্র সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন ও পরিবর্তনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করেন, গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপ কমিটির আহ্বায়ক ও সংগঠনের অন্যতম বোর্ড অব ট্রাস্টি সিরাজ উদ্দিন আহমদ(সোহাগ)। সাধরণ সভায় উপস্থিত সংগঠনের সদস্যগনের মতামতে ও ব্যাপক আলাপ আলোচনান্তে, সর্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাবগুলো সাধারণ সভায় গৃহিত হয়। অনুষ্ঠানে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ

জাবেদ উদ্দিন এবং সংগঠনের আয় ব্যয় এর বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট এবং সংগঠনের আয় ব্যয় সহ সার্বিক কার্যক্রমের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদকে, সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে; সংগঠনের সদস্য পদ নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ ও হালনাগাদ করন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বর্তমান কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ ছয় মাস বৃদ্ধি করা হয়। মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির অব ইউএসএ ইনক'র বোর্ড অব ট্রাস্টি ও সম্মানিত সদস্যগন সহ কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় বিপুল সংখ্যক মৌলভীবাজারবাসী সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ ছিদ্দিকুল হাসান, চৌধুরী সালেহ, সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, মনাওর আলী চৌধুরী, আব্দুল মছব্বির, দেওয়ান মোস্তাক রাজা, মিছবা মজিদ, মিয়া মোহাম্মদ আলতাব হোসেন ,জালাল চৌধুরী, সৈয়দ বেলাল হোসেন, আব্দুল মতিন, সৈয়দ এম রহমান, সুলেমান আহমদ, আহমদ জিলু, সোহান আহমদ টুটুল, সৈয়দ মামুন, শেখ শাদুকুর রহমান, সৈয়দ জুয়েল, বদরুন নাহার খাঁন মিতা, সৈয়দ রহমান আহমদ, মোঃ আব্দুল বাকী, আলমগীর হোসেন, আব্দুল মালিক, নুরে আলম জিকু, এনায়েত হোসেন জালাল, জাবেদ আহমেদ, আব্দুল মালিক রুকন, আহমেদ শফি, এম আশরাফুর রহমান, আরিফ আহমেদ, লিটন আহমেদ, আয়নুল হুদা, সৈয়দ আহমেদ, বশির খান, গিয়াস উদ্দিন, আবির চৌধুরী, সৈয়দ রহমান আহমেদ, মোঃ আব্দুল বারী, মোতালেব রাজা, আলমগীর হোসেন, আব্দুল আহাদ, মহসিন মিয়া, কামাল আহমেদ, সৈয়দ আলমগীর আহমদ, নুমান উল্লাহ, সুমন আহমদ, ইমরান আহমদ, লুকমান, সাগর চৌধুরী, সৈয়দ জিলাদ, আব্দুল আহাদ, আকতার হোসেন।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য সাধারন সভায় উপস্থিত ছিলেন তজমুল হোসেন, সৈয়দ রুহুল আলী সৈয়দ আবুল কাসেম, জাবেদ উদ্দিন, এমদাদ রহমান তরফদার, নিখিল দেবনাথ, শাহীন হাছনাত, জাহাঙ্গীর আলম, সৈয়দ ফাহমী, শাহীন মিয়া। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

ব্রুকলিনে ২২ অক্টোবর রবিবার মৌসুমের শেষ ও সর্ববৃহৎ পথমেলা

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২২ অক্টোবর রোববার ব্রুকলিনের চার্চ এণ্ড ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বছরের সর্বশেষ ও বর্ণাঢ্য পথমেলা। বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ইনক্ এর উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় ওই মেলা উদ্বোধন করবেন প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর এবং বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্ এর প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

গত শুক্রবার ১৩ অক্টোবর জ্যাকসন হাইটস্-এ বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার কার্যালয়ে এ উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। এসোসিয়েশনের সভাপতি লুৎফুল করিম ও সাধারন সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন এতে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন পথমেলার আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম, সদস্য সচিব এ এইচ খোন্দকার জগলু ও প্রধান সমন্বয়কারি মোশাররফ হোসেন মুন প্রমুখ।

মেলায় গেস্ট অফ অনার থাকবেন বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী আযম, সম্মানিত বিশেষ অতিথি থাকবেন নিউ ইয়র্ক সিটির ডিস্ট্রিক্ট ৩৯ এর কাউন্সিল উইম্যান সাহানা হানিফ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি থাকবেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী ও চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড.আবু জাফর মাহমুদ মৌসুমের শেষ পথমেলার আয়োজনকে সর্ববৃহৎ মেলায় পরিণত করার জন্য সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, শুধু গান বাজনা ও বিনোদনই এই মেলার উদ্দেশ্য নয়, এই মেলা নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি সমাজের ব্যবসা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। সন্দ্বীপের সন্তান হিসেবে জন্মভূমির পুরনো পরিচয় তুলে ধরে তিনি বলেন, আমি জন্মগ্রহণ করেছি নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপ, ১৯৫৪ সালের পর এটি হয়েছে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ। আর পুরো অবয়বে আমার পরিচয় আমি একজন বাংলাদেশি। ব্রুকলিনে বাংলাদেশিরা ব্যবসা বাণিজ্যে সবচেয়ে বড় সাফল্যের দৃষ্টান্ত গড়েছে, বহু বছর আগে সন্দ্বীপের কৃতি সন্তানেরাই ব্রুকলিনকে ব্যবসা বাণিজ্যের হাব-এ পরিণত করেছেন। তাদের এই সাফল্যের ধারাকে এগিয়ে নিতেই এখানে পথমেলার আয়োজন।

আবু জাফর মাহমুদ আরো বলেন, আমার চিন্তা চেতনাসহ পরো অবয়বটাই বাংলাদেশকে ঘিরে। তাই যখনই বাংলাদেশের নামে ভালো কিছু হতে দেখি তখন উঠে দাঁড়াই। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। বাংলাদেশ মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এর মেলার সাথেও সেভাবে রয়েছি। মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ও মেলার আয়োজকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কিশোর বয়সে থেকেই তারা আমার অনুসারী। আল্লাহর বিশেষ রহমত এই বয়সেও আমি তাদের পেয়েছি এবং তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারছি।

তিনি বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন সম্পর্কে বলেন, সংগঠনটি কোটারিভূক্ত নয় বরঞ্চ সকল বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের অর্ন্তভূক্তির লক্ষ্যে বর্তমান নেতৃত্ব কাজ করছে। সাগর পাড়ে যাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা তারাই ব্রুকলিনে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণ। ওই সাগর পাড়ের মানুষেরাই আজ আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে এসে এই ব্রুকলিনে গড়ে তুলেছে বাংলাদেশিদের বসতিকেন্দ্র। গড়ে উঠছে 'কাচারিঘর'ও।

আগামী রোববার ২২ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা অবধি এই মেলা চলবে। মেলায় দেশবরেণ্য শিল্পী রিজিয়া পারভীন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এছাড়াও থাকবেন নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় তারকা শিল্পী রানো নেওয়াজ, কৃষ্ণা তিথি ও নিপা জামানসহ প্রায় ১০ জন শিল্পী। মেলায় থাকবে আর্কষনীয় র‍্যাফেল ড্র। পুরস্কারের মধ্যে গাড়ি, নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক এয়ার টিকেট ও আইফোন থাকবে বলে জানিয়েছে পথমেলার আয়োজক কমিটি। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জন্য আরো ১০৬ বিলিয়ন ডলার চাইলেন বাইডেন

৫ পৃষ্ঠার পর

কয়েকজন আইনপ্রণেতা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইউক্রেনকে সহযোগিতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ শুরু করেছেন। তারা হুমকি দিয়েছেন সরকারের ব্যয় মেটানোর তহবিল আটকে দেওয়ার।

বাইডেনের বাজেট প্রধান শালন্দা ইয়ং এক চিঠিতে ভারপ্রাপ্ত স্পিকার প্যাট্রিক ম্যাকহেনরিকে বলেছেন, বিশ্ব তাকিয়ে আছে এবং আমেরিকার জনগণ সঠিকভাবে প্রত্যাশা করছেন তাদের নেতারা ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং তাদের অগ্রাধিকারগুলো বাস্তবায়ন করবেন।

তিনি আরও বলেছেন, আমি কংগ্রেসের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি এই বিলকে একটি বিস্তৃত ও সর্বদলীয় হিসেবে বিবেচনা করার জন্য। ১০৬ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ইউক্রেনের জন্য ৬০ বিলিয়ন, ইসরায়েলের জন্য ১৪ বিলিয়ন, ইউক্রেন ও বাকি বিশ্বের জন্য মানবিক সহযোগিতায় ১০ বিলিয়ন, সীমান্ত নিরাপত্তায় ১৪ বিলিয়ন, ইন্দো-প্রশান্ত ও তাইওয়ানের জন্য ৭ বিলিয়ন প্রস্তাব করা হয়েছে।- খবর দ্য গার্ডিয়ান

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতায় নিউ ইয়র্কে দোয়া মাহফিল

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপি'র উদ্দ্যেগে সাবেক তিনবারের প্রধান মন্ত্রী, আপোষহীন নেত্রী, গনতন্ত্রের মাতা, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের প্রান কেন্দ্রের ৭২স্টীট এবং রোজবেল্ট এভিনিউ'র ইসলামী সেন্টার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সাদেক সাহেবের পরিচালনার মাধ্যমে দোয়া ও মোনাজাতে বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ সহ অংগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্তিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পরিচালনা করেন সদস্য সচিব মোঃ বদিউল আলম, তাকে সহযোগীতা করেন যুগ্ম সদস্যসচিব ছাইদুর খান ডিউক।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক বেবী নাজনীন, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবদুল লতিফ সন্রাট, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম উদ্দিন ভূইয়া, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাংগীর এম আলম।

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্তিত ছিলেন যুগ্ম আহবায়কবৃন্দের মধ্যে রুহুল আমিন নাসির, আলমগীর মৃধা, জিয়াউল হক মিশন, মোঃ নাসির উদ্দীন, সদস্যবৃন্দের মধ্যে সিনিয়র সদস্য জামালুর রহমান চৌধুরী, কামাল হাওলাদার, মোঃহাসান ,যুবদলের মনিরুল ইসলাম মনির, মনিরুল ইসলাম, মহানগর দক্ষিনের জামাইকা ইউনিটের আজিজুল হাওলাদার, সোহেল রানা, মোঃ জাহাংগীর হোসেন, সহ অনেক নেত্রীবৃন্দ। দোয়া ও মিলাদ শেষে তবারক বিতারন করা হয়।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২০২৪ সালের নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহ্বায়ক হাসান ফেরদৌস

পরিচয় ডেস্ক: লেখক ও সাংবাদিক হাসান ফেরদৌসকে ৩৩তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মে মাসে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। সম্প্রতি মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কমিটির এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রবাসের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন মুক্তধারার আয়োজনে গত তিন দশকের বেশি ধরে অনুষ্ঠিত নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সর্ববৃহৎ বাংলা বইমেলা ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন হিসাবে ইতোমধ্যেই সর্বত্র আদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষার সেরা লেখক ও শিল্পীদের উপস্থিতি ছাড়াও উভয় বাংলার বিপুল সংখ্যক প্রকাশকের অংশগ্রহণের ফলে মেলাটি প্রবাসী বাঙ্গালিদের একটি সাংবাৎসরিক মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। এই মেলা প্রবর্তিত বাৎসরিক মুক্তধারা/জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার দেশে-বিদেশে লেখক ও সাহিত্য আমোদীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. নূরুন নবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির সভায় ২০২৪ সালের মে মাসে নিউ ইয়র্কে ৪দিন ব্যাপী মেলা আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত বছর অনুষ্ঠিত বইমেলার সম্মানিত অতিথি ও দর্শকদের দাবির প্রেক্ষিতে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কার্যকরী কমিটি বইমেলার নতুন নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এখন থেকে বইমেলার নতুন নাম 'নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা'। আশা করা হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যূন ৪০টি প্রকাশনা সংস্থা এই মেলায় অংশ নেবে । নিউ ইয়র্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের সাহিত্য সংগঠনকেও তাদের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। বৈঠকে ড. নূরন নবী আশা প্রকাশ করেন, বিগত বছর সমূহের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামী বইমেলা বিষয় বৈচিত্র ও অন্তর্ভূক্তিমূলক অংশগ্রহণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লেখক ও কলামিস্ট হাসান ফেরদৌস বইমেলার আহ্বায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তিনি নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং পরবর্তি মেলার সাফল্য কামনা করেন। প্রবাসের সুপরিচিত মুখ হাসান ফেরদৌস ১৯৮৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা, কাজ করেছেন জাতিসংঘের সদর দপ্তরে। তার আগে ঢাকায় সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন দৈনিক সংবাদ, ঢাকা কুরিয়ার ও সচিত্র সন্ধানী পত্রিকায়। কলাম লিখেছেন দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস, বাংলাদেশ টুডে, সানডে স্টার, ভোরের কাগজ এবং প্রথম আলো পত্রিকায়। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত ইংরেজি মাসিক ভয়েস অব বাংলাদেশ সম্পাদনা করেছেন কয়েক বছর। তিনি ২০টির অধিক গ্রন্থের লেখক, যার মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ভিত্তিক পাঁচটি গ্রন্থ। মুক্তধারার প্রধান নির্বাহী বিশ্বজিত সাহা আগামী মেলার আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হওয়ায় হাসান ফেরদৌসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সংগঠনের নবীন-প্রবীন সকল সদস্য ও সমর্থকদের সম্মিলিত চেষ্টায় আগামী বছর একটি স্মরণীয় বইমেলা আয়োজন সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত অভিবাসী বাঙ্গালিদের অংশগ্রহণে নিউ ইয়র্ক বইমেলা একটি প্রকৃত বিশ্বমেলায় রূপান্তরে হাসান ফেরদৌসের নেতৃত্ব বিশেষ সহায়ক হবে। তিনি জানান, খুব শীঘ্রই মেলার তারিখ ও স্থান ঘোষিত হবে। এব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য মুক্তধারার ওয়েব সাইটে www.nyboimela.org এই ঠিকানায় চোখ রাখতে তিনি অনুরোধ করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের বিজ্ঞাপনে আবুল হায়াৎ

পরিচয় ডেস্ক: নাট্যনির্মাতা ও অভিনেতা হাসান জাহাঙ্গীর বিজ্ঞাপন নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত। এবার তিনি গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের বিজ্ঞাপন তৈরি করছেন। এতে আবুল হায়াৎকে অভিনয় করতে দেখা যাবে। হাসান জাহাঙ্গীরের পরিচালনায় বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক 'ফ্যামিলি ডিসটেন্স'। এ ছাড়াও দুটি ওয়েব সিরিজের কাজও করছেন তিনি।

হাসান জাহাঙ্গীর জানান, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে যাবেন কানাডা। সেখানে কাজ শেষ করে নিউ ইয়র্ক যাবেন। সেখানেই আবুল হায়াৎকে নিয়ে বিজ্ঞাপনের শুটিং করবেন। এরপর দেশে ফিরে নতুন সিনেমা নির্মাণের তারিখ ঘোষণা করবেন।

২২ অক্টোবর রোববার বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন, প্রচারণা তুঙ্গে

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র নির্বাচন আগামী ২২ অক্টোবর রোববার। নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক এদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ হাজার। এবারের নির্বাচনে দুটি প্যানেল 'মান্নান-অপু' ও 'মিসবাহ-অপু' সরাসরি নির্বাচন করছে। 'মান্নান-অপু' প্যানেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বর্তমান সভাপতি আব্দুল মান্নান ও জসিম উদ্দীন জুয়েল। অপরদিকে 'মিছবাহ-অপু' প্যানেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিছবাহ আহমেদ ও রেজাউল আলম অপু। উল্লেখ্য গত নির্বাচনে 'মিছবাহ-অপু' প্যানেল পরাজিত হলেও এবার পুনরায় প্রার্থী হয়েছেন। নির্বাচন ঘিরে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচারণা এখন তুঙ্গে। জমে উঠেছে কমিউনিটির শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন হিসেবে অতীতের মতো এবারের নির্বাচন।

নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কে বিয়ানীবাজার সমিতির স্থায়ী ভবন আর এই এলাকার অধিকাংশ প্রবাসী বিয়ানীবাজারের হওয়ায় ওজনপার্ক এলাকা জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারায়। এই প্রচারনার ঢেউ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সিটির বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীদের বসতি এলাকা কুইন্সের জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস আর ব্রুকলীনের পার্কচেষ্টার। দুপুর থেকে শুরু করে মধ্য রাত পর্যন্ত চলছে এসব প্রচারণা। ইতিমধ্যেই প্যানেল দু'টির পক্ষ থেকে একাধিক পরিচিত সভাও হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, গতবারের তুলনায় এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। দুটি প্যানেলই শক্তিশালী। বলা হচ্ছে 'মান্নান-জুয়েল' প্যানেলের প্রার্থীরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বর্তমান সভাপতি আব্দুল মান্নান এই প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সমিতিকে আরো এগিয়ে যাওয়াই এই প্যানেলের লক্ষ্য।

'মান্নান-জুয়েল' প্যানেলে অন্যান্য প্রার্থীরা হলেন: সহ সভাপতি- নিজাম উদ্দীন, সহ সাধারণ সম্পাদক- রাজু আহমদ, কোষাধ্যক্ষ- আব্দুল হান্নান দুখু, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবু তৈয়ব তালহা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, দফতর সম্পাদক- আব্দুল হামিদ, প্রচার সম্পাদক- সামশুল ইসলাম, ক্রিড়া সম্পাদক- কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ এফ এইচ সোনার বলাই, ও মহিলা সম্পাদিকা- ফাতেমা শীলা। কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীরা হলেন: ফকরুল হক, নুর উদ্দীন, বদরুল উদ্দীন, হোসেন আহমদ, সামাদ আহমেদ,আব্দুস খান ও আবু জাফর। অপরদিকে এই প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জুয়েল ইয়ং, কমিউনিটির পরিচিত মুখ এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। পাশাপাশি 'মিসবাহ-অপু' প্যানেলের প্রার্থীরা অধিকাংশ নতুন মুখ নিয়ে প্যানেল দিলেও এই প্যানেলের দাবী যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবাজার উপজেলার পৌরসভা সহ ১০টি ইউনিয়নের সমাজ কর্মে পরীক্ষিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত তাদের প্যানেল।

'মিছবাহ-অপু' প্যানেলের অন্য প্রার্থীরা হলেন: সহ সভাপতি- মুহিবুর রহমান রুহুল, সহ সাধারণ সম্পাদক- আব্দুল ফাত্তাহ, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আবু হামিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক- মাহমুদুল কবির রুবেল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ছিদ্দিক আহমদ, দফতর সম্পাদক- শামসুল আলম শিপলু, প্রচার সম্পাদক- আবু রাসেল, ক্রিড়া সম্পাদক- জামিল আহমদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- ফয়েজ আহমদ ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- হাফসা ফেরদৌস হেলেন। কাযকরী সদস্য পদের প্রার্থীরা হলেন: মাহবুব উদ্দীন আলম, মোহাম্মদ আমিন উদ্দীন, ইকবাল হোসেন, রেজোয়ান আহমদ, মাসুদুর রহমান, শরীফ আহমদ ও ফরহাদ হোসাইন। খবর ইউএনএ'র।

মানুষের কল্যাণে নজরুল আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন

- নিউইয়র্কে নজরুল জয়ন্তী উৎসবে ড. উইনস্টন ল্যাংলি

পরিচয় ডেস্ক: নজরুল একজন পরিপূর্ণ বাঙালি হিসেব যিনি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, রাজনৈতিক হানাহানি, শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। তিনি আজীবন মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন নজরুল গবেষক ড. উইনস্টন ল্যাংলী। ১৪ অক্টোবর নিউইয়র্কে জ্যামাইকাস্থ মেরি লুইস একাডেমি মিলনায়তনে নজরুল একাডেমি ইউএসএ'র ১০ বছর পূর্তী উপলক্ষে আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী উৎসবের এক আলোচনায় নজরুল গবেষক ড. উইনস্টন ল্যাংলি এই মন্তব্য করনে।

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. উইনস্টন ল্যাংলী রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইমেরিটাস অধ্যাপক, এবং ম্যাসাচুসেটস বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাককরম্যাক গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সিনিয়র ফেলো, যেখানে তিনি ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত একাডেমিক বিষয়ের জন্য প্রভোস্ট এবং ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মানবাধিকার, বিশ্বব্যবস্থা, ধর্ম এবং রাজনীতির বিকল্প মডেল নিয়ে ড. উইনস্টন ল্যাংলী আজীবন কাজ করেছেন। তাঁর প্রকাশনাগুলির মধ্যে রয়েছে 'কাজী নজরুল ইসলাম: দ্যা ভয়েস অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্যা স্ট্রাগল ফর হিউম্যান হোলনেস'।

ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ এর সঞ্চালনায় 'বিশ্বায়নে নজরুল' বিষয়ক এই আলোচনা সভায় আরো অংশগ্রহন করেন ড. গুলশান আরা কাজী, কাজী বেলাল এবং অধ্যাপক ড. রেচেল ফেল ম্যাকডরমেট। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে কীভাবে নজরুলকে স্মরণ করা হয়, উদযাপন করা হয় এবং ভিন্নভাবে চিন্তা করা হয় তা অন্বেষণ করার বিষয়ে আগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রেচেল ফেল ম্যাকডারমট। নজরুল ছিলেন বিপ্লবী, তাঁর লেখার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী ও ঔপনিবেশিক বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছেন। নজরুল সামাজিক অন্যায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন, বলেন প্রফেসর রেচেল ফেল ম্যাকডারমট। এশিয়ান এবং মধ্য প্রাচ্যের সংস্কৃতি, ও মানবাধিকার বিষয়ের অধ্যাপক রেচেল ফেল ম্যাকডারমট তাঁর গবেষণায় পূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশের নানা বিষয়ে তুলে এনেছেন। তিনি ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-দেবী কেন্দ্রিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের উপর ব্যাপকভাবে গবেষণা এবং বই প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন ভারতের 'বিদ্রোহী কবি' এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপর ও গবেষণা করেছেন।

নজরুল ইসলামের 'ইসলাম ও হিন্দু' ধর্মের অনুশীলন তার লেখাকে প্রভাবিত করেছে, বলেন রেচেল ফেল ম্যাকডারমট। তাঁর কবিতার মধ্যে হিন্দু এবং মুসলিম চরিত্রের চিত্রায়ন যা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যোগ করেন ম্যাকডারমট। ম্যাকডারমট স্বীকার করেছেন যে, নজরুল ইসলামের সাংস্কৃতিক প্রভাবকে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে বেশ আলাদাভাবে স্মরণ করা হয়, যাকে যথাক্রমে মুসলিম পুনর্জন্মের প্রবক্তা এবং 'একজন ধর্মনিরপেক্ষ আইকন' হিসাবেও তাঁকে চিত্রিত করা হয়। নজরুল বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুসলিম পুনর্জন্মের পথিকৃৎ হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, নজরুল আজীবন সাম্যের যে গান গেয়েছেন, তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে হবে। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা অর্জনে যে পথ রচিত হয়েছিল, তার পেছনে সাম্যের কবি নজরুলের সৃষ্টিশীল রচনা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

বৈরি আবাহওয়ার মধ্য দিয়ে ডানা ইসলামের সঞ্চালনায় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' স্লোগানে নিউইয়র্কে জ্যামাইকাস্থ মেরি লুইস একাডেমি মিলনায়তনে নজরুল একাডেমি ইউএসএ'র ১০ বছর পূর্তী উপলক্ষে আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী উৎসব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক শাহ আলম দুলাল। এরপর নজরুলের কবিতা, গানে আবৃতি ও নৃত্য পরিবেশন করে নজরুল একাডেমি ইউএসএ'র ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ। এতে অংশগ্রহণ করে নাহরীন ইসলাম, কবির কিরন, রুমানা মাহজাবিন, ফারুক আজম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে বাংলাদেশ একাডেমি অব পারফর্মিং আর্টস (বাফা)। ফিরে দেখা নজরুল একাডেমীর ১০ বছর অনুষ্ঠানের আলোচনায় অংশগ্রহন করেনঅধ্যক্ষ আজিজুল হক, এ বি এম সালেহ উদ্দিন এবং মাহমুদ খান তাসের। আলোচনা অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন মোহাম্মদ মালেক। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের পরিবেশনায় নজরুল সঙ্গীত পরিবেশনায় অংশগ্রহন করে শৌভিত রয় চৌধুরী, ঋতুজা ব্যানার্জি, সৃজিতা হিয়া, ঋতিকা ব্যানার্জি। বল বীর, চির উন্নত মম শির বিদ্রোহী কবিতা'র উপর নৃত্য কাব্য পরিবেশনা ছিলেন আবৃতি শিল্পী মেহের কবিরের কবিতায় নৃত্যে পরিবেশন করেন ড. নীলা জারিন। নজরুল একাডেমীর নিজস্ব শিল্পীদের সমবেত পরিবেশনা 'উষার দুয়ারে হানি আঘাত' অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে নার্গিস রহমান, হাফিজা বেগম, শিরিন আহমেদ, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, রুমা আলম, শৌভিত রয় চৌধুরী, ড. রুমা চৌধুরী, নার্গিস বেগম, ঋতাজা ব্যানার্জি, প্রিয়া প্রিয়াঙ্কা, ফারহানা তুলি, ডানা ইসলাম ও শাহ আলম দুলাল। লিমন চৌধুরীর পরিচালনায় একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রিয়া প্রিয়াঙ্কা, জারিন মাইশা, ফারহানা তুলি ও লিমন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট প্রদান করা হয় ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোমকেয়ার এর চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ এবং আশা হোমকেয়ার এর চেয়ারম্যান আকাশ রহমানকে। এরপরই মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নজরুল সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক ও নন্দিত শিল্পী অষ্ট্রেলিয়া থেকে আগত ড. নিরুপমা রহমান। নজরুল একাডেমি ইউএসএ ১০ বছর উপলক্ষে ১১০ পাতার একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। ম্যাগাজিনের ডিজাইন এবং অনুষ্ঠানের দৃষ্টিনন্দন ব্যাকড্রপ তৈরি করেন শিল্পী রাগীব আহসান। অনুষ্ঠানের শব্দ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সায়েম উল্ল্যাহ ও তার সাউন্ড গিয়ার। তবলায় সঙ্গত করেন তপন মোদক, কি-বোর্ড মাসুদ, মন্দিরায় শহীদ উদ্দিন, এবং অক্টোপ্যাডে ছিলেন রাকেশ ব্যানার্জী। সবশেষে সংগঠনের সভাপতি কিউ জামানের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। - শিব্বীর আহমেদ প্রেরিত

শোকজ নোটিশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

পরিচয় ডেস্ক: বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও স্যোসাল মিডিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ও যুগ্ন সম্পাদকের প্রেরিত বিবৃতিটি দৃষ্টিগোছর হয়েছে ।আমরা নিম্নে স্বাক্ষরকারীগণ এই দূরভিসন্ধি মূলক বিবৃতির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি ।আমরা কার্যনির্বাহী কমিটির প্রায় নব্বই ভাগ সদস্য এই বিবৃতিটি প্রত্যাখান করে সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য উল্লেখ করতে চাই যে জনাব সিদ্দিকুর রহমান সাহেব দায়িত্ব গ্রহন থেকে আজ অবদি দলকে গঠনতান্ত্রিক নিয়মে পরিচালনা করেন নাই । তিনি মনে করেন দলটা তাঁর নিজস্ব একটা কর্পোরেশন ,আর আমরা সবাই তাঁর কর্মচারি ।সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের আর্থিক অনিয়ম , সংগটনের নিয়ম নীতি বহির্ভূত কার্যক্রম , সম্মেলনের নামে আর্থিক সুযোগ সুবিধা নেওয়া , দলে পদ পদবীর বানিজ্যকরন , অসংলগ্ন বক্তব্য বিবৃতির মাধ্যমে দলের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করণ , যথাযত মর্যাদায় জাতীয় দিবস সমূহ পালনে ব্যর্থতা , সর্বোপরি সংগঠনের ঐক্য ,শৃংক্ষলা এবং সংহতি বিনষ্টের অভিযোগে সর্বমহলে তিনি ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ।এইসব কারনে সংগটনের কার্যনির্বাহী কমিটি সহ দলের সর্ব স্তরের নেতা কর্মীরা তার গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রমের কারনে তাঁর প্রতি অনাস্হা জানিয়ে আসছেন । দলের হাই কমান্ডও এই সব অনিয়মের কারনে বিগত চার বছর থেকে তাকে দলের গুরুত্বপূর্ন কোন কার্যক্রমে সংশিষ্ট হতে দিচ্ছেন না । আপনারা সবাই অবলোকন করেছেন গত ২২শে সেপ্টম্বরের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সংবর্ধনা সভা ও বিগত চার বৎসরে অনুষ্ঠিত অন্যান্য সভা সমাবেশ গুলি ।এতে নিশ্চয়ই হাইকমান্ডের বার্তাটি সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা । । আমরা বুঝতে অক্ষম আসন্ন সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য এম ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভার সূত্র ধরে সিদ্দিকুর রহমান সাহেব কি করে দলের দীর্ঘদিনের পরিক্ষীত ও গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিবর্গ যারা একদিন তাকে এই পদে বসিয়ে ছিলেন তাদেরকে শোকজ করার দৃষ্টতা দেখান ।সবাই দেখেছে গত ২২শে সেপ্টেম্বর জনাব এম ফজলুর রহমানের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা সভায় উনি সুবোধ বালকের মতো নির্বাক হয়ে বসে ছিলেন ,কোন ধরনের অঝার আপত্তি ছাড়াই ।কারন তিনি ভাল করেই জানেন তাঁর উপর দলের হাই কমান্ড এবং সংগটনের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দের কোন আস্হা নাই ।এমতাবস্হায় অনেক আগেই তাকে দলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া উচিত ছিল ।সেটা তিনি না করে নানা ছল চাতুরী এবং মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন । তারই অংশ হিসাবে দলে পদ পদবী বন্টনের মূলা ঝুলিয়ে প্রথমে কার্যকরি কমিটির সভা পরবর্তিতে বর্ধিত সভা ইত্যাদি নামে কার্যকরি কমিটির মাত্র সাত জন সদস্য নিয়ে সভা করে দলের পরিক্ষীত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন ,এখানে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলএই সভায় তিনি অযাযিত ভাবে মাননীয় সজীব ওয়াজেদ জয়ের নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের অপচেষ্টা করেছেন ।আমরা তীব্র ভাষায় তাঁর এই অপচেষ্টার প্রতিবাদ জানাই এবং তাকে এই ধরনের দূরভিসন্ধি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই ।আমরা কার্যকরি কমিটি পক্ষ থেকে জনাব সিদ্দিকুর রহমান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনি প্রতিনিয়ত গঠনতন্ত্রের সব কয়টি গুরুত্বপূর্ন ধারা লঙ্ন করে ,অপরকে গঠনতন্ত্রের ধারা উপ ধারা লঙ্ননের অভিযোগে অভিযুক্ত করাটা যুক্তিযুক্ত ,এটা নিতান্তই হাস্যকর নয় কি ? আপনিতো ইতিমধ্যে সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে শোকজ করার ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকড করেছেন , হলফ করে বলেনতো এর কয়টা কার্যকর করতে পেরেছেন এবং দলের ই এতে কি লাভ হয়েছে ? কাজেই এই সকল বক্তব্য বিবৃতিতে কেহ বিভ্রান্ত না হয়ে আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী নির্বাচনে দলকে বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্তক প্রস্তুতি গ্রহন করি , এই দেশের মূল ধারায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের গল্প জোরালো ভাব তুলে ধরি ,দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র ইস্পাত কঠিন ঐক্যের মাধ্যমে রুখে দাঁড়াই ,জয় বাংলা । নিবেদনে সিনিয়র সহ সভাপতি এম ফজলুর রহমান , সহ সভাপতি আকতার আহমদ, সৈয়দ বশারত আলী,মাহবুবুর রহমান,ডাঃ মোহাম্মদ আলী মানিক , সিনিয়র যুগ্ন সম্পাদক নিজাম চৌধুরী , যুগ্ন সম্পাদক আইরিন পারভিন ।সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক আহমদ, মহি উদ্দিন দেওয়ান, আব্দুল হাছিব মামুন, আব্দুর রহিম বাদশা ,চন্দন দত্ত । সম্পাদক- কাজী কয়েছ,মিসবাহ আহমেদ, ফরিদ আলম, শাহ বখতিয়ার ,কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান,জাহাঙ্গীর হোসেন , এম এ করিম জাহাঙ্গীর ,মুজাহিদুল ইসলাম , মনসুর খান,মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী ,ডাঃ,আব্দুল বাতেন ,মাহবুবুর রহমান টুকু ,দেওয়ান বজলু ,শিরিন আখতার দিবা , ড.রুবেল ,এড আব্দুর রহমান মামুন , জালালউদ্দিন রুমি ,নুর আলম চৌধুরী , সদস্য-হিন্দোল কাদির বাপ্পা, অহিদুর রহমান মুক্তা , আজিজুর রহমান সাবু,আখতার আহমদ চৌধুরী ,ডেনি চৌধুরী .শাজাহান চৌধুরী ,সামছুল আবেদীন ,শরাফ সরকার ,আমিনুল ইসলাম কলিন্স ,খুরশিদখন্দকার ,হাজী নিজাম ,আব্দুল হামিদ ,আলী হুসেন গজনবী , আতাউল গনি আসাদ ময়নুল হক ,শরীফ কামরুল হাসান হিরা , মস্তফা কামাল পাশা ,রেজাউল করিম চৌধুরী,আলাউদ্দিন জাহাঙ্গীর ,হারুণ আহমদ ,মহসিন রিপন,আজহারুল ইসলাম লিটন ,নুরুন নবী চৌধুরী,রফিক পাটেয়ারী ,ইকবাল কবির, আমিন কতোয়াল ,মীর নিজামুল হক। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

জমকালো আয়োজনে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের বর্ণাঢ্য বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড ও নৈশভোজ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক পুলিশে কর্মরত বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন 'বাপা'র সপ্তম বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড ডিনার' গত ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় কুইন্সের বিলাসবহুল একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের পর বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশেন এই বর্ণাঢ্য ডিনারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও অ্যাওয়ার্ড বিতরণ পর্ব শুরু হয় । জমকালো আয়োজনের এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস। পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত বাংলাদেশী অফিসারদের প্রশংসা করে মেয়র বলেন, আপনারা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন বলেই এই সিটির জনজীবনকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হচ্ছে। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। বর্ণিল আয়োজনে সংগঠনের সভাপতি ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বাপার বোর্ড অব ট্রাস্টির সকলকে মঞ্চে ডেকে পরিচিতি করানোর পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুলিশ অফিসারদের পুরস্কৃত করা হয়। নান্দনিক এই অনুষ্ঠানে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড এ. ক্যাবান। এছাড়া ম্যান অফ দ্য ইয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ বেঞ্জামিন গারলি, উইমেন অফ দ্য ইয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ ক্রিস্টিন বাস্টডেনরেক, কমান্ডিং অফিসার অফ দ্য ইয়ার ইন্সপেক্টর জেনকিন্স ১১৩ প্রিসটিঙ্কট, বর্ষসেরা পুলিশ অফিসার হয়েছেন তৌফিউ বাকথ, সিভিলিয়ান অব দ্য ইয়ার নির্বাচিত হয়েছেন টিএম আনোয়ারুল কাদির। অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ডেপুটি কমিশনার লিসা হোয়াট, ও নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রের চিফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাশার, এটর্নি মঈন চৌধুরী, "ভালো" সংগঠনটি পেয়েছেন কমিউনিটি সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড । এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে ছিলেন ফার্স্ট ডেপুটি কমিশনার তানিযা কিনসেলা, এসেম্বলীওমেন জেনিফার রাজকুমার, মেয়র অ্যাডামসের উপদেষ্টা ইনগ্রিড লুইস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাপা'র সাবেক প্রেসিডেন্ট শামসুল হক, সুমন সাইদসহ অন্যরা।

বাপা'র সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন এ কে এম প্রিন্স আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। পরে তিনি স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কমিউনিটির কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। বাপা'র ট্রাস্টি মাসুদ রহমানের পরিচালনায় বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী টিনা ও কমিউনিটির জনপ্রিয় দুই কণ্ঠশিল্পী রাজিব পরিবেশন করেন পছন্দের গান। শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দারুণভাবে উপভোগ করেন সংগঠনের বিপুল সংখ্যক সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা। আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান ২য় ভাইস প্রেসিডেনট ট্রাফিক সুপারভাইজার আলী চৌধুরী, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর অফিসার সর্দার মামুন, ট্রেজারার অফিসার রাসেকুর মালিক, কো ট্রেজারার সার্জেন্ট মেহেদী মামুন, মিডিয়া লিঁয়াজো অফিসার জামিল সরোয়ার, কমিউনিটি লিঁয়াজো অফিসার মাহবুব জুয়েল, সার্জেন্ট অফ আর্মস অফিসার হাসান আহমেদ, বাপা'র ট্রাস্টি অফিসার জসীম মিয়া, সার্জেন্ট মুরাদ আহমেদ, অফিসার সব্বির আহমেদ, অফিসার রাজীব ঘোষ, ট্রাফিক সুপারভাইজার অনিক হোসাইন, অফিসার রিপন ইসলাম, অক্সিলারি লেফটেন্যান্ট সাইদ আলী। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন বাপার ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী। পুরো আয়োজনটি বাপার সদস্য, কর্মকর্তা ও অতিথিদের হৃদয়ে ছুঁয়েছে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

লং আইল্যান্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন ফ্রেশ আইল্যান্ড সুপার মার্কেটের বছরপুর্তি পালন, ক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড়

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'ফ্রেশ আইল্যান্ড সুপার মার্কেট'-এর এক বর্ষপূর্তী পালন করা হয়েছে। রং বে রং এর বেলুন দিয়ে সাজনো হয় মার্কেটটি। বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে ক্রেতাদের সুবিধার্থে সুপার মার্কেটটিতে দেয়া হয়েছে বিশেষ ছাড়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মার্কেটটি বাংলাদেশী কমিউনিটি ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং ব্যবসার মাধ্যমে সেবার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে গত ১৪ অক্টোবর শনিবার বিকেলে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

নিউইয়র্কের লং অ্যাইলান্ডের ২৪১-১১ লিন্ডেন বুলেভার্ড-এ প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রেশ আইল্যান্ড সুপার মার্কেট'-এ আয়োজিত দোয়া মাহফিলে মার্কেটটির স্বত্তাধিকারী যথাক্রমে কামরুজ্জামান কামরুল, মনসুর এ চৌধুরী, কেশব সরকার বিদ্যুৎ ও রুহেল চৌধুরী উপস্থিত থেকে বছর পূর্তীর কেক কাটেন। এসময় অনান্যের মধ্যে সিকে ফোজের ফিশের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান, আজিজ স্লটারিং হাউজের প্রতিনিধি আনিস, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শামীম আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কেক কাটার পর একে অপরকে কেক খাইয়ে দেন।

পরে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মার্কেটটির অন্যতম স্বত্তাধিকারী কামরুজ্জামান কামরুল উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'বেষ্ট কোয়ালিটি আর বেষ্ট প্রাইজ' আমাদের মূল টার্গেট। সেই সাথে থাকবে সর্বোচ্চ সেবা। তিনি বলেন, আমাদের সুপার মার্কেটে সম্পূর্ণ হালাল মাংসের নিশ্চয়তা রয়েছে। আজিজ স্লটারিং হাউজ এই মাংস সরবরাহ করে থাকে বলেতিনি জানান। তিনি জানান, বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে আগামী ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত বিশেষ সেল চলবে। আর কেনাকাটার জন্য ক্রেতাদের জন্য রয়েছে পার্কিং-এর ব্যবস্থা। খবর ইউএনএ'র।

দেবিদ্বারের কৃতি সন্তান ফখরুল ইসলাম মুন্সী আর নেই

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক, সাবেক অর্থ উপ-মন্ত্রী, সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, এপি গ্রুপের চেয়ারম্যান, দেবিদ্বারের কৃতি সন্তান জনাব এ.এফ. এম ফখরুল ইসলাম মুন্সী আর নেই। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত ২১ অক্টোবর, ভোর ৪ টা ৪০ মিনিটে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে বার্ধক্য জনিত কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী রাকিবা বানু, দুই ছেলে রাকিব মোহাম্মদ ফখরুল ও রাজী মোহাম্মদ ফখরুল সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গিয়েছেন।

ভার্জিনিয়া বিএনপির উদ্যোগে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের তিন তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী , গনতন্ত্রের মা , দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে নবগঠিত ভার্জিনিয়া আর্লিংটন কাউন্টি বিএনপির আহবায়ক কমিটির সার্বিক সহযোগিতায় ভার্জিনিয়া বিএনপির উদ্যোগে স্থানীয় শর্মা জাইরো এক্সপ্রেস রেষ্টুরেন্টে এক দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠীত হয় । অনুষ্ঠানের শুরুতে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের রোগ মুক্তি , সুস্হতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া ও মুনাজাত করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পেশ ইমাম জনাব হাফেজ মাওলানা ফোকরুউদদীন। উক্ত সভায় ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র নেতা, ভার্জিনিয়া বিএনপির সদস্য সচিব জনাব তোফায়েল আহাম্মদ এর সঞ্চালনায় ও উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র নেতা ভার্জিনিয়া বিএনপির সন্মানিত আহবায়ক জনাব জহির খান ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন ঢাকা ১৯ আসনের সাবেক সাংসদ , ঢাকা জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সন্মানিত সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ দেওয়ান মোঃ সালাউদ্দিন এবং আনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপির সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব ফারুক আহমেদ । উক্ত আলচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকাবিশ্ববিদ্যলয়ের সাবেক ছাত্র নেতা , ভার্জিনিয়া বিএনপির আহবায়ক কমিটির সন্মানিত সিনিয়র সদস্য জনাব মহিউদ্দীন আনোয়ার জাহাংগির ।ভার্জিনিয়া বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সাবেক ছাত্র নেতা জনাব নেসার আহমেদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের নির্বাচিত সভাপতি , ভার্জিনিয়া বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও ভার্জিনিয়া বিএনপির আহবায়ক কমিটির সন্মানিত সিনিয়র সদস্য জনাব মোহাম্মদ কাইয়ুম, ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপির সহ সভাপতি জনাব মজনু মিয়া, নোয়াখালি জেলার সাভেক ছাত্র নেতা চৌমুহান সরকারি এসএ কলেজের সাবেক ভিপি জনাব নূরননবী, রেটার ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপির প্রাক্তন সহ সভাপতি , ভার্জিনিয়া বিএনপির আহবায়ক কমিটির সন্মানিত সিনিয়র সদস্য জনাব নিজাম আহমেদ, ভার্জিনিয়া বিএনপির সিনিয়র সদস্য জনাব ইকবাল চৌধুরী ।ভার্জিনিয়া বিএনপির সাবেক সহ সাধারন সম্পাদকও ভার্জিনিয়া বিএনপির আহবায়ক কমিটির উন্নতম সদস্য জনাব মাহফুজ মোল্লা, ভার্জিনিয়া বিএনপির প্রাক্তন যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও আহবায়ক কমিটির উন্নতম সদস্য জনাব বাসেত মোল্লা, ভার্জিনিয়া বিএনপির আহবায়ক কমিটির সন্মানিত সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার নূরুজজামান, ভার্জিনিয়া বিএনপির আহবায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য কামরুন কনা, ভার্জিনিয়া বিএনপির আহবায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব জাহিদ চৌধুরী, লুডন কাউন্টি বিএনপির আহবায়ক কমিটির আহবায়ক জনাব খালেদ চৌধুরী, আর্লিংটন কাউন্টি বিএনপির আহবায়ক কমিটির আহবায়ক জনাব নূরনবী মিঠু, আর্লিংটন কাউন্টি বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব জনাব আবদুল মান্নান, ভার্জিনিয়া বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য জাহিদুর রহমান । অনুষ্ঠানে আরও উপস্হিত ছিলেন ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জনার দেওয়ান মোহাম্মদ বিপ্লব , ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপির সহ সভাপতি জনাব কাজি এম রহমান, শাজাহান সিরাজ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব জাহিদ খান ,ভার্জিনিয়া বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও ভার্জিনিয়া বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য জনাব জাকির আলম জোসিম, মোহাম্মদ রোমান সহ আরো অনেকে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

HOME CARE

CDPAP Service

HHA/ PCA Service

Skilled Nursing

GET PAID

TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS

MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

बिना परिषाण के घर पर अपने लोगो की सेवा करके पैसा कमाए

GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA

- Salary & Benefits
- Weekly Payments
- Direct Deposit

Please Contact

SHAH NAWAZ MBA

President & CEO

646-591-8396

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 718-476-2026

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

HILLSIDE AVE. OFFICE
165-23 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-844-2367
Fax: 917-396-4115

JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave,
Jamaica, NY 11432.
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

Email: Info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ট্রাম্পকে ৫ হাজার ডলার জরিমানা, আদালতের আদেশ অমান্য করলে জেলে পাঠানোর হুমকি বিচারকের

পরিচয় ডেস্ক: মামলার বিচারকাজ চলমান থাকা অবস্থায় আইন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেওয়ায় শুক্রবার (২০ অক্টোবর) নিউইয়র্কের একটি আদালত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে পাঁচ হাজার ডলার জরিমানা করেছেন। এ সময় বিচারকআর্থার এনগোরোন ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেন, এরপরও একই কাজ করলে তাঁকে (ট্রাম্প) কারাগারে যেতে হতে পারে।

বিচারকাজ চলার সময় এ নিয়ে কোনো কিছু জনসমক্ষে প্রকাশ না করার ব্যাপারে আদালত আগেই আদেশ দিয়েছিলেন। নিউইয়র্কের আদালতে ৭৭ বছর বয়সী সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে রিপালিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়নের লড়াইয়ে জনমত জরীপে ্ওগিয় থাকা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা চলছে। গত ৩ অক্টোবর বিচারক আর্থার এনগোরোনের প্রধান আইন কর্মকর্তার (প্রিন্সিপাল ল ক্লার্ক) বিরুদ্ধে অবমাননাকর বক্তব্য ট্রুথ সোশ্যাল নামের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন ট্রাম্প। বিষয়টি আদালতের নজরে এলে ওই পোস্ট সরিয়ে নিতে বলা হয়।

ওই দিনই অবশ্য পোস্টটি সরিয়ে নেন ট্রাম্প। তবে শুক্রবার (২০ অক্টোবর) আদালত বলেন, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারের জন্য ট্রাম্প যে ওয়েবসাইট খুলেছেন, সেখানে ওই পোস্ট টানা ১৭ দিন ছিল। গত বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) আদালতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর ওয়েবসাইট থেকেও তা সরিয়ে ফেলা হয়। বিচারক আর্থার এনগোরোন বলেন, যদিও ট্রাম্পের আইনজীবী আদালতে বলেছেন, এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে। তবে বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

শিকাগোয় ফিলিস্তিনি শিশুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শোক প্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক: শিকাগো শহরে ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত ছয় বছরের এক শিশু ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন শিশুটির মা। বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছেন না আমেরিকার তরুণেরা

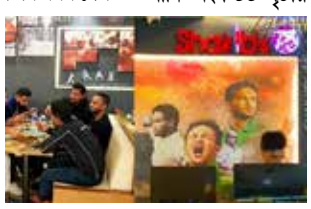

পরিচয় ডেস্ক: মূল্যস্ফীতির কারণে আমেরিকার বেশির ভাগ তরুণ তরুণী খরচ কমিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া, বাইরে ঘুরতে যাওয়া থেকে শুরু করে জীবন থেকে নানা অনুসঙ্গ বাদ দিচ্ছেন। গত শুক্রবার প্রকাশিত ব্যাংক বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে চিকিৎসা, গবেষণায় বাঙালি

পরিচয় ডেস্ক: আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে একটি চিকিৎসা পরিচালন ব্যবস্থা তৈরি করেছেন সাউথ ফ্লরিডার একদল বিজ্ঞানী, যা কি না চিকিৎসকদের বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ডেঙ্গুর প্রথম ওষুধের ট্রায়ালে সন্তোষজনক সাফল্য

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ২০১৯ সালের পরে এ বছর আবার ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছেনা পরিস্থিতি। ডেঙ্গুজ্বর এখন আর শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ঢাকার বাইরেও তা বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ইসরাইলকে আক্রমণ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট, নিউইয়র্কে চাকরি হারালেন ২ নারী

পরিচয় ডেস্ক: ইসরাইলের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয় নিউইয়র্কে দুজন নারী চাকরি হারিয়েছেন। এদের মধ্যে একজন ব্যাংকার অন্যজন চিকিৎসক।

নিউইয়র্ক পোস্ট পত্রিকা জানিয়েছে, ইহুদি গণহত্যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দেওয়ায় এক নারী ব্যাংকারকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

তার নাম নোজিমা হুসাইনোভা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সিটি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। ২৫ বছর বয়সি এই নারী সম্প্রতি ফিনান্সে স্নাতক সম্পন্ন করেন। সিটি ব্যাংকে মাত্র দুই বছর ধরে কাজ বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

বাফেলোতে নিম্মির অনবদ্য উপস্থাপনায় ন্যান্সির কনসার্টে মুগ্ধ দর্শক শ্রোতা

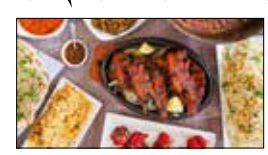

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে এসে দ্বিতীয় কনসার্টে দর্শক মাতিয়েছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি। গত ১৪ অক্টোবর শনিবার নিউইয়র্কষ্টেটের ২য় বৃহত্তম শহর বাফেলোর ক্রিসসি পারফরমিং আর্ট সেন্টারে বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক এর কনসার্টের গান গেয়ে দর্শকদের হৃদয় জয় করেছেন বাংলাদেশের দর্শকনন্দিত গুণী শিল্পী ন্যান্সি। এ সময় বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশী উবার চালক নিহত

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশী উবার চালক নিহত হয়েছে। তার নাম রাকিবুল হাসান (২৪)। ব্রুকলীনের বেল্ট পার্কওয়েতে সোমবার (১৬ অক্টোবর) দিবাগত রাত আনুমানকি সাড়ে ১০টার দিকে এই দূর্ঘটনা ঘটে। এতে হাসানের গাড়িসহ তিনটি গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। মৃত রাকিবুল হাসানের দেশের বাড়ি নোয়াখালী জেলায় সোনাইমুড়ী উপজেলায়। সে ব্রুকলীনের বায়তুল হামদ মসজিদের খাদেম আবুল কাসেমের ভাগিনা। তার অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা যায়, বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ঢাকায় বন্ধ হয়ে গেল সাকিবের দুটি রেস্টুরেন্টই, কিন্তু কেন?

পরিচয় ডেস্ক: ক্রিকেটের পাশাপাশি ব্যবসাতেও বেশ নামডাক সাকিব আল হাসানের। তার নিজস্ব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, জুয়েলারি শপ, হোটেল ব্যবসা রয়েছে। বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের হোটেল-রেস্তোরাঁতে হালাল খাবারের চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক:শাহেদ আমানউল্লাহ যখন হালাল ব্যবসার তালিকার তথ্য সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট শুরু করেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামী শরিয়ত মেনে খাবার পরিবেশন করা হয় এমন হোটেল-রেস্তোরাঁর সংখ্যা ছিলো ২০০টির মতো। আর আজ, ২৫ বছর পর তার সেই ওয়েবসাইটে যুক্ত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের হালাল খাবার বিক্রি করে এমন হোটেল-রেস্তোরাঁর সংখ্যা প্রায় ১৩,০০০; যেখানে মালয়েশিয়ান থেকে মেক্সিকান সকল মেনুর হালাল খাবার কিনতে পাওয়া যায়। বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

বিয়ে ছাড়াই সন্তান জন্মদানের শীর্ষে ৪টি দেশ

পরিচয় ডেস্ক: বিবাহবহির্ভুত সন্তান জন্মদানে ইউরোপের দেশগুলোতে শীর্ষে রয়েছে ফ্রান্স। দেশটিতে ১০০ শিশুর মধ্যে ৬০ জনের বাবা-মা বিয়ে ছাড়াই তাদের বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504

কর্ণফুলী ট্রাভেলস
ASTA IATA
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহর ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com
VISA

Khalil's
SPECIAL FOOD
ANYWHERE IN THE USA
ORDER NOW
khalilsfood.com

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Member:
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

Sarder Multi Services
Nuruzzaman Sarder, CEO
Sarder Tax & Accounting Inc.
TAX SERVICES: Individual/Personal Tax • Self Employed Tax
• Current Year/Prior Years (Amendment of Tax File)
ইমিগ্রেশন: Petition for Relatives • Apply for Citizenship Certificate
• Apply for Naturalization • Affidavit of Support • Green Card Renewal
sardertax2020@gmail.com
Sarder Driving School
DMV Express Service
New Plate Registration & Title Duplicate
Registration Surrender Plate
In Transit Plate
Address Change
License Renewal
TLC Renewal
Customize Plate
DDC Defensive Driving Course
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
small world Choice
আমরাই সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
আপনি কি বাংলাদেশে যেতে চান?
বিদেশ
আমরাই দিচ্ছি সবচেয়ে কমমূল্যে টিকেট
MEGA HOME REALTY INC.
BUY & SELL
আপনি কি বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় করতে চান, তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
37-47 73rd Street, Suite# 207, 2nd Floor (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Ph: 917 379 4125
Open 7 DAYS A WEEK